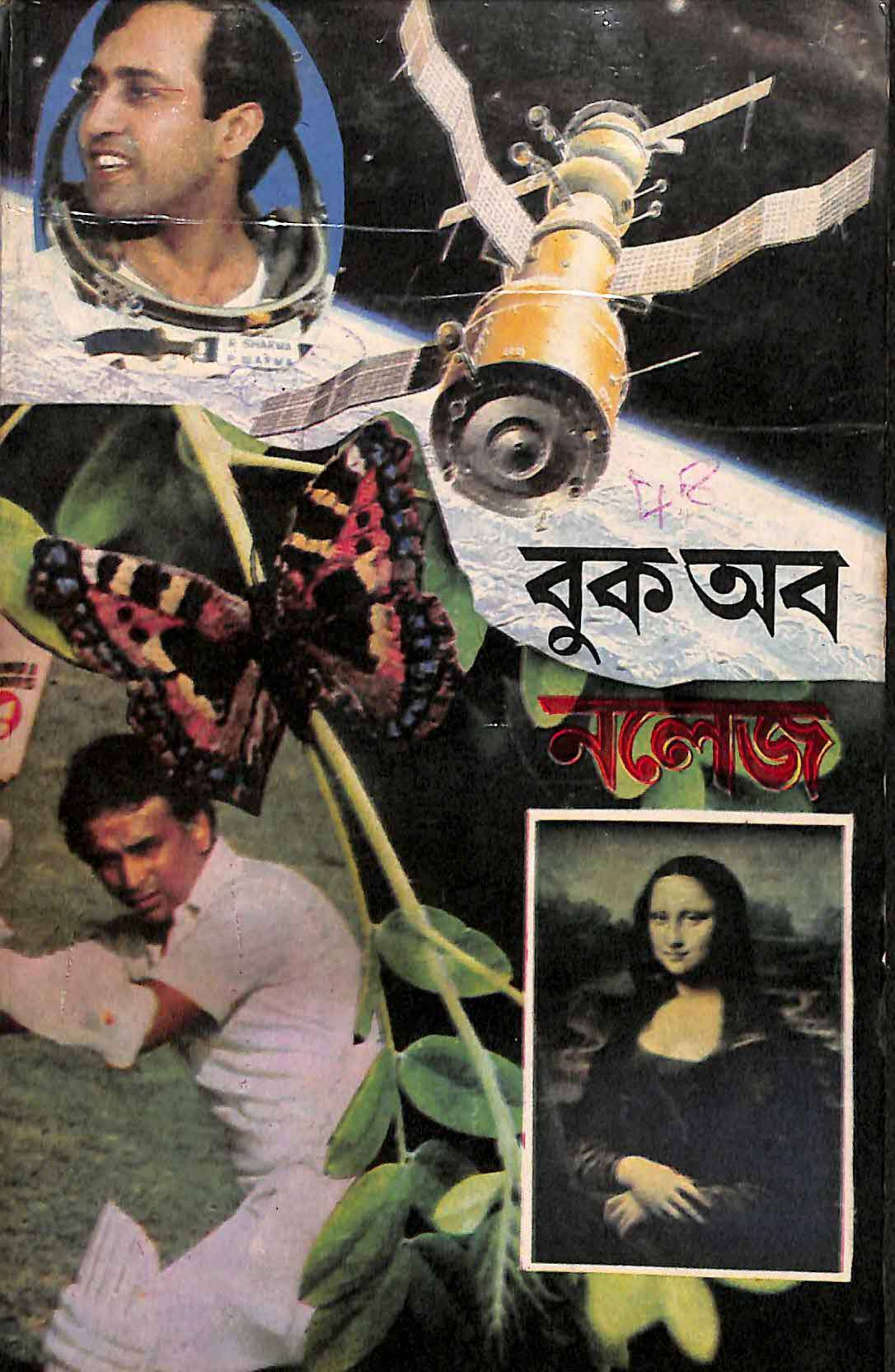
বুক অব নলেজ



বুক অব নলেজ

সম্পাদনা

দীপক গুহ

1988 সংস্করণ

॥ পরিবেশক ॥

বুলবুল প্রকাশন

১৮ডি, ট্যামার লেন, কলকাতা-৯

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী জয়ন্তী সাহা
দেবার্পিতা প্রকাশনী
৮বি/১, ট্যামার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩
পুনর্মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৪
,, ঃ অক্টোবর, ১৯৮৫
,, ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৬
,, ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

'বই মেলা' সৌজন্যে
পনেরো
মূল্য ঃ বারো টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

—উৎসর্গ—

ছোট্ট কিশোরী-কিশোরী বন্ধুদের

সূচীপত্র

প্রথম পর্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠা
আমাদের দেশ ভারতবর্ষ		৩—৪০
ভৌগোলিক পরিচয়	...	৪
জাতীয় সঙ্গীত	...	৬
জাতীয় জয়গান	...	৭
জাতীয় দিবস	...	৭
জাতীয় কংগ্রেস	...	৮
রাষ্ট্রপতিগণ	...	১০
উপরাষ্ট্রপতিগণ	...	১১
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ	...	১১
প্রধানমন্ত্রীগণ	...	১১
জাতীয় অধ্যাপকগণ	...	১২
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয়গণ	...	১২
কয়েকটি বড় শহর ও জনসংখ্যা	...	১৩
শৈলাবাসগুলির নাম	...	১৩
উল্লেখযোগ্য সেতু	...	১৩
ভারতীয় মানমন্দির	...	১৪
উচ্চ গিরিশৃঙ্গ	...	১৪
কয়েকটি বিখ্যাত মিউজিয়াম	...	১৫
উচ্চ সৌধ	...	১৬
প্রাচীন স্থাপত্য	...	১৭
প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের কেন্দ্রসমূহ	...	১৮
ভারতের রাজ্যসমূহ ও রাজধানী	...	১৮
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	...	১৯
প্রচলিত ভাষা ও ধর্ম	...	১৯
ভারতবর্ষে বিদেশী পর্যটক	...	২০

প্রথম পর্যায়


আমাদের দেশ ভারতবর্ষ

ভৌগোলিক পরিচয়

প্রঃ আমাদের দেশের নাম কি ?

উঃ আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ বা ভারত।

প্রঃ পৃথিবীর কোন্ অংশে ভারত অবস্থিত ?

উঃ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ভারত অবস্থিত। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অংশে আমাদের দেশ।

প্রঃ ভারতের নিকট প্রতিবেশী দেশ কোন্‌গুলি ?

উঃ পাকিস্তান, নেপাল, চীন, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা।

প্রঃ ভারতের সীমান্ত কত দীর্ঘ ?

উঃ ভারতের সীমান্ত প্রায় ১৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ।

প্রঃ ভারতের উত্তরে কোন পর্বতমালা অবস্থিত ?

উঃ ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত।

প্রঃ হিমালয় পর্বতমালা কত দীর্ঘ ?

উঃ হিমালয় পর্বতমালার দৈর্ঘ্য ২৫০০ কিলোমিটার।

প্রঃ ভারতের দক্ষিণভাগ ঘিরে আছে কোন্ কোন্ সমুদ্র ?

উঃ ভারতের দক্ষিণ ভাগ ঘিরে আছে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগর।

প্রঃ ভারতের সমুদ্র উপকূল কত দীর্ঘ ?

উঃ ভারতের সমুদ্র উপকূল প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ।

প্রঃ উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমির ভৌগোলিক নাম কি ?

উঃ এই সমভূমির ভৌগোলিক নাম সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি।

প্রঃ মালব মালভূমি ভারতের কোন্ অংশে অবস্থিত ?

উঃ সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণে আরাবল্লী পর্বত ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই মালভূমি অবস্থিত।

প্রঃ উত্তর ভারতের প্রধান দুটি নদীর নাম কি ?

উঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র।

প্রঃ দক্ষিণ ভারতের পবিত্র নদী কোনটি ?

উঃ গোদাবরী নদী।

প্রঃ ভারতের থর মরুভূমি অঞ্চলটি কোথায় ?

উঃ ভারতের পশ্চিম অংশে রাজস্থানের এই মরুভূমি কচ্ছ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রঃ ১৯৮১ সালের লোক গণনা বা আদম-সুমারী অনুসারে তখন ভারতের লোক সংখ্যা কত ছিল ?

উঃ ৬৮,৩৯,৯৭,৫২১ অর্থাৎ প্রায় ৬৮ কোটি ৪০ লক্ষের মত।

প্রঃ আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হ'ল কেন ?

উঃ প্রাচীনকালে রাজা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পুত্র ভরত রাজা হয়ে সকল রাজাদের পরাজিত করে এই দেশকে নিজের শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। তাঁরই নাম অনুসারে এই দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ।

প্রঃ আমাদের দেশ স্বাধীন হয় কবে ?

উঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হয়।

প্রঃ স্বাধীনতার পূর্বেকার ভারত বর্তমানে কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে ?

উঃ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই তিন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে।

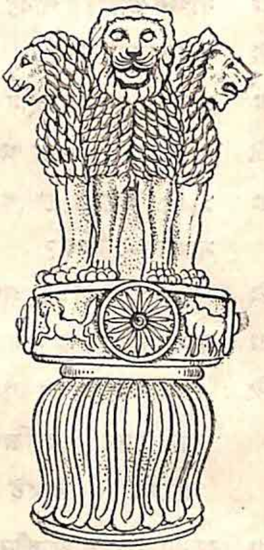
প্রঃ আমাদের জাতীয় পতাকা কিরূপ ?

উঃ আমাদের জাতীয় পতাকা তিন রঙের। প্রতিটি রঙ এক একটি আদর্শের প্রতীক। গেরুয়া—ত্যাগ ও সাহস, সাদা—শান্তি ও পবিত্রতা এবং সবুজ—নির্ভীক কর্মশক্তি ও জীবন ধর্মের প্রতীক। পতাকার মাঝখানে সাদা অংশটিতে সম্রাট অশোকের ধর্মচক্র উন্নতি ও প্রগতির চিহ্নস্বরূপ আছে। পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ।

প্রঃ আমাদের জাতীয় প্রতীক কি ?

উঃ সম্রাট অশোক সারনাথে আশোকস্তম্ভের শীর্ষে যে ধর্মচক্র তৈরী করিয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনটি সিংহমূর্তির (অদৃশ্য সিংহ মূর্তি আরও একটি আছে যা স্তম্ভের আড়ালে থাকায় দেখা যায় না) নীচে বাম

ধারে একটি ঘোড়া ও ডান ধারে একটি ষাঁড়ের মূর্তি আছে। দুর্নীতি, পশুশক্তি প্রভৃতি অসৎ ধর্মের বিনাশ সাধন এবং সত্য ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করার ইঙ্গিত নিয়ে নীচে দেবনাগরী অক্ষরে জাতীয় আদর্শ 'সত্যমেব জয়তে' কথাটি লিপিবদ্ধ আছে। এই-ই হল আমাদের জাতীয় প্রতীক।



জাতীয় প্রতীক

প্রঃ ভারতের এই জাতীয় প্রতীক কবে গ্রহণ করা হয় ?

উঃ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত সরকার একে জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে।

প্রঃ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কি ?

উঃ ভারতের সংবিধান সভা ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণ মন' সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে ঘোষণা করে। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটিকেও জাতীয় জয়গানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সঙ্গীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

জাতীয় জয়গান

বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্ ॥
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥

প্রঃ ভারতের জাতীয় ফুল কি ?

উঃ পদ্মফুল।

প্রঃ ভারতের জাতীয় পশু কি ?

উঃ বাঘ।

প্রঃ ভারতের জাতীয় পাখী কি ?

উঃ ময়ূর।

জাতীয় দিবস

সেনা দিবস—১৫ই জানুয়ারী।
প্রজাতন্ত্র দিবস—২৬শে জানুয়ারী।
শহীদ দিবস—৩০শে জানুয়ারী।
বিমান বাহিনী দিবস—১লা এপ্রিল।
নৌ-বাণিজ্য দিবস—৫ই এপ্রিল।
স্বাধীনতা দিবস—১৫ই আগস্ট।
শিক্ষক দিবস—৫ই সেপ্টেম্বর।
গান্ধী জন্ম দিবস—২রা অক্টোবর।
জাতীয় সংহতি দিবস—৪ঠা অক্টোবর।

শিশু দিবস—১৪ই নভেম্বর।

আঞ্চলিক বাহিনী দিবস—১৮ই নভেম্বর।

নাগরিক দিবস—১৯শে নভেম্বর।

নৌ-বাহিনী দিবস—২১শে ডিসেম্বর।

জাতীয় কংগ্রেস

প্রঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোভিয়ান হিউম্ কর্তৃক বোম্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়।



অক্টোভিয়ান হিউম



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রঃ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

উঃ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয়দের জন্য কিছু ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল কংগ্রেসের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

প্রঃ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কোথায় হয় ?

উঃ বোম্বাইতে।

প্রঃ কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ?

উঃ বাঙ্গালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee)।

প্রঃ বার্ষিক কত চাঁদা দিলে কংগ্রেসের সভ্য হওয়া যায় ?

উঃ ২৫ পয়সা।

প্রঃ কখন কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে ?

উঃ ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে প্রথম স্বাধীনতার দাবী করা হয়।

প্রঃ A. I. C. C. বলতে কি বোঝায় ?

উঃ All India Congress Committee (নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি)।

প্রঃ কংগ্রেসের মহিলা সভাপতিদের নাম কি কি ?

উঃ অ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু, নেলি সেনগুপ্তা ও ইন্দিরা গান্ধী।



অ্যানি বেসান্ত



সুভাষচন্দ্র বসু

প্রঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কারা পর পর দু'বার সভাপতি হয়েছেন ?

উঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু ও আবুল কালাম আজাদ।

প্রঃ জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি বা ওয়ার্কিং কমিটি কয়জন সভ্য নিয়ে তৈরী হয়েছিল ?

উঃ ১৯ জন।

প্রঃ কংগ্রেসে 'চরম-পন্থী' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পক্ষপাতী নেতা কারা ছিলেন ?

উঃ অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়।

প্রঃ 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীত প্রথম গাওয়া হয় কবে ?

উঃ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে 'জনগণমন' প্রথম গীত হয়।

প্রঃ 'স্বরাজ ভবন' কবে কোথায় স্থাপিত হয়েছিল ?

উঃ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় 'স্বরাজ ভবন' এলাহাবাদে স্থাপিত হয়েছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এলাহাবাদের এই বাড়িটি কংগ্রেসকে দান করেছিলেন।

প্রঃ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী প্রথম কে গঠন করেন ?

উঃ সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা অধিবেশনে তিনি এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেন।

রাষ্ট্রপতিগণ

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ	: ১৯৫০—১৯৬২
ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন	: ১৯৬২—১৯৬৭
ডঃ জাকির হুসেন	: ১২ই মে, ১৯৬৭—৩রা মে, ১৯৬৯
ভি. ভি. গিরি	: ৩রা মে, ১৯৬৯—২০শে জুলাই, ১৯৬৯ (অস্থায়ী)
	: ২৪শে আগস্ট, ১৯৬৯—২৪শে আগস্ট, ১৯৭৪
এম. হিদায়েতুল্লাহ্	: ২০শে জুলাই, ১৯৬৯—২৪শে আগস্ট, ১৯৬৯ (অস্থায়ী)
ফকরুদ্দিন আলি আহ্মেদ	: ২৪শে আগস্ট, ১৯৭৪—১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭
বি. ডি. জাত্তি	: ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭—১০ই আগস্ট, ১৯৭৭
নীলম সঞ্জীব রেড্ডি	: ১০ই আগস্ট, ১৯৭৭—১৯৮৩
জ্ঞানী জৈল সিং	: ১৯৮২—১৯৮৭
আর. ভেঙ্কটরমণ	: ১৯৮৭—বর্তমান

উপরাষ্ট্রপতিগণ

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন	: ১৯৫২—১৯৬২
ডঃ জাকির হুসেন	: ১৯৬২—১৯৬৭
ভি. ভি. গিরি	: ১৯৬৭—১৯৬৯
জি. এস. পাঠক	: ১৯৬৯—১৯৭৪
বি. ডি. জাত্তি	: ১৯৭৪—১৯৭৯
এম. হিদায়েতুল্লাহ্‌	: ১৯৭৯—১৯৮৪
আর. ভেঙ্কটরমন	: ১৯৮৪—১৯৮৭
শঙ্করদয়াল শর্মা	: ১৯৮৭—বর্তমান

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ

১. স্যার হরিলাল কানিয়া
২. এ. এম. পতঞ্জলী শাস্ত্রী
৩. মেহেরচাঁদ মহাজন
৪. বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়
৫. ভুবনেশ্বরীপ্রসাদ সিংহ
৬. সুধীরঞ্জন দাশ
৭. পি. বি. গজেন্দ্রগদ্‌কর
৮. অমলকুমার সরকার
৯. কোকা সুব্বারাও
১০. কৈলাসনাথ ওয়াঞ্চু
১১. এম. হিদায়েতুল্লাহ্‌
১২. জে. সি. শাহ
১৩. এস. এম. সিক্রি
১৪. অজিতনাথ রায়
১৫. এম. এইচ. বেগ
১৬. ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়
১৭. পি. এন. ভগবতী

প্রধানমন্ত্রীগণ

জওহরলাল নেহেরু	: ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭—২৭শে মে, ১৯৬৪
গুলজারিলাল নন্দ	: ২৭শে মে' ১৯৬৪—৯ই জুন, ১৯৬৪ (অস্থায়ী)
	: ১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৬—২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬৬ (অস্থায়ী)

লালবাহাদুর শাস্ত্রী : ৯ই জুন, ১৯৬৪—১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৬
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী : ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬৬—২৪শে মার্চ, ১৯৭৭
: ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৮০—৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৪
মোরারজি দেশাই : ২৪শে মার্চ, ১৯৭৭—৮ই জুলাই, ১৯৭৯
চরণ সিং : ২১শে জুলাই, ১৯৭৯—২০শে আগস্ট, ১৯৭৯
রাজীব গান্ধী : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৪—বর্তমান

জাতীয় অধ্যাপকগণ

১৯৪৯—ডঃ সি. ভি. রমণ
১৯৫৮—ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বোস
ডঃ কে. এস. কৃষ্ণন
১৯৫৯—ডঃ রাধাবিনোদ পাল
ডঃ পি. ভি. কানে
১৯৬২—ডঃ শিশিরকুমার মিত্র
১৯৬৩—ডঃ ডি. এন. ওয়াদিয়া
ডঃ পি. আর. খানোলকর
১৯৬৪—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৯৬৫—ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন

জাতীয় অধ্যাপক পদটি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্টি করা হয়। গবেষণার কাজে সুবিধার জন্য এঁদের প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে সারা জীবন দেওয়া হয়ে থাকে।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয়গণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্য)—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ।
স্যার সি. ভি. রমণ (পদার্থ বিজ্ঞান)—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ।
ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা (শারীরবিদ্যা ও ভেষজবিদ্যা)—১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ।
মাদার টেরেসা (জন্মসূত্রে যুগোশ্লাভ, বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক)—(শান্তি) ১৯৭৯।
ডঃ সুব্রহ্মণম চন্দ্রশেখর (পদার্থবিদ্যা)—১৯৮৩

কয়েকটি বড় শহর ও জনসংখ্যা

কলকাতা	: ৯,১৬৫,৬৫০ জন	আমেদাবাদ	: ২,৫১৫,১৯৫ জন
বৃহত্তর বোম্বাই	: ৮,২০২,৭৫৯ ”	কানপুর	: ১,৬৮৫,৩০৮ ”
দিল্লী	: ৫,২২৭,৭৩০ ”	পুনা	: ১,৬৮৫,২৬৬ ”
মাদ্রাজ	: ৪,২৭৬,৬৩৫ ”	নাগপুর	: ১,২৯৭,৯৭৭ ”
বাঙ্গালোর	: ২,৯১৩,৫৩৭ ”	লক্ষ্ণৌ	: ১,০০৬,৮৪৩ ”
হায়দ্রাবাদ	: ২,৫৬৫,৫৩৬ ”	জয়পুর	: ১,০০৪,৬৬৯ ”

শৈলাবাসগুলির নাম

নাম	কোন্ রাজ্যে অবস্থিত	নাম	কোন্ রাজ্যে অবস্থিত
আলমোড়া	—উত্তর প্রদেশ	শিলং	—মেঘালয়
বদ্রীনাথ—	”	মহাবালেশ্বর	—মহারাষ্ট্র
দেরাহুন	”	সিমলা	—হিমাচল প্রদেশ
মুসৌরি—	”	ডালহৌসি—	”
নৈনিতাল	”	কসৌলি—	”
রাণীক্ষেত—	”	মানালি—	”
কেদার নাথ—	”	মাউণ্টআবু	—রাজস্থান
দার্জিলিং	—পশ্চিমবঙ্গ	পহলগাম	—কাশ্মীর
কালিম্পং	”	শ্রীনগর—	”
কোদাইকানাল	—তামিলনাড়ু	গুলমার্গ—	”

উল্লেখযোগ্য সেতু

শোন ব্রীজ (বিহার)	দৈর্ঘ	১০,০৫২ ফুট
আলেকজান্দ্রা ব্রীজ (চন্দ্রভাগা নদী)	”	৯,০৮৮ ”
গোদাবরী ব্রীজ (অন্ধ্র প্রদেশ)	”	৯,০১৬ ”

মহানদী ব্রীজ (ওড়িশা)	দৈর্ঘ	৬,৯১২	ফুট
ইজাৎ ব্রীজ (এলাহাবাদ)	,,	৬,৮৩০	,,
গঙ্গা ব্রীজ (মোকামা)	,,	৬০৭৮	,,
নর্মদা ব্রীজ	,,	৪,৬৮৭	,,
শতদ্রু ব্রীজ	,,	৪,২১০	,,
ডাফরীণ ব্রীজ (কাশী)	,,	৩,৫৭৮	,,
নৈনী ব্রীজ (এলাহাবাদ)	,,	৩,২০০	,,
ইরাবতী ব্রীজ	,,	২,৮০০	,,
বিবেকানন্দ সেতু (পশ্চিমবঙ্গ)	,,	২,৬৫০	,,
যমুনা ব্রীজ (দিল্লী)	,,	২,৬৪০	,,
রবীন্দ্র সেতু (হাওড়া ; পশ্চিমবঙ্গ)	,,	২,১৫০	,,

ভারতীয় মানমন্দির

ন্যাশনাল অবজারভেটরি—
কোদাইকানাল অবজারভেটরি
হায়দ্রাবাদ অবজারভেটরি
শিবলিক অবজারভেটরি

উচ্চ গিরিশৃঙ্গ

এভারেস্ট	২৯,০২৮	ফুট
কাঞ্চনজঙ্ঘা	২৮,২০৮	,,
লোৎসে	২৭,৯২৩	,,
মাকালু	২৭,৮২৪	,,
অন্নপূর্ণা	২৬,৯২৬	,,
ধবলগিরি	২৬,৮১০	,,
মানসালু	২৬,৬৫৮	,,
নাঙ্গাপর্বত	২৬,৬২০	,,
হিমালচুলী	২৫,৮০১	,,
নন্দা দেবী	২৫,৬৫৪	,,

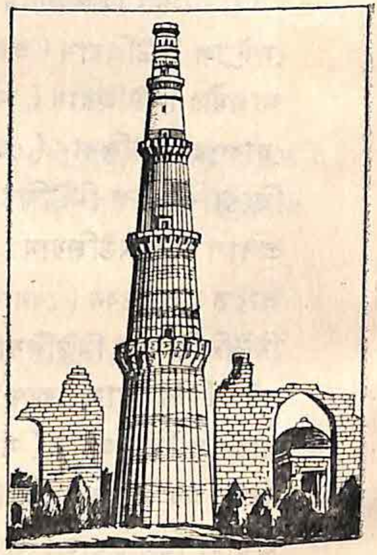
কয়েকটি বিখ্যাত মিউজিয়াম

সালারজঙ্গ মিউজিয়াম (হায়দ্রাবাদ)
আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম (,,)
ন্যাশনাল মিউজিয়াম (দিল্লী)
ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী (,,)
নেহেরু মিউজিয়াম (,,)
কুমার আর্ট গ্যালারী (,,)
দিল্লী ফোর্ট মিউজিয়াম (,,)
আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম (গোয়ালিয়র)
আসাম স্টেট মিউজিয়াম (আসাম)
সেণ্ট্রাল মিউজিয়াম (জয়পুর)
আজমীর মিউজিয়াম (আজমীর)
যোধপুর মিউজিয়াম (যোধপুর)
ভিক্টোরিয়া হল মিউজিয়াম (উদয়পুর)
প্রতাপ সিং মিউজিয়াম (শ্রীনগর)
ভারত কলা-ভবন (বেনারস)
মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম (এলাহাবাদ)
স্টেট মিউজিয়াম (লক্ষ্ণৌ)
সারনাথ মিউজিয়াম (সারনাথ)
প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ মিউজিয়াম (বোম্বাই)
বরোদা মিউজিয়াম (বরোদা)
মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম (আমেদাবাদ)
জুনাগড় মিউজিয়াম (জুনাগড়)
ইন্দোর মিউজিয়াম (ইন্দোর)
সাঁচি মিউজিয়াম (সাঁচি)
সেণ্ট্রাল মিউজিয়াম (নাগপুর)

গভর্নমেণ্ট মিউজিয়াম (মাদ্রাজ)
গভর্নমেণ্ট মিউজিয়াম (বাঙ্গালোর)
ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম (কলকাতা)
গান্ধী মেমোরিয়াল মিউজিয়াম (মাদুরাই)
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল (কলকাতা)
আশুতোষ মিউজিয়াম (”)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (”)
এশিয়াটিক সোসাইটি (”)
বিড়লা টেকনোলজিক্যাল এণ্ড ইন্ডাসট্রিয়াল মিউজিয়াম (কলকাতা)
নালন্দা মিউজিয়াম (নালন্দা)
পাটনা মিউজিয়াম (পাটনা)
বুদ্ধগয়া মিউজিয়াম (বিহার)
উড়িষ্যা স্টেট মিউজিয়াম (ওড়িশা)
বৈশালী মিউজিয়াম (বিহার)
নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম (কলকাতা)

উচ্চ সৌধ

কুতুবমিনার—দিল্লী—২৮৮ ফুট
রাজবাড়ি টাওয়ার—বোম্বাই—২৬০ ফুট
বৃহদেশ্বর মন্দির—তাঞ্জোর—২১৬ ফুট


কুতুবমিনার

গোপুরম্ মন্দির—তিরুভান্নামালাই—২০০ ফুট
গোল গম্বুজ—বিজাপুর—১৯৮½ ফুট
একম্বরনাথ মন্দিরের গোপুরম্—শক্তিপুরম্—১৮৮ ফুট
চারমিনার—হায়দ্রাবাদ—১৮৬ ফুট





মন্দির

ন্দির

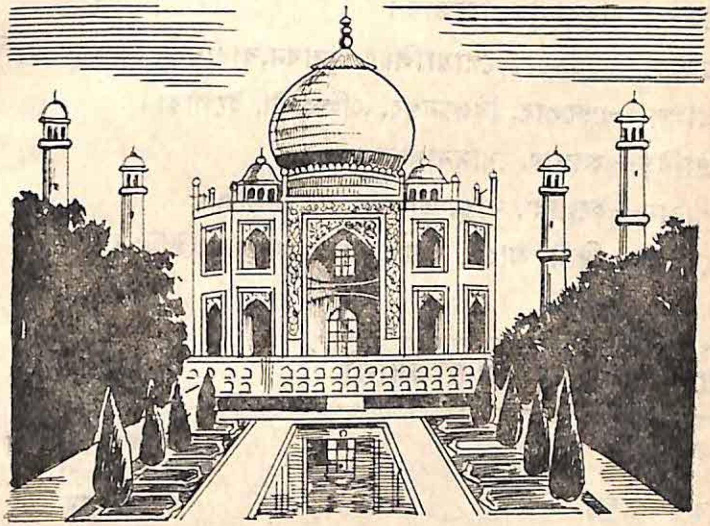
গুহা মন্দির

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—কলকাতা—১৮২ ফুট

কলকাতা হাইকোর্ট—কলকাতা—১৮০ ফুট

তাজমহল—আগ্রা—১৭৮ ফুট

বুলন্দ দরওয়াজা—ফতেপুরসিক্রী—১৭৬ ফুট



তাজমহল

মীনাক্ষি মন্দিরের গোপুরম্—মাতুরাই—১৫২ ফুট

শহীদ মিনার—কলকাতা—১৫২ ফুট

জগন্নাথ মন্দির—পুরী—১৪২ ফুট

বিজয় স্তম্ভ—১২২ ফুট

প্রাচীন স্থাপত্য

আবু পাহাড়ের জৈন মন্দির

পুরীর জগন্নাথ মন্দির

বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির

বুদ্ধগয়ার মন্দির

কোনারকের সূর্য মন্দির

অজন্তার গুহামন্দির

কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির

পুনার পার্বতী মন্দির

মাতুরার মীনাক্ষি মন্দির

হায়দ্রাবাদের হস্তিগুহা মন্দির

প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের কেন্দ্রসমূহ

প্রাচীন আর্য—মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা (বর্তমান পাকিস্তানে)।

বৌদ্ধ—অজন্তা, নাসিক, ইলোরা, নালন্দা।

জৈন—আবুপাহাড়, চিতোর।

চালুক্য—ধারওয়ার, গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন, বারাণসী, উদয়পুর, দাতিয়া।

ব্রাহ্মণ্য—ভেলোর, বিজয়নগর, এলিফান্টা, ইলোরা।

দ্রাবিড়—আম্বার, সোমনাথপুর।

পাঠান—ইলোরা, মাণ্ডু, তাঞ্জোর, তিন্নেভেলি।

মোগল—দিল্লী, আগ্রা, আমেদাবাদ, ফতেপুর সিক্রি।

ভারতের রাজ্যসমূহ ও রাজধানী

রাজ্যের নাম	রাজধানীর নাম
অন্ধ্র প্রদেশ	হায়দ্রাবাদ
আসাম	দিসপুর
ওড়িশা	ভুবনেশ্বর
উত্তরপ্রদেশ	লক্ষ্নৌ
কর্ণাটক	বাঙ্গালোর
কেরালা	ত্রিবান্দ্রম
গুজরাট	গান্ধীনগর
জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর (গ্রীষ্মে)
	জম্মু (শীতে)
তামিলনাড়ু	মাদ্রাজ
ত্রিপুরা	আগরতলা
নাগাল্যাণ্ড	কোহিমা
পশ্চিমবঙ্গ	কলকাতা

রাজ্যের নাম	রাজধানীর নাম
পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়
মধ্যপ্রদেশ	ভূপাল
মহারাষ্ট্র	বোম্বাই
মণিপুর	ইম্ফল
মেঘালয়	শিলং
রাজস্থান	জয়পুর
সিকিম	গ্যাংটক
হরিয়ানা	চণ্ডীগড়
হিমাচল প্রদেশ	সিমলা
গোয়া	পানাজী

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	সদরদপ্তর	: পোর্টব্লেয়ার
অরুণাচল প্রদেশ	রাজধানী	: ইন্দিরাগিরি
চণ্ডীগড়	,,	: চণ্ডীগড়
দাদরা ও নগরহাবেলী	,,	: শিলভাস্যা
দিল্লী	,,	: দিল্লী
লাক্ষাদ্বীপ	সদরদপ্তর	: কবরাত্তি
মিজোরাম	,,	: আইজল
পণ্ডিচেরী	রাজধানী	: পণ্ডিচেরী

প্রচলিত ভাষা ও ধর্ম

ভারতে সব সমেত ২৫০টি ভাষা আছে। এর মধ্যে ১৫টি ভাষা প্রধান হিসেবে স্বীকৃত।

১। বাংলা ২। হিন্দী ৩। উর্দু ৪। ওড়িয়া
৫। মারাঠী ৬। গুজরাটি ৭। সিন্ধি ৮। কাশ্মীরী

৯। পাঞ্জাবী ১০। সংস্কৃত ১১। অসমীয়া ১২। তেলেগু
১৩। তামিল ১৪। কানাড়ী ১৫। মালয়ালম।

১৯৮১ সালে আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতে মোট জনসংখ্যার

৮২·৭২% হিন্দু ১১·২১% মুসলমান ২·৬০% খ্রীষ্টান
১·৮৯% শিখ ·৭০% বৌদ্ধ ·৪৭% জৈন

ভারতবর্ষে বিদেশী পর্যটক

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে যুগে যুগে পর্যটক এসেছেন। পৃথিবীর আর কোন দেশে এত পর্যটক আসেন নি। এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো।

গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস	৩০২ খ্রীঃ পূর্বাব্দ
আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ারকাস	৬২৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দ
আলেকজাণ্ড্রিয়ান নাবিক হিপ্পালাস	খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দ



হিউয়েন সাঙ



টমাস রো

চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন	৪০৫-৪১১ খ্রীষ্টাব্দ
,, ,, হিউয়েন সাঙ	৬৩০-৬৪৪ ,,

চৈনিক পর্যটক আই-সিং	৬৭০	খ্রীষ্টাব্দ
,, ,, সুঙ উন ,, ,, হুয়িং সেঙ ,, ,, ও কুঙ	৬০০-৮০০	,,
ইতালিয় পর্যটক মার্কোপোলো	২৯৩	,,
মুসলিম পর্যটক ইবন বতুতা	১৩৩৪-১৩৪২	,,
রুশ-পর্যটক নিকিতন্	১৪৭০-১৪৭৪	,,
ইংরেজ পর্যটক উইলিয়ম হকিন্স	১৬১২-১৬১৫	,,
,, ,, টমাস রো	১৬১৫-১৬১৯	,,
ফরাসী পর্যটক তাভার্নিয়ে	১৬৪০-১৬৬৬	,,
,, ,, ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে	১৬৫৯-১৬৬৬	,,
,, ,, মঁসিয়ে সার্দার	১৬৬৭	,,
ইংরেজ পর্যটক ডাঃ ফ্রায়ার	১৬৭১-১৬৮১	,,
,, ,, ওভিংটন	১৬৮৯-১৬৯২	,,
ওলন্দাজ পর্যটক জেমিল্লি ক্যামেরী	১৬৯৫	,,
ইতালীয় পর্যটক নিকোলাও মানুচ্চি	১৭০৪	,,

ভারতীয় রেলওয়ে

প্রঃ ভারতে প্রথম রেলপথ কবে চালু হয় ?

উঃ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম রেলপথ চালু হয়। পথ ছিল বোম্বাই থেকে কল্যাণ পর্যন্ত।

প্রঃ ভারতে মোট রেলপথের দৈর্ঘ কত ?

উঃ ৬০, ২৩১ কিলোমিটার। এই রেলপথ ৯টি অঞ্চলে বিভক্ত এবং সর্বসমেত ৭০৯৩টি রেল স্টেশন আছে।

প্রঃ ভারতীয় রেলপথগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উঃ ক. সেণ্ট্রাল রেলওয়েজ (মধ্য রেলপথ) দৈর্ঘ ৬, ০১৩ কি.মি.। প্রধান কার্যালয়—বোম্বাই।

খ. ইস্টার্ন রেলওয়েজ (পূর্ব রেলপথ) দৈর্ঘ ৪,২২৪ কি.মি.। সদর দপ্তর—কলকাতা।

গ. নর্দার্ণ রেলওয়েজ (উত্তর রেলপথ) দৈর্ঘ ১০,৬৮৭ কি.মি.। সদর দপ্তর—দিল্লী।

ঘ. নর্থ ইস্টার্ণ রেলওয়েজ (উত্তর-পূর্ব রেলপথ) দৈর্ঘ ৩,৬২৮ কি.মি.। সদর দপ্তর—গোরক্ষপুর।

ঙ. নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েজ (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ) দৈর্ঘ ৩,৬২৮ কি. মি.। সদর দপ্তর—মালিগাঁও (গুয়াহাটি)।

চ. সাদার্ণ রেলওয়েজ (দক্ষিণ রেলপথ) দৈর্ঘ ৬,১৭৫ কি.মি.। সদর দপ্তর—সেকেন্দ্রাবাদ।

ছ. সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়েজ (দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ) দৈর্ঘ ৬,১৭৫ কি.মি.। সদর দপ্তর—সেকেন্দ্রাবাদ।

জ. সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়েজ (দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ) দৈর্ঘ ৬,৮৪২ কি.মি.। সদর দপ্তর—কলকাতা।

ঝ. ওয়েস্টার্ণ রেলওয়েজ (পশ্চিম রেলপথ) দৈর্ঘ ১০,১৪৭ কি.মি.। সদর দপ্তর—বোম্বাই।

প্রঃ ভারতীয় রেল প্রতিদিন কত যাত্রী বহন করে ?

উঃ ভারতীয় রেল প্রতিদিন ৭০ লক্ষেরও বেশি যাত্রী এবং ৬ লক্ষ টন মাল বহন করে।

প্রঃ ক্ষুদ্রতম নামধারী স্টেশন ভারতবর্ষের কোনটি ?

উঃ ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতম নামধারী স্টেশন **'IB'**। এই স্টেশনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ওড়িশা রাজ্যের ঝাড়সুগুদা এবং ব্রজরাজনগর স্টেশন দু'টির মধ্যে অবস্থিত।

প্রঃ ভারতের দীর্ঘতম রেলওয়ে টানেল কোন্‌টি ?

উঃ তোর্সি টানেল। এর দৈর্ঘ ২¾ মাইল।

প্রঃ কবে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয় ?

উঃ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-কেরালা পথে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয়।

প্রঃ কখন, কোথায় প্রথম পাতাল রেল চালু হয় ?

উঃ ১৯৮৪ সালে ভারতে প্রথম কলকাতায় পাতাল রেল চালু হয়।

প্রঃ ভারতীয় রেলপথগুলি ক'রকম ?

উঃ ভারতীয় রেলপথগুলি তিন রকম। এগুলি বিভিন্ন মাপ বা গেজ-এর।

ক. ব্রডগেজ ১˙৬৭ মিটার।

খ. মিটারগেজ ১ মিটার।

গ. ন্যারোগেজ ০˙৬২ মিটার।

বিমানপথ ও বিমানবন্দর

প্রঃ ভারতের প্রধান বিমানপথগুলি কি কি ?

উঃ এয়ার ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স, এয়ার সার্ভিসেস অব্ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ, ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ এয়ারওয়েজ, জুপিটার এয়ারওয়েজ, ডালমিয়া জৈন এয়ারওয়েজ।

প্রঃ ভারতে কতগুলি বিমানবন্দর আছে ?

উঃ ভারতে ৮৫টি বিমানবন্দর আছে।

প্রঃ ভারতে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ক'টি ও কি কি ?

উঃ ভারতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ৪টি। বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), কলকাতা (দমদম), দিল্লী (পালাম) এবং মাদ্রাজ (মীনামবক্কম)।

প্রঃ ভারতের অন্যান্য প্রধান বিমানবন্দরগুলি কি কি ?

উঃ আগরতলা, বেগমপেট, সফদরজং (দিল্লী), বড়ঝর (গুয়াহাটি), নাগপুর, আহ্‌মেদাবাদ, তিরুচিরাপল্লী ও অমৃতসর।

প্রঃ ভারতের ছোট বিমানবন্দরগুলি কি কি ?

উঃ আকোলা, বেহালা, বিলাসপুর, চাকুলিয়া, কুড্ডাপা, দোনাকোন্ডা, ঝাঁসী, ঝাড়সুগুদা, জব্বলপুর, কানপুর, আণ্ডোয়া, কোলহাপুর, কোটা, কোজ্জপুর, মালদা, মজঃফরপুর, মহীশূর, পালানপুর, পানাগড়, রাজামুন্দ্রী, রামনাদ, সাতলী, সেল্লা, সোলাপুর, তাঞ্জোর,

ভেলোর, ওয়ারাঙ্গল, হাদাপসা, গ্লাইডার ড্রোম, নদীরগুল, রাকসাউল।

ভারতে শীর্ষস্থানীয়

বৃহত্তম হ্রদ—উলার হ্রদ (কাশ্মীর)

দীর্ঘতম নদী—গঙ্গা (১,৫৫০ মাইল)

উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ—নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫ ফুট)

বৃহত্তম ব-দ্বীপ—পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল (৮,০০০ বর্গমাইল)

উচ্চতম জলপ্রপাত—যোগ জলপ্রপাত (কর্ণাটক—১৬০ ফুট)

বৃহত্তম খাল—বিকানীর খাল (৮০ মাইল)

সর্বাধিক বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট অঞ্চল—মৌসিমরাম (মেঘালয়)

দীর্ঘতম বাঁধ—হীরাকুদ বাঁধ (ওড়িশা—১৫,৭৪৮ ফুট)

দীর্ঘতম রেলসেতু—শোন নদীর জওহর সেতু (১০,০৫২ ফুট)

দীর্ঘতম সড়ক সেতু—মহানদী সেতু (৭,৩৯২ ফুট)

উচ্চতম মিনার—কুতুবমিনার (দিল্লী—২৩৮ ফুট)

উচ্চতম দরজা—ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজা (১৭৬ ফুট)

উচ্চতম মূর্তি—গোমতেশ্বর(কর্ণাটক ৫৬ ফুট)

বৃহত্তম মন্দির—মাদুরার মীণাক্ষী মন্দির (তামিলনাড়ু)

বৃহত্তম মসজিদ—জুম্মা মসজিদ (দিল্লী)



বুলন্দ দরওয়াজা

দীর্ঘতম বারান্দা—রামেশ্বর মন্দিরের বারান্দা (৪,০০০ ফুট)

দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম—খড়্গপুর (২,৭৩৩ ফুট)

বৃহত্তম যাদুঘর—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম (কলকাতা)

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম

* প্রাদেশিক লাট—লর্ড এস্. পি. সিংহ

* প্রথম I. C. S.—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

* I. C. S. পরীক্ষায় প্রথম স্থান—স্যার অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী

* বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য—দাদাভাই নৌরজী

* প্রথম নাইট হুড বা স্যার উপাধি—চন্দ্র মাধব ঘোষ

* প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য—সৈয়দ আমীর আলি



দাদাভাই নৌরজী

* হাইকোর্টের জজ—রমাপ্রসাদ রায়

* ভারতের বড়লাট—চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী

* I. M. S—গুডিভ সূর্য চক্রবর্তী

* ভিক্টোরিয়া ক্রশ লাভ—খুদাদাদ খান

স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ফাঁসী অর্থাৎ প্রথম শহীদ—দামোদর হরি চাপেকার (১৮ এপ্রিল-১৮৯৮)

গ্রাজুয়েট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যতুনাথ বসু (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), দামোদরণ পিল্লাই বিশ্বনাথ পিল্লাই (মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়)

F. R. S.—এ. কারসেংজী

লণ্ডনের D. Sc.—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

নোবেল পুরস্কার লাভ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট—মধুসূদন গুপ্ত

এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয়ী—তেনজিং নোরকে

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী—মিহির সেন

* ইংরেজ সরকারের অধীনে

U. N. O. সভাপতি—শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত

বিদেশী রাজ্যে প্রধান সেনাপতি—কর্ণেল স্থরেশ বিশ্বাস (ব্রাজিল)

টেস্ট ক্রিকেটার—কে. এস. রণজিৎ সিংজী

রাষ্ট্রপতি—ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

প্রধানমন্ত্রী—জওহরলাল নেহেরু

পদাতিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি—কে. এম্. কারিয়াপ্পা

নৌ-বাহিনীর প্রধান—আর. ডি. কোটারি

বিমান-বাহিনীর প্রধান—স্থব্রত মুখার্জী

ফিল্ড মার্শাল—এস. এইচ. এম. কে. মানেকশ

ভারতরত্ন খেতাব—চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী

লেনিন শান্তি পুরস্কার—সফিউদ্দিন কিচলু

কলিঙ্গ পুরস্কার—জগজিৎ সিং

জাতীয় অধ্যাপক—সি. ভি. রমন

মহিলাদের মধ্যে প্রথম

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট—সরোজিনী নাইডু

হাইকোর্ট জজ—আন্না চান্দী (কেরালা)

মুখ্যমন্ত্রী—স্থচেতা কৃপালনী (উত্তর প্রদেশ)

স্পিকার—সুশীলা নায়ার (দিল্লী)

প্রধানমন্ত্রী—ইন্দিরা গান্ধী

রাজ্যপাল—সরোজিনী নাইডু

রাষ্ট্রদূত—বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত

বার্লিনের P. H. D.—প্রভাবতী দাশগুপ্ত

M. A.—চন্দ্রমুখী বস্থ

M B.—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র

ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

উকিল—রেজিনা গুহ

ব্যারিস্টার—কর্ণেলিয়া সোরাবজী

বৈমানিক—দুর্বা ব্যানার্জী

প্যারাসুটার—গীতা চন্দ

ভারতে প্রথম

১৭৭৮—বাংলা দেশের হুগলীতে প্রথম ছাপাখানা। পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর দাস ছেনি দিয়ে কেটে যে বাংলা অক্ষর তৈরী করেন—তা দিয়ে উইলকিন্স সাহেব এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৮১—প্রথম সংবাদ পত্র—হিকির "ক্যালকাটা গেজেট"।

১৮১৮—বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা—"বেঙ্গল গেজেট" এবং পরে "সমাচার দর্পণ"।

১৮২০—প্রথম কাগজ কল—বাংলা দেশের শ্রীরামপুরে বোস্টন থেকে আমদানীকৃত কল মিশনারীরা স্থাপন করেন।

১৮৫১—প্রথম সরকারী টেলিগ্রাম লাইন—কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার।

১৮৫৩—প্রথম রেলপথ—বোম্বে থেকে কল্যাণ।

১৮৮২—প্রথম টেলিফোন লাইন—কলকাতা।

১৮৯৬—প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন—বোম্বে।

১৯১৭—প্রথম নির্মিত নির্বাক চিত্র—কলকাতায় তৈরী "নল-দময়ন্তী"।

১৯২৫—প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন—বোম্বে।

১৯২৭—প্রথম বেতার—বেসরকারী ভাবে বোম্বেতে।

১৯২৯—প্রথম সবাক চিত্র প্রদর্শন—কলকাতায়—"মেলোডি অব লাভ"।

১৯৫৬—বৃহৎ-আকার পারমাণবিক চুল্লী—অপ্সরা।

১৯৫৯—দুরদর্শন—দিল্লী।

১৯৬৯—ভারতে নির্মিত রকেট উৎক্ষেপন—থুম্বা থেকে।

১৯৭৪—পারমাণবিক বিস্ফোরণ—রাজস্থানের মরুভূমিতে।

১৯৭৫—ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ—আর্যভট্ট।

১৯৮৪—মহাকাশে প্রথম ভারতীয়—রাকেশ শর্মা।

১৯৮৪—পাতাল রেল—কলকাতায়।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্তগণ

ভারতের সকল ভাষার জন্য 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার দেওয়া হয়। সর্বভারতীয় সাহিত্য পুরস্কারগুলির মধ্যে অর্থমূল্যের বিচারে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার সর্বোচ্চ। ১৯৬৫ সাল থেকে এই পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যাঁরা এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের নাম ও যে গ্রন্থের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন তা নীচে দেওয়া হলো—

জি. শঙ্কর কুরূপ	ওডাকুঝল (মালয়ালম কাব্য)	১৯৬৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	গণদেবতা (বাংলা উপন্যাস)	১৯৬৬
উমাশঙ্কর যোশী	নিশীথ (গুজরাটি কাব্য)	১৯৬৭
কে. ডি. পুট্টাপ্পা	রামায়ণ দর্শন (কানাড়া)	,,
সুমিত্রানন্দন পন্থ	চিদাম্বর (হিন্দী কাব্য)	১৯৬৮
রঘুপতি সহায়	'ফিরাক' গুল-এ নগমা (উর্দু কাব্য)	১৯৬৯
ডঃ বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ	শ্রীমদ্‌রামায়ণকল্পবৃক্ষম্ (তেলেগু)	১৯৭১
রামধারী সিং দিনকর	উর্বশী (হিন্দী কাব্য)	১৯৭২
ডঃ দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র বেনেন্দ্র	নাকুঁতাতি (কাব্য)	১৯৭৩
বিষ্ণু দে	স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ (বাংলা কাব্য)	১৯৭১
গোপীনাথ মহান্তী	মতিমহল (ওড়িয়া উপন্যাস)	১৯৭৩
বিষ্ণুসখারাম খাণ্ডেকর	যযাতি (মারাঠী সাহিত্য)	১৯৭৪
পি. ডি. অকিলানন্দন	তামিল সাহিত্য	১৯৭৫
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী	প্রথম প্রতিশ্রুতি (বাংলা উপন্যাস)	১৯৭৬
কে. শিবরাম করন্থ	মুকাজ্জা কানেস্থুগালু (কানাড়া)	১৯৭৭
সচ্চিদানন্দ বাৎসায়ন	কিতনি নাও মে কিতনি বার (হিন্দী)	১৯৭৮

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য	মৃত্যুঞ্জয় (অসমীয়া)	১৯৭৯
এস. কে. পোত্তেক্কাত্ত.	ওরু দেশত্তিলতে (মালয়ালম)	
অমৃতা প্রীতম্	কাগজতে কালওয়াস (পাঞ্জাবী)	
মহাদেবী ভার্মা	যামা (হিন্দী)	

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

খৃঃ পূঃ	ঘটনা
আনুমানিক খৃঃ পূঃ	৩০০০–১৫০০ সিন্ধু সভ্যতার যুগ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সিন্ধুনদের তীরে খনন কার্যের ফলে এই সভ্যতার কথা জানতে পারি।
২০০০–১৫০০	আর্যদের ভারত আগমন ও বসতি স্থাপন।
১২২০–১০০০	ঋগ্‌বেদের সৃষ্টি।
১০০০–৫০০	মহাকাব্যের ও গীতার রচনা কাল।
৬২৩–৫৪৩	বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও মৃত্যু।



বুদ্ধদেব



মহাবীর

৫৪০–৪৬৮	মহাবীরের আবির্ভাব ও মৃত্যু।

খ্রীঃ পূঃ	ঘটনা
৩২৬	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।
৩২৪-৩০০	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকাল (৩২১ খ্রীষ্টাব্দে ধন নন্দকে পরাজিত ও নিহত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন)।
২৭৩-২৩২	রাজর্ষি অশোকের রাজত্বকাল।
২৬১	সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়।
১৮৭	শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ নিহত, পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ, শুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠা।
১৮৫-৭৩	মগধে শুঙ্গবংশের রাজত্ব।



সম্রাট অশোক



মস্তকহীন কণিষ্কের মূর্তি

৭৮	কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণ। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে কুষাণবংশ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।
৭৩-৩৮	মগধে কান্ববংশের রাজত্ব।
	আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত রাজত্ব করেন।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
৩২০	প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল।
২৬শে ফেব্রুয়ারী ৩২০ খ্রীঃ	গুপ্তবংশ আরম্ভ। অজন্তা ও ইলোরার শিল্প-সম্পদ সৃষ্টি।
৩৩৫-৩৭৬	সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল।
৩৭৬-৪১৪	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল।
৪০৫-৪১১	ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ।
৪১৪-৪৫৫	কুমার গুপ্তের রাজত্ব।
৪৫৪	প্রথম হূণ আক্রমণ।
৪৫৫-৪৬৭	স্কন্দ গুপ্তের রাজত্ব।
৫৩২-৫৩৩	যশোবর্মন কর্তৃক মিহিরগুলের পরাজয়।
৫৪৩ বা ৫৪৪	বাতাপীর চালুক্যবংশ প্রতিষ্ঠা।
৬০৩-৬৩৮	গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকাল।
৬৩৯	শশাঙ্কের মৃত্যু।
৬০৬-৬৪৭	সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল।



হর্ষবর্ধন

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
৬৩০-৬৪৪	হিউয়েন সাঙ এর ভারত ভ্রমণ।
৬৪১	দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে হর্ষবর্ধনের পরাজয়।
৬৫৩ বা ৬৫৪	রাষ্ট্রকূটবংশের প্রতিষ্ঠা।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
৭১২	আরব জাতির সিন্ধু বিজয়।
৭৫০-১১৭৫	বাংলায় পালবংশের রাজত্ব।
৭৫০-৭৭০	পালবংশের প্রতিষ্ঠা, গোপালের রাজ্যলাভ।
৭৭৫-৮১০	ধর্মপালের রাজত্ব।
৮১০-৮৫০	দেবপালের রাজত্ব।
৮৩৬-৮৮৫	গুর্জর প্রতিহাররাজ মিহিভোজের রাজত্ব।
৯৭৩	চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠা।
৯৮৮-১০৩০	সুলতান মামুদের রাজত্ব।
১০০১	সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ; জয়পালের রাজত্ব।
১০১৬-১০৪৪	রাজেন্দ্র চোলের রাজত্ব।
১০১৭	আলবিরুণীর ভারত ভ্রমণ।
১০২৬	সুলতান মামুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন।
১০৩৮	অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত গমন।
১০৭৭-১১১০	রামপালের রাজত্ব।
১১৫৮-১১৭৯	বল্লাল সেনের রাজত্ব।
১১৭০-১১৯৪	কনৌজের জয়চাঁদের রাজত্ব।
১১৭৯-১১৯২	পৃথ্বীরাজের রাজত্ব
১১৯১	তরাইনের প্রথম যুদ্ধ, মহম্মদ ঘুরীর পরাজয়।
১১৯২	তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, পৃথ্বীরাজের পরাজয়।
১১৯০-১২০০	লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব।
১২০১	ইখতিয়ারউদ্দীনের বঙ্গ বিজয়।
১২০৬	ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা।
১২০৬-১২১০	কুতবউদ্দীন কর্তৃক দিল্লীতে স্বাধীন মুসলিম সুলতানী প্রতিষ্ঠা।
১২১০-১২২৫	ইলতুৎমিসের রাজত্ব।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১২২১	মোঙ্গল আক্রমণ।
১২৩৬-১২৪০	সুলতানা রিজিয়ার রাজত্ব।
১২৬৬-১২৮৬	গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্ব।



আলাউদ্দীন খলজী



ইলতুৎমিস

১২৯০-১২৯৬	জালালউদ্দীন খলজীর রাজত্ব।
১২৯৬-১২১৬	আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্ব।



গিয়াসউদ্দীন বলবন

১৩২০-১৩২৫	গিয়াসউদ্দীন বলবলনের রাজত্ব।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১২২৫-১৩৫১	মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্ব।
১৩৩৪-১৩৪১	ইবনবতুতার ভারত ভ্রমণ।
১৩৩৮	বাংলায় স্বাধীন সুলতানী প্রতিষ্ঠা।
১৩৪৫	বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশ প্রতিষ্ঠা।
১৩৪৭	বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা।
১৩৫১-১৩৭৭	ফিরোজ তুঘলকের রাজত্ব।
১৩৯৮	তৈমুরের ভারত আক্রমণ।
১৪১৪	সৈয়দ বংশের রাজত্ব।
১৪১৪-১৪১৮	বাংলায় রাজা গণেশ।
১৪৫১-১৪৮৯	বহলুল লোদীর রাজত্ব।
১৪৬৯-১৫৩৮	গুরু নানকের জন্ম ও মৃত্যু।
১৪৮৫-১৫৩৩	শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ও মৃত্যু।



গুরু নানক



শ্রীচৈতন্যদেব

১৪৯৩-১৫১৮	বাংলায় হুসেন শাহের রাজত্ব।
১৪৯৮	পর্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামার কালিকটে পদার্পণ।
১৫০৯-১৫৩০	বিজয়নগরে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্ব।
১৫১০	পর্তুগীজদের গোয়া অধিকার।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৫২৬	পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ, ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়, মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন।
১৫২৭	খানুয়ার যুদ্ধ, রাণা সংগ্রাম সিংহের পরাজয়।



ভাস্কো-ডা-গামা



হুমায়ুন

১৫২৯	গোগরার যুদ্ধ।
১৫৩০-১৫৪০	হুমায়ুনের রাজত্ব।
১৫৩৯	চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়।
১৫৪০	বিল্বগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়।
১৫৩৯-১৫৪৫	শেরশাহের রাজত্ব।
১৫৫৬	হুমায়ুনের মৃত্যু, পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, হিমুর পরাজয়।
১৫৫৫-১৬০৬	আকবরের রাজত্ব।
১৫৬৫	তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগর ধ্বংস।
১৬০০	ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন।
১৬০৫-১৬২৭	জাহাঙ্গীরের রাজত্ব।
১৬১৫	স্যার টমাস রো'র ভারতে আগমন।
১৫২৭	শিবাজীর জন্ম।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৬২৭-১৬৫৭	শাহ্‌জাহানের রাজত্ব।
১৬৩৮	বাংলায় ইংরেজের বাণিজ্যাধিকার লাভ।
১৬৫১	হুগলীতে ইংরেজের কুঠি স্থাপন।



শেরশাহ



জাহাঙ্গীর



আকবর

১৬৫৭	সিংহাসনের জন্য শাহ্‌জাহানের পুত্রদের মধ্যে বিরোধ।



শাহ্‌জাহান



আওরঙ্গজেব

১৬৫৮-১৭০৭	আওরঙ্গজেবের রাজত্ব।
১৬৬৪	শিবাজীর সুরাট লুণ্ঠন ও রাজা উপাধি।
১৬৬৬	শাহ্‌জাহানের মৃত্যু।
১৬৬৮	ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোম্বাই লাভ।
১৬৭৪	শিবাজীর রাজ্যাভিষেক।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৬৭৯	জিজিয়া করের পুনঃ প্রবর্তন।
১৬৮০	শিবাজীর মৃত্যু।
১৬৮৬-১৬৮৭	বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের পতন।



শিবাজী

১৬৯৮	ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার জমিদারি লাভ।
১৭০৭	আওরঙ্গজেবের মৃত্যু।
১৭২০	পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু।
১৭৩৯	নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ।
১৭৪০	আলিবর্দি খাঁ বাংলার নবাব।
১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধ।
১৭৬১	পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।
১৭৬৪	বক্সারের যুদ্ধ। মীরকাশিমের পরাজয়।
১৭৬৫	ক্লাইভের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।
১৭৭০	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।
১৭৭২	ওয়ারেন হেস্টিংস-এর গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্তি।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৭৭৪	রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম।
১৭৭৫	মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি।
১৭৯৩	লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
১৭৯৯	টিপু সুলতানের মৃত্যু।
১৮১৬	কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৩৯	শিখ অভ্যুত্থান। রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু।
১৮৫৭	সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত।
১৮৫৮	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া

১৮৫৯	বাংলায় নীলবিদ্রোহ।
১৮৯৬	বালগঙ্গাধর তিলকের স্বরাজ ঘোষণা।
১৯০২	বিবেকানন্দের তিরোধান।
১৯০৫	লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ।
১৯০৫-১৯১৪	সারা ভারতে চরমপন্থী আন্দোলন।
১৯১১	রাজা পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন ও বঙ্গভঙ্গ রদ।
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ।
১৯১৪-১৯১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ।
১৯১৯	জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৯২০-২১	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।
১৯২৮	সাইমন কমিশন।
১৯৩০	সূর্য সেন বা মাষ্টারদা কর্তৃক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন।



জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদ স্তম্ভ



মহাত্মা গান্ধী

১৯৩১	গান্ধী-আরুইন চুক্তি।
১৯৩৫	ভারত শাসন আইন।
১৯৩৯	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। ভারতের অংশ গ্রহণ।
১৯৪১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান ; নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের অন্তর্ধান।
১৯৪২	আগস্ট বিপ্লব—ভারতছাড় আন্দোলন—পঞ্চাশের মন্বন্তর। বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু।
১৯৪৩	আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রাথমিক সাফল্য ও ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম। নেতাজীর ইম্ফল গমন, বিপর্যয় ও মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত।
১৯৪৬	বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা। নোয়াখালিতে হিন্দুদের ওপর বিভৎস অত্যাচার। ভারতীয় গণপরিষদের উদ্বোধন।

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৯৪৭	ভারত বিভাগ। ভারত ও পাকিস্তান দুই পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম।
১৯৫০	ভারতে সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
১৯৫২	স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন।
১৯৬১	নাগাল্যাণ্ড রাজ্য গঠিত।
১৯৬১	পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহের উচ্ছেদসাধন ; গোয়া, দমন, দিউ রাজ্যের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি।
১৯৬২	চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ।
১৯৬৫	ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। ভারতীয়দের এভারেস্ট জয়।
১৯৬৯	কংগ্রেস পার্টি দ্বিধাবিভক্ত।
১৯৭০	মেঘালয় উপরাজ্যের জন্ম।
১৯৭২	ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। পাকিস্তান পরাজিত। হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের জন্ম।
১৯৭২	মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যের উদ্বোধন।
১৯৭৪	ভারত কর্তৃক প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণ।
১৯৭৭	সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পর্যুদস্ত। কেন্দ্রে জনতা দল কর্তৃক ক্ষমতা লাভ।
১৯৮০	সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যায় গরিষ্ঠতা।
১৯৮২	ভারতীয় বিজ্ঞানী অভিযাত্রীদলের দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ।
১৯৮৪	প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড।
১৯৮৫	প্রধান মন্ত্রী পদে রাজীব গান্ধী।
১৯৮৭	গোয়ার পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতি।


বাংলার কথা

প্রঃ কোন্ কোন্ জেলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত ?

উঃ (১) দার্জিলিং (২) জলপাইগুড়ি (৩) কুচবিহার (৪) পশ্চিম-দিনাজপুর (৫) মালদহ (৬) হাওড়া (৭) হুগলী (৮) বর্ধমান (৯) বীরভূম (১০) বাঁকুড়া (১১) মেদিনীপুর (১২) পুরুলিয়া (১৩) মুর্শিদাবাদ (১৪) নদীয়া (১৫) উত্তর চব্বিশ পরগণা (১৬) দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও (১৭) কলকাতা জেলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়েছে।

প্রঃ কোন্ কোন্ জেলা নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে ?

উঃ খুলনা, যশোর, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর. ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, বরিশাল, কুষ্ঠিয়া, পটুয়াখালি ও শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ গঠিত।

প্রঃ বাংলার কোন্ রাজা প্রজা কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন ?

উঃ রাজা গোপাল প্রজা কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন।

প্রঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মুসলমান শিষ্যের নাম কি ?

উঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মুসলমান শিষ্যের নাম যবন হরিদাস।

প্রঃ বাংলাদেশের কোন্ কবি যুদ্ধের কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করেন ?

উঃ কবি কাজী নজরুল ইসলাম যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধের কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করেন।

প্রঃ অবিভক্ত বাংলাদেশের শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ?

উঃ এইচ. এস. সুরাবর্দী বাংলাদেশের শেষ মুখ্যমন্ত্রী।

প্রঃ অবিভক্ত বাংলাদেশের শেষ গভর্ণর কে ?

উঃ স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বাংলাদেশের শেষ গভর্ণর।

প্রঃ বঙ্গদেশের প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি ?

উঃ বঙ্গদেশের প্রথম সংবাদপত্রের নাম 'হিকি'স বেঙ্গল গেজেট'। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

প্রঃ বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি ?

উঃ 'সমাচার দর্পণ' বাংলাভাষার প্রথম সংবাদপত্র। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এই সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

প্রঃ বাংলাভাষায় প্রথম ছাপা বই কি ও কবে ছাপা হয়েছিল ?

উঃ বাংলাভাষায় প্রথম ছাপা বই 'বাংলা ব্যাকরণ'। হ্যালহেড নামে এক ইংরেজ এই বই লেখেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়েছে।

প্রঃ বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উঃ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রঃ বাংলাভাষায় প্রথম নাটক অভিনয় হয় কবে ?

উঃ ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর। রুশদেশের লেখক হেরাশিম লেবেডেফ দু'খানি ইংরেজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। এই নাটক দু'খানিই প্রথম বাংলায় অভিনীত হয়। নাটক দু'খানির নাম 'ডিসগাইস' এবং 'লাভ ইজ দ্যা বেস্ট ডক্টর'।

প্রঃ বাংলাদেশে প্রথম কে, কবে দুর্গাপূজা করেন ?

উঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের তাহেরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ বাংলাদেশে প্রথম দুর্গাপূজা প্রচলন করেন।

প্রঃ বাংলাদেশে প্রথম কবে ও কোথায় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে ?

উঃ ১৮৮৯ সালের ৩০শে মে কলকাতাতেই প্রথম ইলেকট্রিক আলো জ্বলে।

প্রঃ বাংলাদেশে ট্রাম গাড়ি প্রথম চলে কখন ?

উঃ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি চলে ও ১৯০০ সালে ইলেকট্রিকের সাহায্যে চলে।

প্রঃ বাংলার শেষ নবাব কে ?

উঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

বাংলার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মস্থান ও বিখ্যাত হওয়ার কারণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব—নবদ্বীপ (নদীয়া)। ইনি প্রেমধর্মের প্রবর্তক।

জয়দেব—কেন্দুবিল্ব—(বীরভূম)। গীতগোবিন্দ কাব্যের রচয়িতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—সাগরদাঁড়ি (যশোহর)। খ্যাতনামা কবি।

কাশীরাম দাস—সিঙ্গি (বর্ধমান)। ইনি বাংলা পদ্যে মহাভারত রচনা করেন।

কৃত্তিবাস ওঝা—ফুলিয়া (নদীয়া)। বাংলা পদ্যে রামায়ণ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন।



রামমোহন



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রাজা রামমোহন রায়—রাধানগর (হুগলী)। ব্রহ্মধর্মের প্রবর্তক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বীরসিংহ (মেদিনীপুর)। সমাজ সংস্কারক।

কেশবচন্দ্র সেন—কলুটোলা (কলকাতা)। ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—দামুন্যা (বর্ধমান)। চণ্ডীমঙ্গলের কবি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কাঁটালপাড়া (২৪ পরগণা)। সাহিত্য স্রষ্টা, ঔপন্যাসিক, বাংলার নবজাগরণের যুগের অন্যতম প্রধান পুরুষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—কামারপুকুর (হুগলী)। ধর্ম প্রবর্তক। ‘যত মত তত পথ’ এই মতবাদের প্রচারক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জোড়াসাঁকো (কলকাতা) বিশ্বকবি।

ঋষি অরবিন্দ ঘোষ—কলকাতা। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও সাধু পুরুষ। পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।

স্বামী বিবেকানন্দ—সিমলা (কলকাতা)। আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা ও ধর্ম প্রচারক।

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু—(মেদিনীপুর)। বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ।



রবীন্দ্রনাথ



ক্ষুদিরাম

সরোজিনী নাইডু (হায়দ্রাবাদ)। একাধারে কবি, রাজনীতিক ও বাগ্মী।



অরবিন্দ



বিবেকানন্দ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—(পাটনা)। ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক ও দেশকর্মী। পশ্চিম বাংলার রূপকার।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দেবানন্দপুর (হুগলী)। বাংলার কথা-সাহিত্যের রূপকার।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—কটক (ওড়িশা)। দেশপ্রেমিক। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান কীর্তিমান বিপ্লবী।

বাংলার বিখ্যাত প্রথম পুরুষ

প্রথম গ্রাজুয়েট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।
প্রথম আই. সি. এস.—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বিলাতে প্রথম হাই কমিশনার—স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম—স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
প্রথম নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩)
প্রথম শহীদ—ক্ষুদিরাম বসু।
প্রথম সার্জন জেনারেল—কর্ণেল মন্মথ চৌধুরী।
প্রথম এয়ার মার্শাল—সুব্রত মুখার্জী।
প্রথম অবিরাম সাঁতারে পৃথিবীতে রেকর্ড—রবীন চট্টোপাধ্যায়—(৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট)।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।
জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
আমেরিকায় হিন্দুধর্ম প্রথম প্রচার করেন—স্বামী বিবেকানন্দ।
প্রথম বেলুনযাত্রী—রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
প্রথম ইঞ্জিনীয়ার—নীলমণি মিত্র।
প্রথম বিলাতযাত্রী—রাজা রামমোহন রায়।
প্রথম ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।
ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় প্রথম—স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার।
প্রথম নাইট (স্যার) উপাধি পেয়েছেন—চন্দ্রমাধব ঘোষ।
প্রথম প্রাদেশিক গভর্ণর—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

হাইকোর্টের প্রথম জজ—রমা প্রসাদ রায়।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি—স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।

সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি—ডঃ বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

বিমানযুদ্ধে প্রথম যোগ দেন—ইন্দ্রলাল রায়।

প্রথম বৈমানিক—বামন দাস।

ইংরেজ আমলে প্রথম মন্ত্রী—স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।


সুরেন্দ্রনাথ

লণ্ডন ইউনিভার্সিটির প্রথম ডি. এস. সি—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

প্রথম এ্যাডভোকেট জেনারেল—স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র।

নেপাল সরকারের প্রথম মন্ত্রী—পশুপতিনাথ ঘোষ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি. এস. সি.—রসিকলাল মিত্র।

হাত পা বাঁধা অবস্থায় প্রথম অবিরাম সাঁতারে পৃথিবীতে রেকর্ড—প্রফুল্ল ঘোষ (৭৯ ঘণ্টা ১৪ মিনিট)।

মহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কারক—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এভারেস্ট শৃঙ্গে প্রথম পৌছান—তেনজিং নোরকে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে মে।

বিদেশে বাংলা অভিনয় প্রথম দেখান—শিশির কুমার ভাদুড়ী ও তাঁর দল।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ উপাধি প্রথম পেয়েছেন—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ভারতরত্ন উপাধি প্রথম পান—ডঃ বিধানচন্দ্র রায়।

পদ্মভূষণ উপাধি প্রথম পেয়েছেন—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

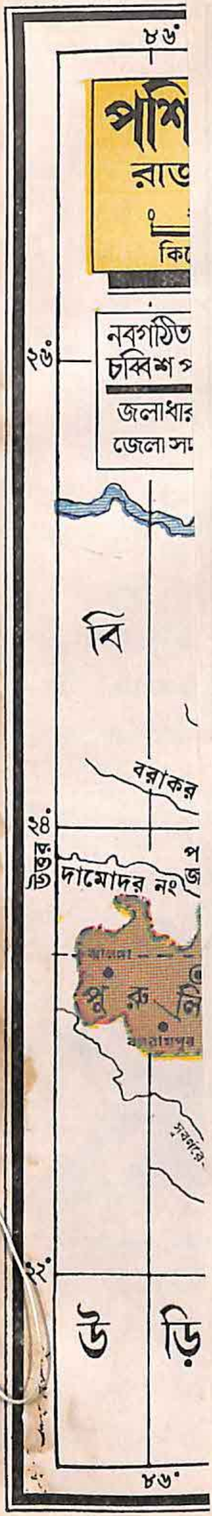
পদ্মবিভূষণ উপাধি প্রথম পেয়েছেন—রাজশেখর বসু।

সৈন্যবাহিনীর প্রথম জেনারেল—জয়ন্তনাথ চৌধুরী।

ইংলিশ চ্যানেল প্রথম পার হয়েছেন—মিহির সেন।
প্রথম সাংবাদিক—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।
ছায়াচিত্র পরিচালনায় প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ—সত্যজিৎ রায়

বাংলার বিখ্যাত প্রথম মহিলা

প্রথম মহিলা পি. এইচ. ডি.—প্রভাবতী দাশগুপ্তা।
অনার্স সহ বি. এ. পাস প্রথম মহিলা—কামিনী রায়।
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ প্রথম বৃত্তি পান—বিভা মজুমদার।
প্রথম মহিলা এম. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম—বীথিকা বসু।
প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক—স্বর্ণকুমারী দেবী।
প্রথম মহিলা বিলাতযাত্রী—তরু দত্ত ও অরু দত্ত।
প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।
প্রথম ইংরেজীতে কবিতা লেখেন—তরু দত্ত।
প্রথম মহিলা বিমানযাত্রী—মৃণালিনী সেন।
প্রথম মহিলা ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।
প্রথম মহিলা এম. এ.—চন্দ্রলেখা বসু।
প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী—সুচেতা কৃপালনী।
প্রথম মহিলা এম. বি.—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র।
প্রথম মহিলা কমার্শিয়াল পাইলট—দুর্বা গঙ্গোপাধ্যায়।
প্রথম মহিলা ইঞ্জিনীয়ার—ইলা মজুমদার।
প্রথম অন্ধ মহিলা ম্যাট্রিকুলেট—সাবিত্রী রায়চৌধুরী।
প্রথম মহিলা অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট—প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রথম মহিলা ডি. এসসি. ডিগ্রী পান—ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়।
কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভানেত্রী—সরোজিনী নাইডু।
প্রথম মহিলা প্রাদেশিক গভর্ণর—সরোজিনী নাইডু।
প্রথম মহিলা উকিল—রেজিনা গুহ।



৮৬°
পশ্চি
রাজ্য
কি
নবগঠিত
চব্বিশ প
জলাধার
জেলা স
২৬°
বি
বরাকর
২৪°
উত্তর
দামোদর নং
প
জ
পু রু লি
২২°
উ
ড়ি
৮৬°

প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন—আরতি সাহা (গুপ্ত)।

প্রথম মহিলা শহীদ—প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

প্যারাসুট থেকে প্রথম মহিলা লাফ দেন—গীতা চন্দ।

প্রঃ ধর্ম ও সাধনায় কোন্ কোন্ বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ ?

উঃ শ্রীশ্রীচৈতন্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ সেন, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীঅরবিন্দ, বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ।

প্রঃ দানধ্যানে কোন্ কোন্ বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ ?

উঃ রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, রাসবিহারী ঘোষ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, হাজী মহম্মদ মহসীন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রঃ বিজ্ঞানে কোন্ কোন্ বাঙ্গালী যশস্বী হয়েছেন ?

উঃ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ শিশির কুমার মিত্র, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ।

প্রঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন্ কোন্ বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ ?



মেঘনাদ সাহা



রাসবিহারী বসু



বিপিনচন্দ্র পাল

উঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বারীণ ঘোষ, সরোজিনী নাইডু, মাতঙ্গিনী হাজরা,

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বাঘাযতীন, কানাইলাল দত্ত, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, সূর্য সেন, শরৎচন্দ্র বসু, পুলিনবিহারী দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যতীন দাস, বিপিন গাঙ্গুলী, বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ বসু, গনেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং প্রমুখ।

বাঙলা সাহিত্যে আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্তগণ

লেখক	গ্রন্থ	বছর
জীবনানন্দ দাস	শ্রেষ্ঠ কবিতা	১৯৫৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	আরোগ্য নিকেতন	১৯৫৬
প্রেমেন্দ্র মিত্র	সাগর থেকে ফেরা	১৯৫৭
রাজশেখর বসু	আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প	১৯৫৮
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	কলকাতার কাছেই	১৯৫৯
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতের শক্তি সাধনা ও শক্তি সাহিত্য	১৯৬১
অন্নদাশঙ্কর রায়	জাপানে	১৯৬২
অমিয় চক্রবর্তী	ঘরে ফেরার দিন	১৯৬৩
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	যত দূরে যাই	১৯৬৪
বিষ্ণু দে	স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ	১৯৬৫
মনোজ বসু	নিশিকুটুম্ব	১৯৬৬
বুদ্ধদেব বসু	তপস্বী ও তরঙ্গিনী	১৯৬৭
মণীন্দ্র রায়	মোহিনী-আড়াল	১৯৬৯
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	মণিমহেশ	১৯৭১
সন্তোষকুমার ঘোষ	শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে	১৯৭২
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	উলঙ্গ রাজা	১৯৭৪

লেখক	গ্রন্থ	বছর
বিমল কর	অসময়	১৯৭৫
মৈত্রেয়ী দেবী	ন হন্যতে	১৯৭৬
শঙ্খ ঘোষ	বাবরের প্রার্থনা	১৯৭৭
মহাশ্বেতা দেবী	অরণ্যের অধিকার	১৯৭৯
সমরেশ বসু	শাম্ব	১৯৮০

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তগণ

১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' প্রবর্তন করেছেন। বাংলা সাহিত্য গ্রন্থ, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অন্য ভাষায় রচিত গ্রন্থ—এই তিনটি বিষয়ের জন্য রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

শ্রীমতী রানী চন্দ—পূর্ণ কুম্ভ (ভ্রমণ কাহিনী) ১৯৫৪
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—আরোগ্য নিকেতন (উপন্যাস) ১৯৫৫
রাজশেখর বসু—কৃষ্ণকলি (গল্প গ্রন্থ) ,,
সমরেন্দ্রনাথ সেন—বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ১৯৫৬
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমকার—দি হিষ্ট্রী অ্যাণ্ড কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পিউপিল ১৯৫৭
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র জীবনী ১৯৫৭
মডার্নডেল সাব কন্টিনেন্ট ইণ্ডিয়ানো (ল্যাটিন ভাষায়) ১৯৫৮
বিমল ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ,,
প্রেমেন্দ্র মিত্র—সাগর থেকে ফেরা (কাব্যগ্রন্থ) ,,
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল গান ১৯৫৯

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়— ১৯৫৯
অরিজিন অফ দি ন্যাশনাল এডুকেশন মুভমেণ্ট ”
প্রমথনাথ বিশী—কেরীসাহেবের মুন্সী (উপন্যাস) ১৯৬০
রাধাগোবিন্দ নাথ—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ১৯৬০
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—মহাভারত
[অনুবাদ, টীকা, ১৫৩ খণ্ডে সমাপ্ত] ১৯৬১
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—হিস্টোরিক্যাল ডেভলপমেণ্ট অফ
ইণ্ডিয়ান মিউজিক ১৯৬১
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—হাটে বাজারে (উপন্যাস) ১৯৬২
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পঞ্চোপাসনা ,,
সুবোধকুমার চক্রবর্তী—রম্যাণি বীক্ষ্য (ভ্রমণ কাহিনী) ১৯৬৩
ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী ”
প্রমথনাথ ভট্টাচার্য—ভারতের সাধক ১৯৬৪
বিমল মিত্র—কড়ি দিয়ে কিনলাম (উপন্যাস) ,,
ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ—আকাশ ও পৃথিবী ”
ডঃ সুকুমার সেন—ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ১৯৬৫
শচীন্দ্রনাথ বসু—প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ,,
গজেন্দ্রকুমার মিত্র—পৌষ ফাগুনের পালা (উপন্যাস) ,,
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী—প্রথম প্রতিশ্রুতি (উপন্যাস) ১৯৬৬
শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য—বাঙালী হিন্দুয়োঁকা উর্দু খিদমৎ ,,
অনির্বাণ—বেদ মীমাংসা ১৯৬৭
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—তুঙ্গভদ্রার তীরে (উপন্যাস) ১৯৬৭
কালিকারঞ্জন কানুনগো—রাজস্থানের কাহিনী ১৯৬৭
ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী—টেগোর অন লিটারেচার অ্যাণ্ড
অ্যাসথেটিক ,,
কবিশেখর কালিদাস রায়—পূর্ণাহুতি ১৯৬৮
সুকুমার বসু—হিমালয় ,,

ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল—দি রাজবংশীস অব নর্থ বেঙ্গল ১৯৬৮
শ্রীমতী লীলা মজুমদার—আর কোনখানে ১৯৬৯
নারায়ণ সান্যাল—অপরূপ অজন্তা ,,
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—বাংলার লৌকিক দেবতা ,,
আবু সঈদ আইয়ুব—আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ১৯৭০
শ্রীমতী ভেরা নোভিকোভা—বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁর জীবন ও সৃষ্টি ,,
দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—মানব কল্যাণে রসায়ন ১৯৭০
ননীমাধব চৌধুরী—ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় ,,
রমাপদ চৌধুরী—এখনই ১৯৭১
জিতেন্দ্রকুমার গুহ—মহাকাশ পরিচয় ১৯৭১
শঙ্কর সেনগুপ্ত—এ স্টাডি অব উওম্যান অব বেঙ্গল ,,
পরেশচন্দ্র মজুমদার—সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ ১৯৮২
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—এবার প্রিয়ংবদা ,,
ইন্দ্র মিত্র—করুণাসাগর বিদ্যাসাগর ,,
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী—সোনা রূপা নয় ১৯৭৩
ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক—অপরাধ জগতের ভাষা ,,
ডঃ অমলেন্দু মিত্র—রাঢ়ের সংস্কৃতি ,,
ডেভিড ম্যাক কাচ্চিয়ান—লেট মেডিয়েভাল টেম্পলস্ অব বেঙ্গল ,,
বুদ্ধদেব বসু—স্বাগত বিদায় ১৯৭৪
শ্রীমতী এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়—পরমাণু জিজ্ঞাসা ,,
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যা ,,
সুকুমার রায়—মিউজিক অব ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া ,,
অরুণ রায়—ভারত ও বাংলাদেশের লোকগল্পের জার্মান অনুবাদ ১৯৭৪
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—উত্তরায়ণ ১৯৭৫
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—বাংলার কীটপতঙ্গ ,,
সতীকান্ত গুহ—নাট্যকার ১৯৭৬

অরূপরতন ভট্টাচার্য—প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান	১৯৭৬
ডঃ শিশিরকুমার দাস—স্যাডো অব ক্রিশ্চিয়ানিটি	,,
ডঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায়—বেঙ্গলী জমিন্দার	,,
নেপালচন্দ্র মজুমদার—ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ	১৯৭৮
ডঃ ডসন জাভিডন—হিস্ট্রী অব বেঙ্গলী লিটারেচার	১৯৭৮
অরুণ মিত্র—শুধু রাতের স্বপ্ন নয়	১৯৭৯
শিবকালী ভট্টাচার্য—চিরঞ্জীব বনৌষধি	,,
জি. এইচ. ফর্বস—পজিটিভিজম্ ইন বেঙ্গল	,,
গোপাল হালদার—রূপনারায়ণের কূলে	১৯৮০
ডঃ তারকমোহন দাস—পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য	,,
সুশোভন সরকার—বেঙ্গল রেনেসাঁ	১৯৮১
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—চিত্রকর	১৮৮১
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রেষ্ঠ কবিতা	১৯৮২
দীনেশ দাস—রাম গেল বনবাসে	১৯৮৩
সঙ্কর্শন রায়—ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবঙ্গ	১৯৮৩

ছদ্মনামে বাঙ্গালী লেখক

লেখক	ছদ্মনাম
প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্ত
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতুম পেঁচা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানু সিংহ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অনিলা দেবী

লেখক	ছদ্মনাম
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল
রাজশেখর বসু	পরশুরাম
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	বনফুল
সমরেশ বসু	কালকূট
চারুচন্দ্র চক্রবর্তী	জরাসন্ধ
বিনয় মুখোপাধ্যায়	যাযাবর
কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায়	অবধূত
মোহিতলাল মজুমদার	সত্যসুন্দর দাস
প্রাণতোষ ঘটক	উদয়ভানু
বিমল ঘোষ	মৌমাছি
প্রভাতকিরণ বসু	কাকাবাবু
অখিল নিয়োগী	স্বপনবুড়ো
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	বিরূপাক্ষ
প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী	কাফি খাঁ
অমিতাভ চৌধুরী	নিরপেক্ষ
মণিশংকর মুখোপাধ্যায়	শংকর
নারায়ণ সান্যাল	বিকর্ণ
গৌরকিশোর ঘোষ	রূপদর্শী
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	মহাস্থবির
প্রমথনাথ বিশী	প্র. না. বি.
তরুণ রায়	ধনঞ্জয় বৈরাগী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	সুনন্দ
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	বাণভট্ট
বিনয় ঘোষ	কালপেঁচা
দেবেশচন্দ্র রায়	বেদুইন
ললিত মুখোপাধ্যায়	বিজ্ঞানভিক্ষু

লেখক	ছদ্মনাম
দীপেন্দ্র সান্যাল	নীলকণ্ঠ
নিখিল সরকার	শ্রীপান্থ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীললোহিত, সনাতন পাঠক
জ্যোতির্ময় ঘোষ	ভাস্কর
রাধারাণী দত্ত	অপরাজিতা
মনীশ ঘটক	যুবনাশ্ব


আমাদের রাজ্য
পশ্চিমবঙ্গ

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কত ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের সীমা কি ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয়, ভূটান ও সিকিম। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে বাংলাদেশ, আসাম এবং পশ্চিমে বিহার ও ওড়িশা।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে কয়টি বিভাগ ও কোন্ কোন্ বিভাগে কোন্ কোন্ জেলা ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গে ৩টি বিভাগ আছে—প্রেসিডেন্সী বিভাগ, বর্ধমান বিভাগ ও জলপাইগুড়ি বিভাগ।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ—কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে গঠিত।

বর্ধমান বিভাগ—বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলা নিয়ে গঠিত।

জলপাইগুড়ি বিভাগ—মালদহ, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা নিয়ে গঠিত।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতের সংখ্যা কত ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৪০·৮৮ জন।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে কটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ?

উঃ মোট আটটি বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা, যাদবপুর,, রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী, বর্ধমান, কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠানটিও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ভুক্ত।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে মেডিকেল কলেজ কটি ?

উঃ সাতটি।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কোথায় লোহা ও ইস্পাতের কারখানা আছে ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, বার্ণপুর ও কুলটিতে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা আছে।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কয়লার খনি আছে ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল, রাণীগঞ্জ ও বরাকর অঞ্চলে কয়লার খনি আছে।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জায়গা রেশমের জন্য বিখ্যাত ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর জেলা রেশমের জন্য বিখ্যাত।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জায়গায় কাগজের কল আছে ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি, শ্রীরামপুর ও রাণীগঞ্জে কাগজের কল আছে।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জায়গা তাঁতের কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর, ধনেখালি, বেগমপুর, রাজবলহাট, ফরাসডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদীগুলির নাম কি ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান নদীগুলির নাম হলো গঙ্গা, দামোদর, অজয়, ভাগীরথী, সুবর্ণরেখা, তোর্সা, বিদ্যাধরী, আত্রাই, ময়ূরাক্ষী, তিস্তা, জলঙ্গী, তারকেশ্বর, কাঁসাই, শিলাই, কর্তোয়া ও রূপনারায়ণ।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যকর স্থান কি কি ?

উঃ দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও দীঘা।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ দ্রব্য কি ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ দ্রব্য হলো কয়লা।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজাত দ্রব্য কি কি ?

উঃ ধান, পাট, গম, চা, তামাক, তৈলবীজ ও ইক্ষু।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বনজ সম্পদ কি কি ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের মোট ৮,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল আছে। বনজ দ্রব্যের মধ্যে শাল, সুন্দরী, সেগুন, গরাণ, জারুল, শিশু প্রভৃতি কাঠ, সুন্দরবনের মধু, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলের লাক্ষা প্রধান।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলের মাটির পুতুল বিখ্যাত ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বিখ্যাত।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নগর ও বন্দর কি ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নগর ও বন্দরের নাম কলকাতা ।

কে কখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছেন

১৯৪৭-৪৮—চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

১৯৪৮-৫১—কৈলাসনাথ কাটজু

১৯৫১-৫৬—ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী

১৯৫৬-৬৭—পদ্মজা নাইডু

১৯৬৭-৬৯—ধর্মবীর

১৯৬৯-৭১—শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান

১৯৭১-৭৭—এ. এল. ডায়াস

১৯৭৭-৮১—ত্রিভুবন নারায়ন সিং

১৯৮১-৮৩—ভৈরবদত্ত পাণ্ডে

১৯৮৩-৮৪—এ. পি. শর্মা

১৯৮৪-৮৬—উমাশঙ্কর দীক্ষিত

১৯৮৬-বর্তমান—নুরুল হাসান

কে কখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন

১৯৪৭-৪৮—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

১৯৪৮-৬২—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

১৯৬২-৬৭—প্রফুল্লচন্দ্র সেন

১৯৬৭—অজয়কুমার মুখার্জী (যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা)

১৯৬৭-৬৮—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পি. ডি. এফ. মন্ত্রীসভা)

১৯৬৯-৭০—অজয়কুমার মুখার্জী (দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট)

১৯৭১—অজয়কুমার মুখার্জী (কংগ্রেস কোয়ালিশন)

১৯৭২-৭৭—সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

১৯৭৭ থেকে বর্তমান—জ্যোতি বসু


Birla Planetarum
স্বপ্ননগরী কলিকাতা

প্রঃ কলকাতা নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

উঃ কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়াল জব চার্ণক।

প্রঃ কলকাতার পূর্ব ইতিহাস কি ?

উঃ ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে জব চার্ণক নামে একজন ইংরেজ বণিক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই জব চার্ণকই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা।

বর্তমান শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর তীরে সুতানুটি নামে এক গ্রাম ছিল। জব চার্ণক সেখানে একটি কুঠি নির্মাণ করেন এবং একে ঘিরে বসতি গড়ে ওঠে। ক্রমে ইংরেজরা গঙ্গার তীরে আরও দুটি গ্রাম গোবিন্দপুর ও কলকাতা ইজারা নেন। এই তিনটি গ্রাম নিয়েই গঙ্গার তীরে কলকাতা শহরের পত্তন হয়। কলকাতায় ইংরেজদের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শহরের আয়তন বাড়তে থাকে।

প্রঃ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন ?

উঃ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

প্রঃ কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্যদের কি বলে ?

উঃ কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্যদের কাউন্সিলার বলে।

প্রঃ কাউন্সিলারদের কার্যকাল কত বছর ?

উঃ কাউন্সিলারদের কার্যকাল চার বছর।

প্রঃ কলকাতার সবচেয়ে পুরানো গীর্জা কোন্‌টি ও কত সালে তৈরি হয় ?

উঃ কলকাতার সবচেয়ে পুরানো গীর্জা হল—সেণ্ট জন চার্চ। ১৭১৬ সালে তৈরি হয়।

প্রঃ কলকাতায় মোট কটি থানা আছে ?

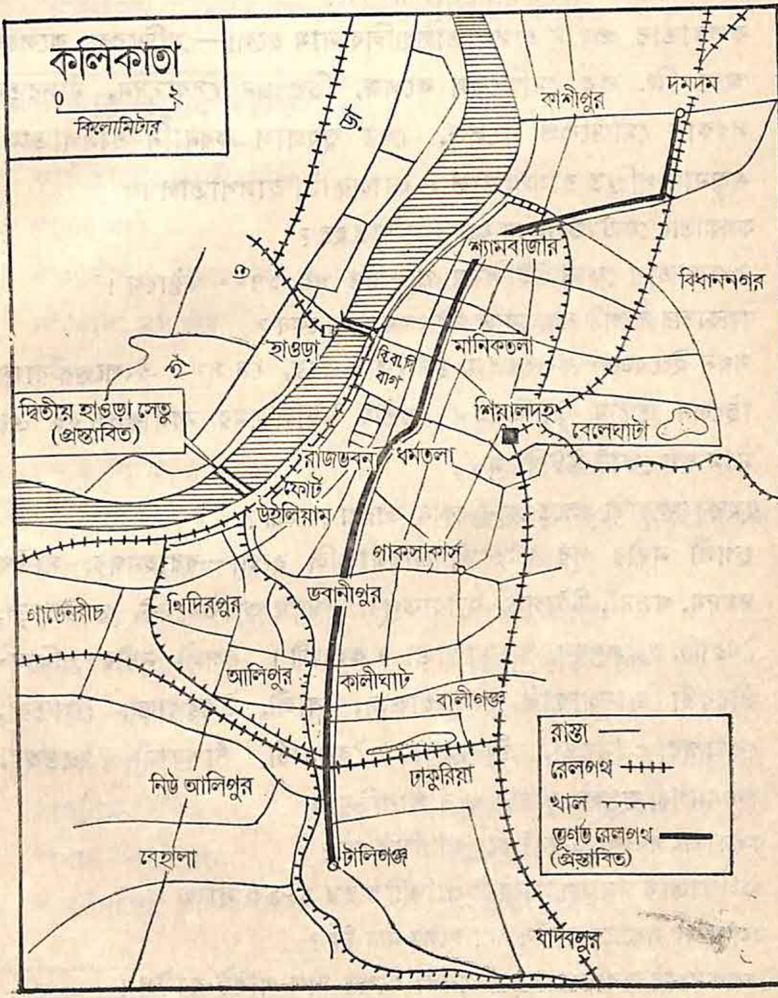
উঃ কলকাতায় মোট ৪২টি থানা আছে।

প্রঃ কলকাতা পুলিশের হেড কোয়াটার্স কোথায় ?

উঃ কলকাতা পুলিশের হেড কোয়াটার্স হলো লালবাজারে।

প্রঃ কলকাতায় আবহাওয়া নির্ণয় করবার অফিস কোথায় ?

উঃ কলকাতায় আবহাওয়া নির্ণয় করবার অফিস আলিপুরে।



প্রঃ বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা কত ?

উঃ বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষের মত। পৌর এলাকায় অর্থাৎ মূল শহরে ৩০ লক্ষের মত।

প্রঃ কলকাতার সবচেয়ে বড় শ্মশানঘাট কোন্‌টি ?

উঃ কলকাতার সবচেয়ে বড় শ্মশানঘাট হল কেওড়াতলা শ্মশানঘাট।

প্রঃ কলকাতার প্রধান হাসপাতালগুলির নাম কি ?

উঃ কলকাতার প্রধান হাসপাতালগুলির নাম হলো—মেডিকেল কলেজ, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, শেঠ সুখলাল করনানি হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ও ক্যালকাটা হাসপাতাল।

প্রঃ কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উঃ কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রঃ কলকাতার দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিয়ম হলো কেন ?

উঃ যখন ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ তৈরি করে, সে সময় ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়ম। তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারেই এর নাম হয় ফোর্ট উইলিয়ম।

প্রঃ বৃহত্তর কলকাতা বলতে কোন্‌ কোন্‌ জায়গা বোঝায় ?

উঃ হুগলী নদীর পূর্ব তীরবর্তী জায়গাগুলি হলো—বরাহনগর, সাউথ দমদম, খড়দা, টিটাগড়, ব্যারাকপুর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, ভাটপাড়া, নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া ও কল্যাণী। হুগলী নদীর পশ্চিম-তীরবর্তী জায়গাগুলি হল—হাওড়া, বালী, উত্তরপাড়া, কোতরং, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, হুগলী, চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়িয়া।

প্রঃ কলকাতায় দমকল বাহিনী কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উঃ কলকাতায় দমকল বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ সালে।

প্রঃ কলকাতার সবচেয়ে বড় সিনেমা হলের নাম কি ?

উঃ কলকাতার সবচেয়ে বড় সিনেমা হলের নাম লাইট হাউস।

কলকাতার কয়েকটি পুরাণো সৌধ

টাউন হল—১৮০৪ সালে তৈরি হয়।

জেনারেল পোস্ট অফিস—১৮৬৪ সালে তৈরি হয়।

হাই কোর্ট—১৮৭২ সালে তৈরি হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি—১৮৮৪ সালে তৈরি হয়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—১৮৮৪ সালে তৈরি হয়।

কলকাতার কয়েকটি দ্রষ্টব্য

কালীঘাটের কালীমন্দির	যাতুঘর
গড়ের মাঠ	চিড়িয়াখানা
বালীব্রীজ (বিবেকানন্দ সেতু)	হাওড়াব্রীজ
নাখোদা মসজিদ	বসু বিজ্ঞান মন্দির
রবীন্দ্রসদন	মহাজাতি সদন
সেন্ট পলস্ গীর্জা	রবীন্দ্র সরোবর
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী	ফোর্ট উইলিয়ম
হাই কোর্ট	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল
এশিয়াটিক সোসাইটি	শহীদ মিনার
নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম	মার্বেল প্যালেস
রণজী স্টেডিয়াম	বিড়লা তারামণ্ডল
নন্দন প্রেক্ষাগৃহ	আকাশবাণী ভবন
বিধানসভা গৃহ	দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির
রাইটার্স বিল্ডিং	যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
বিধান শিশুউদ্যান	ঝিলমিল পার্ক
পরেশনাথের মন্দির	নেতাজী ভবন

পাতাল রেল

কলকাতার যানবাহনের সমস্যা এক বিরাট সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার 'পাতাল রেল প্রকল্প' গ্রহণ করেন। মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট স্কীম কলকাতায় ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে

পাতাল রেলের কাজ আরম্ভ করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে কলকাতার ময়দানে পাতাল রেল প্রকল্পের শিলান্যাস করে কার্যসূচীর উদ্বোধন করেন। পাতাল রেলের মোট দৈর্ঘ হবে প্রায় ১৬·৩৪ কিলোমিটার।

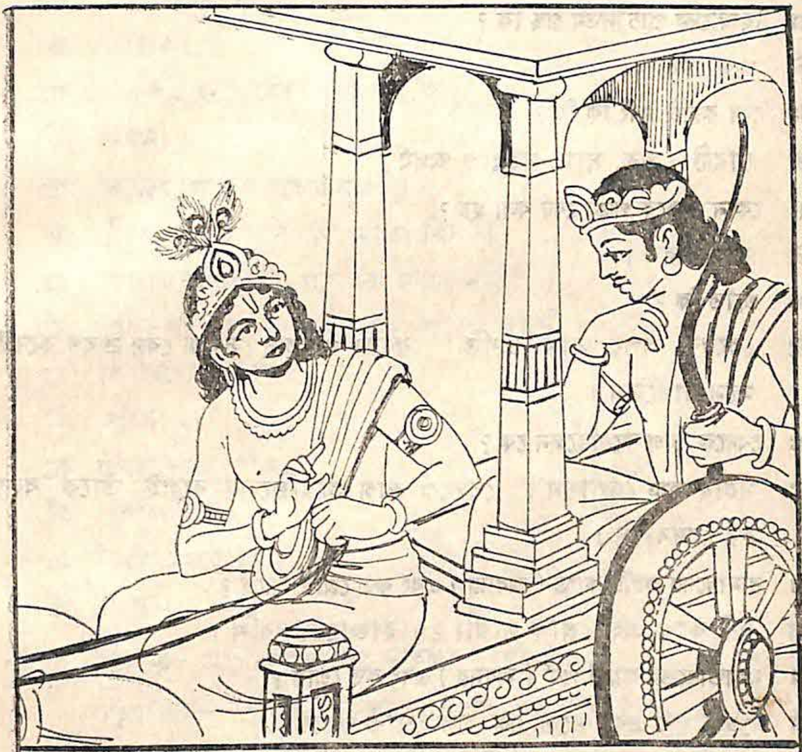
স্টেশনগুলি হলো—দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, গিরীশ পার্ক, মহাত্মা গান্ধী রোড, এসপ্ল্যানেড, পার্ক ষ্ট্রীট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, ভবানীপুর, যতীনদাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর ও টালিগঞ্জ।

প্রত্যেক দিন প্রায় ১৩ লক্ষের মতো লোক যাতায়াত করতে পারবে।

প্রত্যেক ট্রেনে আটখানা করে কোচ আছে। প্রত্যেক কোচে ৩২০ জনের মতো যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে।

এসপ্লানেড থেকে টালিগঞ্জ এবং দমদম-বেলগাছিয়ার মধ্যে এই রেল চালু হয়েছে। মধ্যবর্তী পথের কাজ চলছে। এই রেল প্রথম চালু হয় ১৯৮৪ সালে।

দ্বিতীয় পর্যায়



পৌরাণিক তথ্য

প্রঃ হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ কি ?
উঃ ঋক্ বেদ ।
প্রঃ বেদ কয়টি এবং কি কি?
উঃ চারটি—ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব ।
প্রঃ কোন্ গ্রন্থকে পঞ্চম বেদ বলা হয় ?
উঃ মহাভারত ।
প্রঃ শ্রুতি কি ?
উঃ বেদের অপর নাম শ্রুতি। কারণ ঋষিগণ সমগ্র বেদ শ্রবণ করেই মনে রাখতেন ।
প্রঃ বেদকে ভাগ করেছিলেন কে ?
উঃ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। বেদকে ভাগ করেছিলেন বলেই তাঁকে বলা হয় বেদব্যাস ।
প্রঃ রামায়ণের কয়টি কাণ্ড (অধ্যায়) এবং কত শ্লোক আছে ?
উঃ ৭টি কাণ্ড এবং শ্লোক সংখ্যা ২৪ হাজারের বেশি ।
প্রঃ মহাভারতের কয়টি পর্ব (অধ্যায়) এবং কত শ্লোক ?
উঃ ১৮টি পর্ব এবং এতে এক লক্ষ শ্লোক আছে ।
প্রঃ 'গীতা' মহাভারতের কোন্ পর্বের অন্তর্গত ?
উঃ ভীষ্ম পর্বের ।
প্রঃ দশরথের কন্যা কে ?
উঃ শান্তা। (মাতা—কৌশল্যা) ।
প্রঃ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা কে ?
উঃ দুঃশলা ।
প্রঃ রাবণের পিতা ও মাতার নাম কি ?
উঃ পিতা বিশ্রবা মুনি এবং মাতা নিকষা (অন্য নাম কিকসী)
প্রঃ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মাতাদের নাম কি কি ?
উঃ ধৃতরাষ্ট্রের মাতা অম্বিকা এবং পাণ্ডুর মাতা অম্বালিকা ।

প্রঃ ভগবান কৃষ্ণের পিতা ও মাতার নাম কি ?

উঃ পিতার নাম বসুদেব এবং মাতার নাম দেবকী।

প্রঃ পাণ্ডব জননী কুন্তী কার পিসী ?

উঃ কৃষ্ণের।

প্রঃ পবন-পুত্র হনুমানের মাতার নাম কি ?

উঃ অঞ্জনা।

প্রঃ গরুড়ের পিতা ও মাতার নাম কি ?

উঃ পিতা কশ্যপ মুনি এবং মাতা বিনতা।

প্রঃ দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যার নাম কি ?

উঃ স্ত্রী—শচী, পুত্র—জয়ন্ত এবং কন্যা—জয়ন্তী।

প্রঃ বিভীষণের স্ত্রী কে ?

উঃ সরমা।

প্রঃ দেবতাদের গুরু কে ?

উঃ বৃহস্পতি।

প্রঃ দৈত্যদের গুরু কে ?

উঃ শুক্র।

ত্রিমুর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব)।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

চতুর্বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র।

চতুর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি।

পঞ্চকন্যা বা সতী—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী।

পঞ্চভূত—স্থিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম।

পঞ্চরত্ন—নীলা, হীরা, পদ্মরাগ, মুক্তা এবং প্রবাল।

পঞ্চতীর্থ—কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, এবং পুষ্কর।

ষটকর্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ।

ষড় দর্শন—বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা।

সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ।

সপ্তলোক—ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য।

সপ্ত-সমুদ্র—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি (ঘৃত), দধি, দুগ্ধ ও জল।

অষ্ট-দিক্—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, নৈঋর্ত, বায়ু, অগ্নি ও ঈশান।

অষ্টদিগ্‌গজ—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক।

অষ্টনাগ—অনন্ত, বাসুকি, পদ্মা, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ।

নবগ্রহ—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।

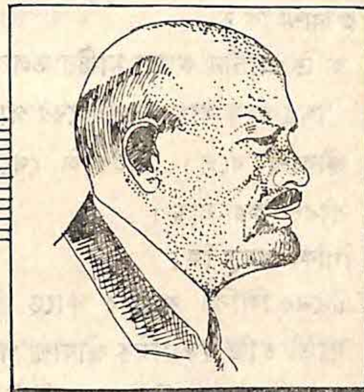
নবদুর্গা—কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী।

দশ-অবতার—মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী।

দশ মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

দ্বাদশ রাশি—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন।





ইতিহাস ও রাজনীতি



প্রঃ জীবাশ্ম কি ?

উঃ অতি প্রাচীন কালে মাটির তলায় প্রাণী বা উদ্ভিদ চাপা পড়ে ক্রমে পাথর হয়ে যায় বা পাথরের গায়ে ঐগুলির ছাপ পড়ে। এইগুলিকে জীবাশ্ম বলে। এইগুলি থেকে অতি প্রাচীন কালের জীব সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

প্রঃ পিকিং মানুষ কি ?

উঃ চীনের পিকিং শহরের কাছে তিন লক্ষ বছর আগেকার মানুষের দাঁত, হাড় ইত্যাদির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পণ্ডিতরা ঐ প্রাচীন মানুষদের নাম দিয়েছেন পিকিং মানুষ।

প্রঃ প্রাচীন মানুষ কখন থেকে ধাতুর ব্যবহার শুরু করল ?

উঃ মোটামুটি ৭।৮ হাজার বছর আগে।

প্রঃ টোটেম কি ?

উঃ প্রাচীনকালে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করত। এই গোষ্ঠীগুলির নাম হতো কোন পশু, পাখি, গাছ বা ফলের নাম দিয়ে। ঐ পশু, পাখি ইত্যাদিকে একটি গোষ্ঠীর 'টোটেম' বলা হতো।

প্রঃ নদীর তীরে কোথায় প্রথম নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

উঃ পারস্য উপসাগরের উত্তরে ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর তীরে প্রথম নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তখন ঐ অঞ্চলের নাম ছিল সুমের—

প্রঃ 'কিউনিফর্ম'' কি ?

উঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ বছর আগে—সুমের অঞ্চলে নগর সভ্যতার যুগে ওখানকার লোকেরা কাদা-মাটির টালির ওপর যে লিপিতে লিখত তাকে কিউনিফর্ম লিপি বলে।

প্রঃ 'হায়ারোগ্লিফিক' লিপি কি ?

উঃ প্রাচীনকালের মানুষরা চিত্র এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। এই চিত্রলিপির পরবর্তী উন্নত রূপকে বলে 'হায়ারোগ্লিফিক' লিপি।

প্রঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা কত প্রাচীন ?

উঃ প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩,৫০০ বছর পূর্বের এই সভ্যতা।

প্রঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো বর্তমানে কোন্ দেশে ?

উঃ এই স্থানগুলি বর্তমানে পাকিস্তানে।

প্রঃ মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা আবিষ্কারের গৌরব কোন্ বাঙ্গালীর ?

উঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভ্যতার আবিষ্কারকের গৌরবের অধিকারী।

প্রঃ 'মহেঞ্জোদড়ো' কথাটির অর্থ কি ?

উঃ মৃতের স্তূপ।

প্রঃ হাম্মুরাবি কে ?

উঃ ব্যাবিলনের এক বিখ্যাত রাজা। এর রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৯২–১৭৯৫।

প্রঃ 'ফারাও' কাদের বলা হতো ?

উঃ খ্রীষ্টপূর্ব যুগে মিশরের রাজাদের ফারাও বলা হতো।

প্রঃ জরথুষ্ট্র কে ছিলেন ?

উঃ প্রাচীন ইরাণের একজন ধর্ম প্রচারক। তাঁর উপদেশ ও ধর্মমত 'জেন্দ্–আবেস্তা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

প্রঃ মোজেস্ কে ?

উঃ প্রাচীনকালে মিশরীয়রা ইহুদীদের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করত। তাদের অবস্থা ছিল ক্রীতদাসের মতো। এই অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দেবার জন্য মোজেস তাদের মিশর ছেড়ে নিয়ে গেলেন দূরের দেশ ক্যাননে।

প্রঃ 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'—এই দুইটি কি ?

উঃ ট্রয়ের যুদ্ধ নিয়ে রচিত 'ইলিয়াড' ও ঐ যুদ্ধের এক বীরের বীরত্বময় কাহিনী নিয়ে রচিত 'ওডিসি' প্রাচীন গ্রীসের দু'টি মহাকাব্য। গ্রীক মহাকবি হোমার এই মহাকাব্য দু'টি রচনা করেছিলেন।

প্রঃ এথেন্স ও স্পার্টা কি ?

উঃ প্রাচীন গ্রীসের দু'টি বিখ্যাত নগর ছিল এথেন্স ও স্পার্টা। এদের

মধ্যে প্রায় ২৭ বছর ধরে যুদ্ধ চলার পর স্পার্টার সৈন্যরা এথেন্স শহর দখল করে ধ্বংস করে ফেলে।

প্রঃ এথেন্সের বিখ্যাত মনীষী কারা ছিলেন ?

উঃ পেরিক্লিজ—বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫-৪২৯)।

সফোক্লিজ—কবি ও নাট্যকার (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৬-৪০৬)। এঁর রচিত বিখ্যাত নাটক "রাজা অয়দিপাউস"।

সক্রেটিস—চিন্তাবিদ ও দার্শনিক (খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯-৩৯৯)।

প্লেটো—সক্রেটিসের শিষ্য (খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭)। সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রবক্তা।

অ্যারিস্টটল—প্লেটোর শিষ্য। অনেকের মতে প্রাচীন গ্রীসের সবচেয়ে বড় চিন্তাবিদ পণ্ডিত।

প্রঃ 'কলোসিয়াম' কি ?

উঃ খ্রীষ্ট জন্মের পরবর্তীকালের রোমে আমোদ-প্রমোদের জন্য খোলা জায়গায় চারদিক ঘিরে হাজার হাজার দর্শকের বসবার গ্যালারি-বিশিষ্ট এম্ফি থিয়েটার থাকত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এম্ফি থিয়েটারের নাম ছিল 'কলোসিয়াম'। এখানে ৫০ হাজার দর্শক বসতে পারত।

প্রঃ কনফুসিয়াস কে ?

উঃ খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে চীনে কনফুসিয়াস নামে এক পণ্ডিত চিন্তাশীল মনীষী ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়।

প্রঃ ইউরোপের কোন্ সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয় ?

উঃ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে ইউরোপের অন্ধকার যুগ বলা হয়। ঐ সময় বর্বরদের আক্রমণে নগরগুলো ধ্বংস হলো, বাণিজ্য অচল হলো এবং বিদ্যাচর্চা উঠে গিয়ে কু-সংস্কার আধিপত্য বিস্তার করল।

প্রঃ 'হিপোড্রোম' কি ?

উঃ ষষ্ঠ শতকে বাইজান্টাইনের রঙ্গশালাগুলিকে বলা হতো হিপোড্রোম।

প্রঃ 'হিরা' পাহাড় কোথায় এবং কেন বিখ্যাত ?

উঃ আরবের মক্কার কাছে এই পাহাড়ের এক গুহায় ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ প্রার্থনা করতেন।

প্রঃ 'হিজরৎ' কি ? 'হিজরী' কি ?

উঃ মক্কার অধিবাসীরা শত্রুতার ফলে মহম্মদের সঙ্গীদের নিয়ে মদিনা চলে যাওয়ার ঘটনাকে বলে 'হিজরৎ'। এই সময় অর্থাৎ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে সাল বা অব্দ গণনা করা হয় তাকে বলে হিজরী।

প্রঃ জাকাৎ কি ?

উঃ কোরাণ অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাঁর বার্ষিক আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ দান করা। একে বলে জাকাৎ।

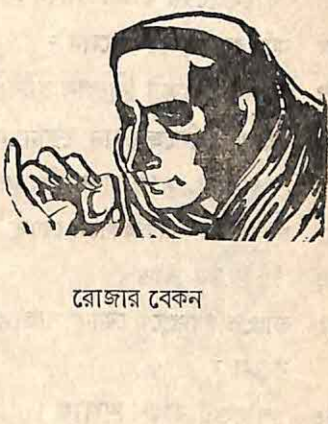
প্রঃ অল্-বেরুনী ও ইবন বতুতার পরিচয় কি ?

উঃ অল্-বেরুনী এক আরব পণ্ডিত। ইনি স্থলতান মামুদের আমলে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ?

ইবন-বতুতা একজন আফ্রিকাবাসী মুসলমান পর্যটক। মহম্মদ বিন্-তুঘলকের রাজত্বকালে ইনি ভারতে আসেন।

প্রঃ রোজার বেকন কে ?

উঃ রোজার বেকন ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক ইংরেজ সন্ন্যাসী পণ্ডিত।



রোজার বেকন

প্রঃ 'নাইট' কারা ?

উঃ মধ্যযুগে ইউরোপে ছোট সামন্ত সৈনিকদের নাইট বলা হতো। এদের কর্তব্য ছিল ধর্ম, নারী ও বিপন্নকে রক্ষা করা।

প্রঃ 'ক্রুসেড' কি ?

উঃ ক্রুসেড কথাটির অর্থ ক্রসের জন্য যুদ্ধ। মুসলমানদের অধিকার থেকে খ্রীষ্টের সমাধিস্থান জেরুজালেমকে উদ্ধার করার জন্য একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোট চারবার এই যুদ্ধ হয়।

প্রঃ 'বুর্জোয়া' শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে হয় ?

উঃ মধ্যযুগে ফ্রান্সের শহরকে বলা হতো 'বুর্গ'। তাই শহরের স্বচ্ছল জীবনের অধিকারী মধ্যবিত্তদের বলা হতো বুর্জোয়া।

প্রঃ জাপানীরা নিজের দেশকে কি বলে ?

উঃ 'দাই নিপ্পন' বা উদীয়মান সূর্যের দেশ।

প্রঃ জাপানীরা তাদের সম্রাটকে কি বলত ?

উঃ 'মিকাডো'।

প্রঃ জাপানের প্রাচীন ধর্ম কি ?

উঃ জাপানের প্রাচীন ধর্মের নাম 'সিন্তো ধর্ম'—এই ধর্মে পূর্বপুরুষ ও প্রকৃতির পূজা করা হতো।

প্রঃ 'সামুরাই' কারা ছিলেন ?

উঃ ভারতে যেমন ছিলেন ক্ষত্রিয়—তেমন জাপানে ছিলেন সামূরাই নামে এক সম্ভ্রান্ত যোদ্ধা সম্প্রদায়। এরা যে বীরধর্ম মেনে চলতেন তাকে বলা হতো 'বুশিদো'।

প্রঃ ভারতে কোন্ সম্রাট 'শিলাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন ?

উঃ থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন।

প্রঃ কবি বানভট্ট কে ছিলেন ?

উঃ কবি বানভট্ট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি।

প্রঃ হর্ষবর্ধন নিজে কোন্ কোন্ নাটক রচনা করেন ?

উঃ রত্নাবলী, নাগানন্দ, প্রিয়দর্শিকা।

প্রঃ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কোন্ পর্যটক চীনদেশ থেকে ভারতে আসেন ?

উঃ হিউয়েন সাঙ।

প্রঃ ভারতে মধ্যযুগে কোন্ বাঙালী এক শক্তিশালী সম্রাটরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন ?

উঃ গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক।

প্রঃ 'তাঞ্জুর' ও 'কাঞ্জুর' কি ?

উঃ তিব্বতী ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি বিখ্যাত অনুবাদ কোষ "তাঞ্জুর" ও "কাঞ্জুর"।

প্রঃ মুসলমান রাজত্বকালে কোন্ নারী দিল্লীর সিংহাসনে বসেন ?

উঃ সম্রাট ইলতুৎমিসের কন্যা রাজিয়া তাঁর পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

প্রঃ চৈতন্যদেবের মুসলমান শিষ্য কে ছিলেন ?

উঃ যবন হরিদাস।

প্রঃ প্রথম মহাযুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল এবং কবে শেষ হয়েছিল ?

উঃ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রঃ চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি ?

উঃ চাণক্য।

প্রঃ ফরাসী বিপ্লব কবে শুরু হয়েছিল ?

উঃ ১৭৮৯ সালের ১৪ই এপ্রিল বাস্তিল ধ্বংসের শুরু দিয়েই এই বিপ্লবের সূত্রপাত।

প্রঃ কামাল আতাতুর্ক কে ?

উঃ তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা।

প্রঃ মার্টিন লুথার কিং কবে আততায়ীর হাতে নিহত হন ?

উঃ ১৯৬৮ সালের ৫ই এপ্রিল।



আব্রাহাম লিঙ্কন



হো-চি-মিন

প্রঃ কবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় ?

উঃ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।

প্রঃ আব্রাহাম লিঙ্কন কে ?

উঃ আমেরিকার যোড়শতম প্রেসিডেন্ট। ১লা জানুয়ারী ১৮৬৩ সালে ইনি আমেরিকা থেকে দাসত্ব প্রথার অবসান ঘটান।

প্রঃ ইন্দো-চায়নায় ভিয়েৎনাম বিপ্লবী জাতীয় দলের নেতৃত্ব কে দেন ?

উঃ ডঃ হো-চি-মিন। ইনি পরে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হন।

প্রঃ ১৯১১ সালে চীনের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কে করেন ?

উঃ ডঃ সান-ইয়াৎ-সেন।



সান-ইয়াৎ-সেন

প্রঃ পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম যুদ্ধ কোন্‌টি ?

উঃ ১৩৩৮ থেকে ১৪৫৩ সালের শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ।

প্রঃ রুশ বিপ্লব কবে হয়েছিল ?

উঃ ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে।

প্রঃ বাইজাণ্টিয়ান কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

উঃ রোম সম্রাট কন্‌স্ট্যাণ্টাইন।

প্রঃ বুরবোঁ পরিবার ফ্রান্সে কত বছর শাসন করে ?

উঃ ফ্রান্সে বুরবোঁ পরিবার ২০০ বছরেরও ওপর শাসনভার কুক্ষিগত করে রেখেছিল।

প্রঃ বার্লিনের পতন ঘটেছিল কবে ?

উঃ ৮ই মে, ১৯৪৫ সাল।



হিটলার

প্রঃ নাসেরের পর কে মিশরের শাসন ভার গ্রহণ করেন ?

উঃ ১৯৭০ সালে আনোয়ার সাদাত।

প্রঃ স্পার্টাকাস কে ?

উঃ খ্রীস্টপূর্ব ৭৩ থেকে ৭১ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে দাস বিদ্রোহ ঘটেছিল তার নেতৃত্ব দেন স্পার্টকাস।

প্রঃ হিটলারের সময়ে জার্মানিতে কোন্ পুলিশ বাহিনী গোপনে কাজ করত ?

উঃ গেসট্যাপো।

প্রঃ শেষ রোমান সম্রাট কে ?

উঃ রমুলাস অগাসটুলাস।

প্রঃ রুশ বিপ্লবের সময় কে লালফৌজকে সামরিক কায়দায় সংগঠিত করেছিলেন ?

উঃ লিও ট্রট্স্কি।

প্রঃ রুশ দেশের রাজা-রাণীকে কি নামে অভিহিত করা হতো ?

উঃ জার ও জারিনা।

প্রঃ স্প্যানিশ আর্মাডা কি ?

উঃ যুদ্ধ জাহাজ। ১৫৮৮ সালে স্পেন এই জাহাজেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।

প্রঃ অ্যাডমিরাল লর্ড নেলসন কি ভাবে মারা যান ?

উঃ ট্রাফালগারের যুদ্ধে বিখ্যাত ইংরেজ লর্ড নেলসন মারা যান।

প্রঃ বুদ্ধ কোন্ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?

উঃ আনুমানিক ৫৬৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন।

প্রঃ ভারতের ইতিহাসে 'স্বর্ণময় যুগ' কোন্‌টি এবং কেন ?

উঃ গুপ্তযুগে শিল্পকলা, ব্যবসাবাণিজ্য ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি হয়। তাই এই যুগকে 'স্বর্ণময় যুগ' বলা হয়।



ভি. আই. লেনিন



বেনীতো মুসোলিনী

প্রঃ কাকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে 'ব্ল্যাক প্রিন্স' অভিহিত করা হয়েছে ?

উঃ তৃতীয় এডওয়ার্ডের পুত্র এডওয়ার্ডকে 'ব্ল্যাক প্রিন্স' বলা হয়েছে।

প্রঃ নালন্দা কিজন্যে বিখ্যাত ?

উঃ বর্তমানে বিহারে অবস্থিত নালন্দা ছিল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ এখানে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেছেন। দেশ বিদেশ থেকে বহু ছাত্রও এখানে আসতেন।

প্রঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনটি মহাশক্তি কারা ছিল ?

উঃ জার্মানি, ইতালি ও জাপান।

প্রঃ কমিউনিস্ট রাশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কি ?

উঃ ভি. আই. লেনিন।

প্রঃ ব্রিটেনের প্রাচীন নাম কি ?

উঃ অ্যালবিয়ান।

প্রঃ পাকিস্তানের প্রথম প্রধান মন্ত্রীর নাম কি ?

উঃ লিয়াকৎ আলি খান।

প্রঃ মুসোলিনী কে ?

উঃ বেনিতো মুসোলিনী ছিলেন ইতালির ডিক্টেটর। তিনি উপাধি নিয়েছিলেন দ্বিতীয় ডিউস্।

প্রঃ ফতেপুর সিক্রী কে নির্মাণ করেন ?

উঃ মুঘল সম্রাট আকবর।

প্রঃ জার্মান শাসকবর্গ 'কাইজার' উপাধি নিয়ে কতদিন পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন ?

উঃ ১৯১৮ সাল পর্যন্ত।

প্রঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

উঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। অন্যতম সহযোগী ছিলেন রাসবিহারী বসু।

প্রঃ স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ কি ?

উঃ ১৯১২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি স্তালিনগ্রাদ অবরোধ করলে যে তীব্র লড়াই হয় সেটিই স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলে।

প্রঃ ইস্রায়েল ১৯৬৭ সালে কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ?

উঃ সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র, জর্ডন ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে ইস্রায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করে। মাত্র ৮০ ঘণ্টার মধ্যে ইস্রায়েল এই যুদ্ধে জয়ী হয়।

প্রঃ আফিং যুদ্ধ কি ?

উঃ ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ ব্রিটেনের সঙ্গে এবং ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে অবৈধ আফিং চালান ব্যবসা নিয়ে চীনের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তাই প্রথম ও দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রঃ নুরেনবার্গে যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার কি ভাবে হয়েছিল ?

উঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ-অপরাধীদের নুরেনবার্গে কাউকে মৃত্যুদণ্ড, কাউকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

প্রঃ ফিজি উপনিবেশ কবে স্বাধীনতা অর্জন করে ?

উঃ ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটেনের আয়ত্বাধীন ফিজি উপনিবেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

প্রঃ বুয়র যুদ্ধ কি ?

উঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ও ডাচ উপনিবেশকারীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তাকেই বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২) বলা হয়।



প্রতাপ সিংহ



অষ্টম হেনরী

প্রঃ কোন্ পরিবার তিনশ' বছরের অধিক রাশিয়ায় রাজত্ব করেছিল ?

উঃ রোমানভস্ পরিবার (১৬১৩—১৯১৭)।

প্রঃ 'চৈতক' বলতে কি বোঝ ?

উঃ মহারাণা প্রতাপ সিংহের বিখ্যাত অশ্বের নাম চৈতক।

প্রঃ আইভ্যান দি টেরিবল কে ?

উঃ অত্যাচারী ও খিটখিটে মেজাজের চরিত্র। ১৫৪৭ সালে ইনি জার উপাধি নেন। এঁর আমলেই রাশিয়ায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রঃ কি কারণে টমাস মুর-এর ফাঁসি হয়েছিল ?

উঃ অষ্টম হেনরীকে টমাস মুর চার্চের প্রধান হিসাবে স্বীকার করেন নি। তাই তাঁর ফাঁসি হয়েছিল।

প্রঃ জেনারেল সুহার্তো কে ?

উঃ সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট। ইনি ১৯৬৭ সালের ১১ই মার্চ শপথ গ্রহণ করেন।

প্রঃ পশ্চিম পাকিস্তান কবে বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে ?

উঃ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে।

প্রঃ ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব কি ?

উঃ বিনা রক্তপাতে স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর স্টুয়ার্ট বংশের শাসন শেষ করে ইংলণ্ডের নাগরিকরা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জন করে। পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়ে। একেই ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব বলে।

প্রঃ সিংহল কবে থেকে শ্রীলঙ্কা হিসাবে পরিচিত হয় ?

উঃ ১৯৭২ সালের ২২শে মে থেকে।

প্রঃ কবে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ?

উঃ খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে।

প্রঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের সামরিক পদমর্যাদা কি ছিল ?

উঃ কর্‌পোরাল।

প্রঃ 'গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া' কার সম্মানে এবং কবে তৈরি হয়েছিল ?

উঃ পঞ্চম জর্জের সম্মানার্থে ১৯১১ সালে তৈরি হয়েছিল।

প্রঃ নেপোলিয়ানকে কোথায় নির্বাসন দেওয়া হয় ?

উঃ ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়ানকে নির্বাসিত করা হয়।

প্রঃ কবে পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ শুরু হয় ?

উঃ খ্রীঃ পূঃ ৪৩১ অব্দে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অনেকে মনে করেন এথেন্স এই যুদ্ধে আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়েছিল।

প্রঃ হাইড পার্ক কোথায় ?

উঃ লণ্ডনের একটি বিখ্যাত পার্ক। এখানেই বড় বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রঃ অ্যাঙ্গোলা কবে স্বাধীনতা অর্জন করে ?

উঃ ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৫ সাল।

প্রঃ মহাজনপদ কি ?

উঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতে যে ১৬টি রাজ্যের নাম পাওয়া যায় তাদেরকেই বলা হতো মহাজনপদ। মহাজনপদগুলি হলো—কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জি বা বৃজি, মল্ল, চেদি, বংশ বা বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ।

প্রঃ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নেলসনের নেতৃত্বে কোথায় কাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল ?

উঃ নীলনদের তীরে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল।

প্রঃ বিসমার্ক কে ?

উঃ জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিসমার্ক উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম নেতা। তাঁর দৃঢ় এবং সবল নেতৃত্বই জার্মানকে উন্নত করতে সাহায্য করেছিল।

প্রঃ ম্যাজেনি সম্বন্ধে কি জান ?

উঃ ম্যাজেনি (১৮০৫-৭২) ইতালির দেশপ্রেমিক বীর। ইতালিকে স্বাধীন করার জন্য তিনি দেশ ছাড়েন এবং ১৮৪৮ সালে রোমে ফেরেন ও রোমান সাধারণতন্ত্রের ডিক্টেটর হন।



গ্যারিবল্ডি

প্রঃ ১৬৪২ সালে ভারতের গভর্ণর কে ছিলেন ?

উঃ ফরাসী দেশের ডুপ্লে।

প্রঃ গ্যারিবল্ডি কে ছিলেন ?

উঃ ইনি ইতালির বিখ্যাত সেনাপতি ও স্বদেশ প্রেমিক বীর। ইতালিকে স্বাধীন করাই তাঁর স্বপ্ন ছিল।

প্রঃ মহম্মদ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ?

উঃ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রঃ কোরিয়ার যুদ্ধ কি ?

উঃ আমেরিকান দখলকারীদের বিরুদ্ধে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে যে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তাই কোরিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রঃ ভার্সাই চুক্তি কি ?

উঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন মিত্রশক্তির সঙ্গে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাই হলো ভার্সাই চুক্তি।

প্রঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে কি জান ?

উঃ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরাজের অবসান ঘটানোর জন্যে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়।

প্রঃ সর্বপ্রথম পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র কোথায় প্রতিষ্ঠা হয় ?

উঃ গ্রেট ব্রিটেনে।

প্রঃ সামন্ততন্ত্র কি ?

উঃ ভূমি-নির্ভর রাজনৈতিক কাঠামোকেই বলা হয় সামন্ততন্ত্র। সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় শীর্ষে রাজা, মধ্যিখানে নানা শ্রেণী ও নীচে চাষী। অবশ্য সকলের ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল পোপের বা পুরোহিতের।

প্রঃ ভূমিরাজস্ব কাকে বলে ?

উঃ ভূমি বাবদ যে কর আদায় করা হয় তাকেই ভূমি রাজস্ব বলে।

প্রঃ 'পার্লামেন্ট' শব্দটির উদ্ভব কি থেকে ?

উঃ 'পার্লল্যান্স' শব্দ থেকে। এর অর্থ কথা বলার ভঙ্গী।



মাও সে তুঙ

প্রঃ পৃথিবীর কোন্ দেশ সামরিক শক্তিতে অগ্রগণ্য ?

উঃ সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

প্রঃ কোন্ চৈনিক নেতা 'নয়া গণতন্ত্র' পুস্তক রচনা করেন ?

উঃ মাও সে তুঙ।

প্রঃ জাপানের পার্লামেন্টকে কি বলে ?

উঃ ডায়েট।

প্রঃ হিটলার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পার্টির নাম কি ?

উঃ ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কারস পার্টি।

প্রঃ আমেরিকার পার্লামেন্টকে কি বলে ?

উঃ কংগ্রেস।

প্রঃ সাম্রাজ্যবাদ কি ?

উঃ অন্য দেশকে বলপূর্বক অধিকার করে তার সম্পদ, শ্রম ও বাজার দখল করা এবং পদানত দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা সাম্রাজ্যবাদ-এর লক্ষণ।

প্রঃ ১৮৫৬ সালে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী কোন্ যুদ্ধ শেষ হয় ?

উঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।

প্রঃ মে দিবসের তাৎপর্য কি ?

উঃ বিশ্ব শ্রমিক-দিবস পালন করা হয় এই দিনটিতে।

প্রঃ টিউডর পরিবারের প্রথম রাজা কে ?

উঃ রাজা সপ্তম হেনরী।

প্রঃ কবে কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় ?

উঃ ১৯১২ সালে।

প্রঃ 'নক্সালপন্থী' বলতে কি বোঝ ?

উঃ সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এঁরা। ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন চালাতে চেষ্টা করেছিলেন সি. পি. আই. (এম-এল)। পশ্চিমবঙ্গের নক্সালবাড়ী থেকে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বলেই এঁদের নামকরণ 'নক্সালপন্থী' হয়েছে।

প্রঃ সংসদীয় রাজতন্ত্র কি ?

উঃ সংবিধান সম্মত আইন সভা ও রাজা যখন একত্রীভূত হয়ে শাসন

চালান তখন তাকে সংসদীয় রাজতন্ত্র বলে। এই ব্যবস্থায় রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রধান হয়ে উঠতে পারে না।

প্রঃ অর্ডিন্যান্স কি ?

উঃ দেশের অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান যখন কোন আইন মোতায়েন করেন তখনই তাকে বলা হয় অর্ডিন্যান্স।

কয়েকটি ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড

১৮৬৫—১৫ই এপ্রিল—অব্রাহাম লিঙ্কন, প্রেসিডেণ্ট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

১৯১৬—৩০শে ডিসেম্বর—গ্রেগরী রাসপুটিন, রাশিরার রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন সন্ন্যাসী।

১৯১৮—১৪ই ডিসেম্বর—নিকোলাস ২য়, জার, রাশিয়া।

১৯৪০—২০শে আগস্ট—লিওঁ ট্রটস্কি, রাজনৈতিক নেতা, রাশিয়া।

১৯৪৮—৩০শে জানুয়ারী—মহাত্মা গান্ধী।

১৯৫০—১৬ই অক্টোবর—লিয়াকৎ আলি খান, প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান।

১৯৫৮—১৪ই জুলাই—রাজা ফিজল, ইরাক।

১৯৫৯—২৫শে সেপ্টেম্বর—এস. বন্দরনাইকে, প্রধানমন্ত্রী, শ্রীলঙ্কা।

১৯৬১—১৭ই জানুয়ারী—প্যাট্রিস লুবুম্বা—প্রধানমন্ত্রী, কঙ্গো।

১৯৬৮—৪ঠা এপ্রিল—ডঃ মার্টিন লুথার কিং, নিগ্রো মানবতাবাদী নেতা, আমেরিকা।

১৯৭৫—১৫ই আগস্ট—বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান, প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ।

১৯৭৯—১৪ই সেপ্টেম্বর—নূর তারাকী, প্রেসিডেণ্ট, আফগানিস্তান।

১৯৮১—৩০শে মে—জিয়ায়ূর রহমান—প্রেসিডেণ্ট, বাংলাদেশ।

১৯৮১—৬ই অক্টোবর—আনোয়ার সাদাত, প্রেসিডেণ্ট, মিশর।

১৯৮৪—৩১শে অক্টোবর—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী, ভারত।





সমাজ বিজ্ঞান

প্রঃ পরিবার বলতে কি বোঝায় ?

উঃ বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে যে একক তাকেই বলা হয় পরিবার। তবে পরিবারের বৈশিষ্ট্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম থেকেছে। যেমন মধ্যযুগে ছিল একান্নবর্তী পরিবার।

প্রঃ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাকে বলে ?

উঃ আদিম সমাজে কোন এক পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নারীর ভূমিকা ছিল প্রধান। সন্তানদের পরিচয়ও সে সময় মায়ের দিক থেকে দেওয়া হতো। একেই বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। আবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পুরুষ যেখানে প্রধান এবং সন্তানদের পরিচয় যখন পিতার দিক থেকে আসে তখন হয় পুরুষ-প্রধান সমাজ বা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

প্রঃ ট্যাবু কি ?

উঃ বেশভূষা, কথাবার্তা, বিশেষ কিছু বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ যা ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রঃ জাতি বলতে কি বোঝায় ?

উঃ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী একই ভাষায় ভাবের আদান-প্রদানকারী, একই ঐতিহ্য ও আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গঠিত জনসমাজকেই বলা হয় একটি জাতি।

প্রঃ ক্ল্যান ও ট্রাইব বলতে কি বোঝ ?

উঃ গোত্রভিত্তিক রক্ত-সম্পর্কীয় যে পরিবার তাকেই বলা হয় ক্ল্যান। আবার বিভিন্ন গোত্রভিত্তিক ও রক্ত সম্পর্কীয় পরিবারগুলি মিলে এক একটি ট্রাইব তৈরি হয়।

প্রঃ শিক্ষা বলতে কি বোঝানো হয় ?

উঃ আমরা প্রস্তুত হয়ে কেউই জন্ম নিই না। তবে সমাজবদ্ধ মানুষের অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক কিছু শেখায়। শিক্ষাই আমাদের দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সাধনের প্রধান মাধ্যম। শিক্ষা আমাদের জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত করে তোলে।

প্রঃ জনমত কি?

উঃ জনসাধারণের সম্যক মতামতকেই জনমত বলে।

প্রঃ 'ওরাওঁ' বলতে কি বোঝ?

উঃ একটি উপজাতি বিশেষ।

প্রঃ গুহ্য সমাজ কাকে বলে?

উঃ যে সমাজের মানুষরা রক্ত-সম্পর্কীয় স্বজন না হলেও দীক্ষার মাধ্যমে স্বজন হয়, সেই সমাজকেই গুহ্য সমাজ বলা যেতে পারে।

প্রঃ দীক্ষা কি?

উঃ যে নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক কার্যাদির মাধ্যমে সামাজিক জীবনযাত্রায় পূর্ণবয়স্ক সদস্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায় সেই অনুষ্ঠানকেই দীক্ষা বলা হয়। অবশ্য এই দীক্ষার প্রকরণ পদ্ধতি খুবই গোপনীয় বা দুর্বোধ্য।

প্রঃ সংস্কার ও অভ্যাসের মধ্যে তফাৎ কি?

উঃ কেবলমাত্র সংস্কার বলতে প্রথাগত আচরণ বোঝায়। আবার অন্যদিকে মানুষ যে সব প্রবণতা নিয়ে জন্মায় তা হলো সহজাত সংস্কার। এই সংস্কার এক একটি প্রজাতির এক এক ধরনের। তার একটি প্রজাতির মধ্যে সহজাত সংস্কার একই রকমের। আর অভ্যাস হলো নির্দিষ্ট বিষয়ের বা বস্তুর প্রতি বারবার একই রকম সাড়া দিয়ে চলার মতো। অর্থাৎ অভ্যাস ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সংস্কার প্রথাগত বা সমাজবদ্ধ মানুষের ধ্যান-ধারণার প্রতীক।

প্রঃ অস্পৃশ্যতা কি?

উঃ রক্ত কৌলীন্য বা বিত্ত-কৌলীন্যের ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন মানুষকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করার ফলে উচ্চ-নীচ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। ফলে ছোঁয়াছুঁয়ি, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ ইত্যাদিতেও ভেদাভেদ দেখা যায়।

প্রঃ এক-বিবাহ ও বহু-বিবাহের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ একজন পুরুষ ও নারীর যে বৈবাহিক সম্পর্ক তাকেই এক বিবাহ

বলে। অপর দিকে একজন পুরুষ দুই বা তারও বেশী স্ত্রী কিম্বা একজন নারীর দুই বা তার বেশি স্বামী হলো বহুবিবাহ-জনিত সম্পর্ক।

প্রঃ ব্রত বলতে কি বোঝ?

উঃ বিশেষ ধরনের মনস্কামনা সফলের উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের আচার-অনুষ্ঠানই হলো ব্রত।

প্রঃ বামাচারী কাদের বলে?

উঃ তন্ত্রমতে যে মানুষ পঞ্চ ম-কারের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চান, তাকেই বলা হয় বামাচারী।

প্রঃ মার্টিন লুথার কে?

উঃ মার্টিন লুথার ছিলেন জার্মানির সংস্কার-আন্দোলনের অন্যতম নেতা।


মার্টিন লুথার

প্রঃ 'মাঙন' শব্দের অর্থ কি?

উঃ আদিম মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। সেই প্রাচীন প্রথা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশে নতুন আকার নিলেও পুরানো সেই খাদ্য সংগ্রহের প্রথাটি এখনও চালু আছে। 'মাঙা' অর্থেই মাঙন অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ যা দেবদেবীর নামেই চলছে।

প্রঃ কৃষিকাজ আবিষ্কারের সম্পূর্ণ খ্যাতি কাদের প্রাপ্য?

উঃ বাগিচা চাষ থেকেই কৃষিকাজের বিস্তার। বাগিচা-চাষ নারীদের দ্বারা শুরু হয়েছিল।

প্রঃ সিভ্যালরি কি?

উঃ মধ্যযুগের বীর যোদ্ধারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও নারীর মর্যাদা রক্ষা করতেন। একেই বলা হয় সিভ্যালরির আদর্শ।

প্রঃ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ কি?

উঃ ইচ্ছা ও স্বাতন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তি যে আচরণ করে,

যাতে নর বা নারীর নিজ নিজ সত্তা জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের মূলনীতি ধরা হয়।

প্রঃ 'প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ' কি ?

উঃ এই মতবাদ ঈশ্বর এবং ব্যক্তির মধ্যে অপর কোন মাধ্যমের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে সংস্কারবাদী আন্দোলনের যুগে ইউরোপে এই মতবাদের উদ্ভব হয়।

প্রঃ জুইঙ্গলী কে ?

উঃ সুইজারল্যাণ্ডবাসী সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা আলরিখ জুইঙ্গলী।

প্রঃ ব্যক্তিপূজা বলতে কি বোঝ ?

উঃ বিশেষতঃ রাজনৈতিক দল বা আন্দোলনের মধ্যে জনপ্রিয় নেতার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সাধারণ মানুষ তার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে এই ব্যক্তিপূজা নামক ব্যাপারটি জন্মলাভ করে।

প্রঃ কনফুসিয়াসবাদ কাকে বলে ?

উঃ চীনের প্রাচীন সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা কনফুসিয়াসের উপদেশাবলীকে কনফুসিয়াসবাদ বলে।

প্রঃ 'চতুর্বর্ণ' বলতে কি বোঝ ?

উঃ মনু স্থাপিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণ হলো চতুর্বর্ণ।

প্রঃ 'অগ্নি'কে দেবতা রূপে মনে করা হয় কেন ?

উঃ আগুনের ব্যবহারে মানুষের জীবনযাত্রার অগ্রগতি ও বিকাশ ঘটেছিল। তাই আদিমকালের মানুষ 'অগ্নি'কে দেবতা হিসেবে মনে করত।

প্রঃ 'সামাজিক প্রবন্ধ' কার রচনা ?

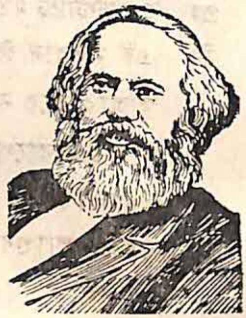
উঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায় পুস্তকটি রচনা করেন।

প্রঃ আধুনিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রবক্তা কে ?

উঃ কার্ল মার্কস ও তাঁর সহযোগী বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রবক্তা।

প্রঃ 'ইহুদীবাদ' কি ?

উঃ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে একেশ্বরবাদী ইহুদী ধর্মের উদ্ভব হয়। তবে 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' গ্রন্থই হলো ইহুদী ধর্মের মূল গ্রন্থ।



কার্ল মার্ক'স

প্রঃ 'ইনকুইজিসন' কথাটির অর্থ কি ?

উঃ 'ইনকুইজিসন' কথাটির অর্থ—বিচারের জন্য অনুসন্ধান। তবে মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্মীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও নির্দয় বিচার ব্যবস্থাকে বোঝাতো।

প্রঃ দাম্পত্যমূলক পরিবার কাকে বলে ?

উঃ পরিবারের একক হিসেবে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের পুত্র-কন্যাকে বোঝায়। একেই বলে দাম্পত্যমূলক পরিবার।

প্রঃ 'মনুসংহিতা' বলতে কি বোঝ ?

উঃ হিন্দুধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, হিন্দুজাতির আচার-ব্যবহার ও করণীয় ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করে যে সংহিতা গ্রথিত হয়েছে তা মনুর দ্বারা সংকলিত। একেই 'মনুসংহিতা' বলে।

প্রঃ ফ্যাসন কাকে বলে ?

উঃ সামাজিক প্রথার মধ্যে নিত্য পরিবর্তনশীলতা এবং প্রতিযোগিতা-মূলক বৈশিষ্ট্যই হল ফ্যাসন যা মুহূর্তেই বদলে যেতে পারে।

প্রঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাকে বলে ?

উঃ যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজ নিজ প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করতে পারে তাকেই সাধারণভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা হয়।

প্রঃ ভারতবর্ষে ভূদান আন্দোলনের প্রবর্তক কে ?

উঃ আচার্য বিনোবা ভাবে।

প্রঃ দয়ানন্দ সরস্বতী কে ?

উঃ কাথিয়াবাড় প্রদেশে এঁর জন্ম। ইনি বৈদিক ধর্মসংস্কারক ও জনৈক সন্ন্যাসী।

প্রঃ 'দশেরা' উৎসব জাঁকজমকের সঙ্গে কোথায় পালিত হয় ?

উঃ দক্ষিণ ভারতের মহীতর শহরে জাঁকজমকের সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয়।

প্রঃ 'রেমি' কি ?

উঃ ইজিপ্ট-এর ভাষায় 'রেমি' শব্দের অর্থ মানুষ।

প্রঃ জাতীয় সংহতি বলতে কি বোঝ ?

উঃ জাতীয় সংহতির অর্থ হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এতেই বহুজাতিক দেশ বৈষয়িক ও মানসিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারবে।

প্রঃ আলফা মেন ও বিটা মেন কাদের বলে ?

উঃ অবসরভোগী সৃজনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারীদের আলফা মেন এবং নিস্ক্রিয় প্রথাগত ধারায় জীবনযাত্রা নির্বাহ যারা করে তাদের বিটা মেন বলা হয়। বিটা মেনদের অবস্থা খানিকটা দাসদের মতো। তবে সামাজিক অবসর না এলে এমনটা ঘটবে না বলেই আশা করা যায়।

প্রঃ সমাজের শ্রেণী বিন্যাস কাকে বলে ?

উঃ সমাজের শ্রেণী বলতে গেলে সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে যেসব একক বা unit গড়ে ওঠে তাদেরকেই বোঝায়। সামাজিক উৎপাদনে কে কি রকম অংশ নিচ্ছে তার দ্বারাই সমাজের শ্রেণী বিন্যাস।

প্রঃ শাসক-শ্রেণী ও শাসিত-শ্রেণী বলতে কি বোঝ ?

উঃ আমলা-তন্ত্র ও ফৌজী ব্যবস্থাকে নিয়ে যাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত তাদের বলা হয় শাসক-শ্রেণী আর বাকীরা শাসিত-শ্রেণী।

প্রঃ 'মধ্যবিত্ত' কথাটির অর্থ কি ?

উঃ উৎপাদনের সঙ্গে যাঁদের সরাসরি সম্পর্ক নেই, অথচ বুদ্ধিকে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এই শ্রেণীকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা হয়। তবে সাধারণ অর্থে বোঝায় বিত্ত যাদের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে।

প্রঃ 'হোয়াইট কলার' মধ্যবিত্ত কাদের বলে ?

উঃ যে সব অনুন্নত দেশে বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্তরা সরকারী আমলার পদে থেকে দেশের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক নানা পরিকল্পনায় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন তাঁদেরই বলা হয় 'হোয়াইট কলার' মধ্যবিত্ত।

প্রঃ 'সর্বহারা' কথাটির তাৎপর্য কি ?

উঃ নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কোন সম্পদই যাদের নেই তাদের ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য।

প্রঃ জাতিবৈষম্য কি ?

উঃ জাতিবৈষম্যবাদ প্রতিক্রিয়াশীলতার নিদর্শন। এর লক্ষ্য জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ কিংবা এক জাতির মধ্যে শোষণকে সমর্থন করা।

প্রঃ 'নিষাদ' বলা হয় কাদের ?

উঃ এক কথায় অন্-আর্য জাতি। রামায়ণে এই জাতির কথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রা মাতা থেকেই এই নিষাদ জাতির সৃষ্টি।

প্রঃ কৌলিন্য প্রথা কি ?

উঃ বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক গৌরবের ভেদাভেদ এবং এর ভিত্তিতে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনই এই প্রথার বৈশিষ্ট্য। গৌড়রাজ বল্লালসেন এই প্রথার প্রবর্তক।

প্রঃ চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি ভারতীয় সমাজে কি ভাবে হয় ?

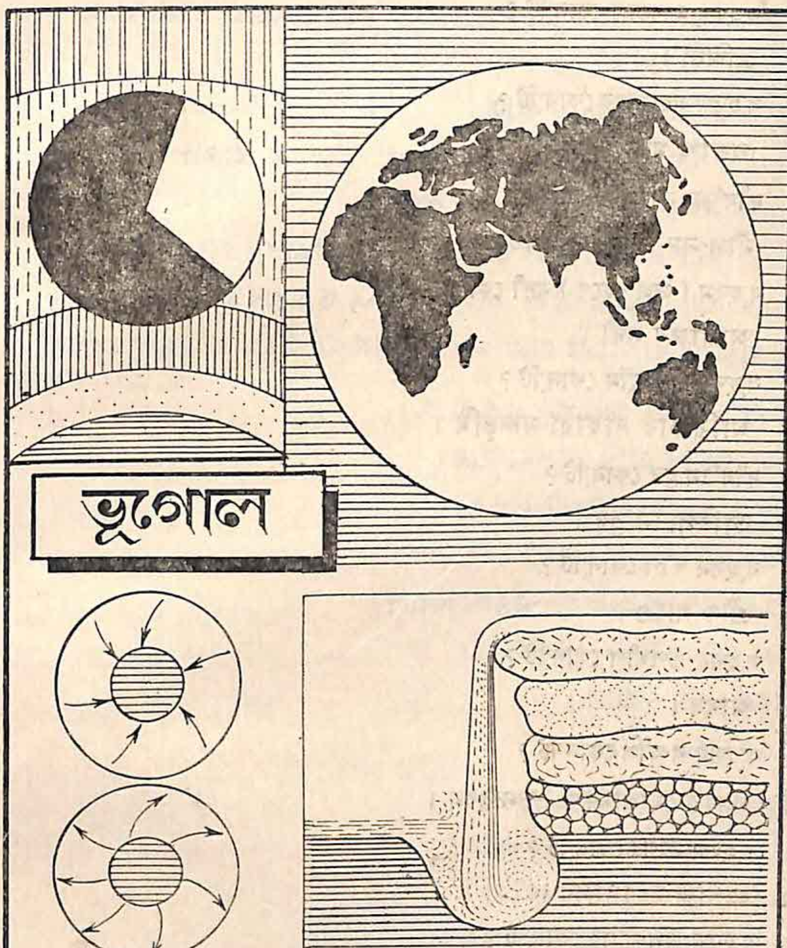
উঃ মনুসংহিতা থেকে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ-কন্যা ও শূদ্র পিতা থেকে চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি।

প্রঃ রাষ্ট্রভিত্তিক আধুনিক সমাজকে কে আখ্যা দিয়েছিলেন 'পলিটিক্যাল সোসাইটি' ?

উঃ লিউস হেনরী মর্গান।

প্রঃ 'সোস্যাল এভল্যুসন' গ্রন্থখানি কার রচনা ?

উঃ গর্ডন চাইল্ড এই গ্রন্থখানি রচনা করেন।


ভূগোল

প্রঃ বৃহত্তম মহাদেশ কোন্‌টি ?

উঃ এশিয়া।

প্রঃ বৃহত্তম মহাসাগর কোন্‌টি ?

উঃ প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রঃ দীর্ঘতম নদী কোন্‌টি ?

উঃ নীল-নদ (৪,১৪৫ মাইল)।

প্রঃ বৃহত্তম (জল-বহণে) নদী কোন্‌টি ?

উঃ আমাজন নদী।

প্রঃ বৃহত্তম মরুভূমি কোন্‌টি ?

উঃ আফ্রিকার সাহারা-মরুভূমি।

প্রঃ দীর্ঘতম হ্রদ কোন্‌টি ?

উঃ কাস্পিয়ান হ্রদ।

প্রঃ বৃহত্তম দ্বীপ কোন্‌টি ?

উঃ গ্রীণ-ল্যাণ্ড।

প্রঃ বৃহত্তম উপদ্বীপ কোন্‌টি ?

উঃ আরব।

প্রঃ বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোন্‌টি ?

উঃ গঙ্গার মোহানায়—সুন্দরবন।

প্রঃ বৃহত্তম সাগর কোন্‌টি ?

উঃ প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রঃ বৃহত্তম উপ-সাগর কোন্‌টি ?

উঃ মেক্সিকো উপ-সাগর।

প্রঃ দীর্ঘতম প্রণালী কোন্‌টি ?

উঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও সাখালিন দ্বীপের মাঝে টার্টার প্রণালী।

প্রঃ দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণী কোন্‌টি ?

উঃ দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ (৮,০০০ কি.মি.)।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ—আফ্রিকা।

চীনের দুঃখ—হোয়াংহো।

সপ্ত পর্বতের শহর—রোম।

ভূস্বর্গ—কাশ্মীর, সুইজারল্যাণ্ড।

পঞ্চনদের দেশ—পাঞ্জাব।

ভারতের প্রবেশ দ্বার—বোম্বাই।

প্রাসাদময়ী নগরী—কলকাতা।

সবুজ পাহাড়—নীলগিরি পর্বত।

পবিত্র শহর—প্যালেস্টাইন।

শাশ্বত শহর—রোম।

নিষিদ্ধ শহর—লাসা।

সহস্র দ্বীপের দেশ—ফিনল্যাণ্ড।

ইউরোপের ক্রীড়াভূমি—সুইজারল্যাণ্ড।

উদ্যান শহর—শিকাগো।

হলুদ নদী—হোয়াংহো (চীন)।

ভূমধ্যসাগরের চাবি—জিব্রাল্টার।

প্রঃ জলবায়ু ও আবহাওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

উঃ প্রতিদিনের বাতাসের চাপ, প্রবাহ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি হলো আবহাওয়া। আর কোন একটা বিশেষ জায়গার আবহাওয়া অথবা ঋতু পরিবর্তনে সেখানকার আবহাওয়ার পরিবর্তনই হলো জলবায়ু।

প্রঃ ভৌত পরিবেশ ও জৈব পরিবেশ কাকে বলে ?

উঃ পৃথিবীর ভৌত পরিবেশ হলো মাটি, জল, ও বাতাস এবং জৈব পরিবেশ হলো উদ্ভিদ ও প্রাণী।

প্রঃ নিম্নচাপ বাতাস কি ?

উঃ গরম বাতাসের ওজন ঠাণ্ডা বাতাসের ওজনের চেয়ে হাল্কা বা কম। তাই গরম বাতাসের চাপকে নিম্নচাপ ও ঠাণ্ডা বাতাসের চাপকে উচ্চচাপ বলা হয়।

প্রঃ উচ্চতম পর্বত-শৃঙ্গ কোন্‌টি ?
উঃ মাউণ্ট এভারেস্ট।
প্রঃ গভীরতম হ্রদ কোন্‌টি ?
উঃ মধ্য সাইবেরিয়ার বিশাল-হ্রদ।
প্রঃ শীতলতম স্থান কোন্‌টি ?
উঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাইবেরিয়া অঞ্চলের ভারখয়ানস্ক।
প্রঃ উষ্ণতম স্থান কোন্‌টি ?
উঃ ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ-ভ্যালী।
প্রঃ বৃহত্তম মন্দির কোন্‌টি ?
উঃ অ্যাঙ্কোরভাট (কাম্বোডিয়া)।
প্রঃ বৃহত্তম মসজিদ কোন্‌টি ?
উঃ জুম্মা-মসজিদ (দিল্লী)।
প্রঃ সর্বোচ্চ গীর্জা কোন্‌টি ?
উঃ সেণ্ট পিটার্স চার্চ (রোম)।
প্রঃ বৃহত্তম ঘণ্টা কোন্‌টি ?
উঃ মস্কোর ঘণ্টা (১৯৩ টন)।
প্রঃ উচ্চতম মূর্তি কোন্‌টি ?
উঃ স্ট্যাচু অব লিবার্টি (১৫১ ফুট—আমেরিকা)।
প্রঃ দীর্ঘতম রেলপথ কোন্‌টি ?
উঃ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ (৬০০০ মাইল, রাশিয়া)।

কয়েকটি ভৌগোলিক বর্ণনামূলক নাম

পৃথিবীর ছাদ—পামীর।
নীলনদের দান—মিশর।
নিশীথ সূর্যের দেশ—নরওয়ে।
প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ—জাপান।
শেষ সূর্যাস্তের দেশ—হাওয়াই।

প্রঃ উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে বাতাসের গতিমুখ কোন্ দিকে হবে ?

উঃ ঘড়ির কাঁটার গতিপথের বিপরীতমুখী হবে।

প্রঃ অশ্বমণ্ডল কি ?

উঃ ভূ-পৃষ্ঠের ওপরটা হল অশ্বমণ্ডল।

প্রঃ বারিমণ্ডল কাকে বলে ?

উঃ সমুদ্র-নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদির জল নিয়ে বারিমণ্ডল।

প্রঃ মেঘ ও কুয়াশা কি ?

উঃ বাষ্পীয়ভবনের ফলে সমুদ্র, নদী প্রভৃতি থেকে জলকণা বাতাসে ওপরে উঠে মেঘ তৈরী করে। আবার কুয়াশাও মেঘ। তবে তা পৃথিবী থেকে বেশী ওপরে উঠতে পারে না। প্রায় ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি উষ্ণতা কমে গিয়ে ঘনীভবনের ফলে কুয়াশার সৃষ্টি করে।

প্রঃ ধোঁয়াশা কি ?

উঃ কুয়াশার সঙ্গে ধোঁয়া মিশে তৈরি হয় ধোঁয়াশা।

প্রঃ আর্দ্রতা কাকে বলে ?

উঃ বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের আনুপাতিক পরিমাণগত অবস্থাই হল আর্দ্রতা।

প্রঃ ভারতের কোন্ জায়গায় বছরে বেশী বৃষ্টিপাত হয় ?

উঃ মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে। এখানে ১০৪১.৭৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

প্রঃ সমভূমি ও মালভূমি কি ?

উঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মিটারের বেশী উঁচু সমতলভূমিকে বলে মালভূমি। আর সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান বা সামান্য উঁচু ভূভাগকে বলে সমভূমি।

প্রঃ হিমশৈল কি ?

উঃ ভাসমান চাঙ্গড় যা মাত্র নয়ভাগের একভাগ জলের ওপরে থাকে।

প্রঃ কোন্ জাহাজ হিমশৈলর আঘাতে ডুবে গিয়েছিল ?

উঃ টাইটানিক জাহাজ ১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিল হিমশৈলের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং সমুদ্রে ডুবে যায়।

প্রঃ সিয়াল ও সিমা কাকে বলে ?

উঃ অশ্মমণ্ডল শিলাস্তর দিয়ে গঠিত। এই অশ্মমণ্ডলের ওপরের অংশ হল 'সিয়াল' এবং তার তলার স্তরটা 'সিমা'।

প্রঃ ম্যাগমা কি ?

উঃ ভূগর্ভস্থিত গলিত শিলাই হল ম্যাগমা।

প্রঃ কটি মহাদেশ নিয়ে পৃথিবী গঠিত ? কোন্ মহাদেশটি সবচেয়ে বড় ?

উঃ সাতটি—এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আণ্টার্কটিকা।
এশিয়া সব থেকে বড় মহাদেশ।

প্রঃ ভারত মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর জায়গা কোন্‌টি ?

উঃ জাভা ট্রেঞ্চ। ৭৭২৫ মিটার এখানকার গভীরতা।

প্রঃ এশিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্যে অন্তর্দেশীয় সাগর কোন্‌টি ?

উঃ কৃষ্ণ সাগর।

প্রঃ শোন কোন্ নদীর উপনদী ?

উঃ গঙ্গার উপনদী শোন নদী।

প্রঃ হিমালয়ের কোন্ স্থান থেকে গঙ্গার উৎপত্তি ?

উঃ মূলতঃ গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকেই গঙ্গার মূল উৎপত্তি। দেবপ্রয়াগের কাছে অনেকগুলো নদীর মিলনে গঙ্গানদী প্রবাহিত হয়েছে।

প্রঃ পঞ্চনদীর দেশ কোথায় এবং নদীগুলির নাম কি ?

উঃ পাঞ্জাব। নদীগুলির নাম—রাভি, চেনাব, ঝিলাম, সুতলেজ এবং বিয়াস বা বিপাশা।

প্রঃ বিহারের কোন্ নদীকে 'দুঃখের নদী' বলা হয় ?

উঃ কোশী নদী। প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় প্রাণী ও শস্যের ক্ষতি হয়।

প্রঃ পৃথিবীর মধ্যে যে দুটি নদীর মিলনে দীর্ঘতম ব-দ্বীপ তৈরি হয়েছে সেই নদী দুটির নাম কি ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনে দীর্ঘ ব-দ্বীপ (আয়তন সীমা—৭৫,০০০ বর্গ কি. মি.) তৈরি হয়েছে।

প্রঃ কোথায় সব থেকে স্বচ্ছ ও দীর্ঘতম তলাবিশিষ্ট হ্রদ আছে ?

উঃ উত্তর আমেরিকার কানাডায় লেক সুপিরিয়র। আয়তন ৮২,৩৫০ কিলোমিটার।

প্রঃ সর্পনদী পৃথিবীর কোন্ অংশে রয়েছে ?

উঃ ১৫০৪ কি. মি. দীর্ঘ এই নদীটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে।

প্রঃ পৃথিবীর মধ্যে দ্রুত সঞ্চরণশীল দ্বীপের নাম কি ?

উঃ আণ্টার্কটিকায় পোবেডা। গত পনের বছরে এটি নড়েছে ২৪ কি. মি.।

প্রঃ এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোন্‌টি ?

উঃ ইয়াং সিকিয়াং (চীন) ; ৩,৪০০ মাইল।

প্রঃ মিচিগান হ্রদ কোথায় অবস্থিত ?

উঃ মিচিগান হ্রদটি সম্পূর্ণভাবে কেবলমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত।

প্রঃ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত ?

উঃ আফ্রিকার জাম্বেসি নদীতে এই জলপ্রপাত অবস্থিত।

প্রঃ ইউরোপের দুটি দীর্ঘতম নদী কি কি ?

উঃ ভল্গা এবং দানিয়ুব।

প্রঃ কোন্ নদী মরু সাগরে গিয়ে মিলেছে ?

উঃ জর্ডন নদী।

প্রঃ 'জাভা মাইনর' কোন্ দ্বীপের নাম ? এই নামকরণ কে করেন ?

উঃ সুমাত্রা দ্বীপের নাম জাভা মাইনর। এই নামকরণ করেন মার্কো পোলো।

প্রঃ নরওয়ে ও সুইডেন কোথায় অবস্থিত ?

উঃ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপে নরওয়ে ও সুইডেন অবস্থিত।

প্রঃ কোন্ প্রণালীর দ্বারা ভারত ও শ্রীলঙ্কা বিভক্ত ?

উঃ পাক প্রণালী।

প্রঃ ম্যাগেলন প্রণালী কোথায় অবস্থিত ?

উঃ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে এই প্রণালী অবস্থিত।

প্রঃ ইয়াসু নদীর ভৌগোলিক গুরুত্ব কি ?

উঃ এই নদী মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার সীমানা চিহ্ন নির্ধারণ করেছে।

প্রঃ অষ্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম লবণ হ্রদ কোন্‌টি ?

উঃ দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আয়ার লবণ হ্রদ।

প্রঃ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম কৃত্রিম সমুদ্রপথ কোন্‌টি ?

উঃ সেণ্ট লরেন্স সমুদ্র পথ (দৈর্ঘ ৩০৪ কি. মি.)।

প্রঃ কৃত্রিমভাবে তৈরি বৃহত্তম জলাশয়ের নাম কি ?

উঃ সোভিয়েত রাশিয়ার আঙ্গারা নদীতে ব্রাদাস্ক জলধারা। আয়তন ১৩৭,২১৪,০০০ একর ফুট।

প্রঃ আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ কি ?

উঃ ভিক্টোরিয়া হ্রদ।

প্রঃ ভেনিসের প্রধান জলপথ কোন্‌টি ?

উঃ গ্র্যাণ্ড ক্যানেল।

প্রঃ টেমস্ নদীর উৎস কি ?

উঃ কট্‌সওল্ড হিলস্ টেমস্ নদীর উৎস।

প্রঃ ইউরোপের মসেলি কোন্ নদীর উপনদী।

উঃ রাইন নদীর উপনদী।

প্রঃ সারগাসো সমুদ্র সম্বন্ধে কি জান ?

উঃ উত্তর আটলান্টিকের শান্ত এলাকাই হল সারগাসো সমুদ্র। পর্তুগীজ শব্দ 'সারগাসো' (sargaco)-র অর্থ সামুদ্রিক গাছপালা। এখানকার সামুদ্রিক গাছপালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই এর নামকরণ হয়তো এই রকম হয়েছে।

প্রঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ দশটি রাজ্যের কিছু সীমানা চিহ্ন কোন্ নদী নির্ধারণ করেছে ?

উঃ আমেরিকার আর্কানসাস, ইলিনোইস, লোয়া, কেনটুকি, লাউইসিনা মিননেসোটা, মিসৌরী, টেন্‌নেসী, মিসিসিপি এবং উইসকনসিন রাজ্যের কিছু সীমানা-চিহ্ন নির্ধারণ করেছে মিসিসিপি নদী।

প্রঃ গ্রেট স্লেভ হ্রদ কোথায় অবস্থিত ?

উঃ কানাডার উত্তর পশ্চিমে।

প্রঃ পৌরাণিক নারী-যোদ্ধাদের নামে কোন্ নদীর নামকরণ হয়েছে ?

উঃ আমাজন নদী।

প্রঃ মানস সরোবর থেকে কোন্ নদীর উৎপত্তি ?

উঃ ব্রহ্মপুত্র নদ।

প্রঃ চিল্কা হ্রদ কোথায় ?

উঃ ভারতের ওড়িষা রাজ্যে পুরীর কাছাকাছি।

প্রঃ ইংলন্ডের দীর্ঘতম হ্রদ কোন্‌টি ?

উঃ ১০½ মাইল লম্বা কাউন্ট কাম্বিয়ায় উইনডার মেয়ার হ্রদ।

প্রঃ এলাহাবাদে কোন্ কোন্ নদীর মিলনে 'সঙ্গম' উদ্ভব হয়েছে ?

উঃ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনে 'সঙ্গম' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।

প্রঃ ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি কোথায় অবস্থিত ?

উঃ ইতালিতে এই আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। এর অগ্ন্যুৎপাতে হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই নামে শহর দু'টি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

প্রঃ মাউনা লোয়া আগ্নেয়গিরি কোথায় ?

উঃ হাউই দ্বীপে মাউনা লোয়া আগ্নেয়গিরি আছে।

প্রঃ এভারেস্টের নামকরণ এরকম হল কেন ?

উঃ ব্রিটিশ-ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল জর্জ এভারেস্টের নামানুসারে এভারেস্টের নামকরণ হয়।

প্রঃ ইউরোপের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের নাম কি ?

উঃ মন্ট ব্ল্যাঙ্ক বা মঁ ব্লাঁ ১৫,৭৮০ ফুট।

প্রঃ হিমালয়ের কোন্ স্থান থেকে গঙ্গার উৎপত্তি ?

উঃ মূলতঃ গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকেই গঙ্গার উৎপত্তি। দেবপ্রয়াগের কাছে অনেকগুলো নদীর মিলনে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে।

প্রঃ ভারতের কোন্ পর্বতশ্রেণীকে 'নীল পর্বতশ্রেণী' বলে ?

উঃ নীলগিরি।

প্রঃ মাউন্ট সিনাই কোন্ দেশে অবস্থিত ?

উঃ ইজিপ্টে।

প্রঃ ভারতের এলিফ্যান্টা গুহা কোথায় আছে ?

উঃ বোম্বাই পোতাশ্রয়ের কাছাকাছি এলিফ্যান্টা দ্বীপে এলিফ্যান্টা গুহা আছে।

প্রঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে কোন্ দ্বীপটি বৃহত্তম ?

উঃ জ্যামাইকা।

প্রঃ কোন্ হিল-স্টেশনকে 'সাতপুরার রাণী' বলে ?

উঃ ভারতের সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর পঞ্চমারী-কে 'সাতপুরার রাণী' বলে।

প্রঃ সৌদি-আরব ও ইজিপ্টকে কোন্ উপসাগর বিচ্ছিন্ন করেছে ?

উঃ আকোয়াবা উপসাগর।

প্রঃ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট দেশ কোন্‌টি ?

উঃ পৃথিবীর মধ্যে ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র হল ভ্যাটিকান সিটি অথবা হোলি সী।

প্রঃ টেবল পর্বত কোথায় অবস্থিত ?

উঃ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে।

প্রঃ অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম পর্বত কোন্‌টি ?

উঃ নিউ সাউথ ওয়েলস্-এ মাউন্ট কস্‌কিউস্কো (উচ্চতা ২,২২৮ মিটার)।

প্রঃ সাগরপথে ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্স যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ কি ?

উঃ ডোভার থেকে ক্যালাইস।

প্রঃ সিয়েরা মাদ্রে পর্বতশ্রেণী কোথায় অবস্থিত ?

উঃ মেক্সিকোয় অবস্থিত।

প্রঃ ত্রিবান্দ্রমের নিকটবর্তী সৈকতের নাম কি ?

উঃ কোভালাম সৈকত।

প্রঃ থর মরুভূমি কোথায় ?

উঃ ভারতের রাজস্থানে যোধপুরের কাছে থর মরুভূমি অবস্থিত।

প্রঃ কোন্ বৃহত্তম নদী অস্ট্রিয়াকে সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে ?

উঃ দানিয়ূব নদী অস্ট্রিয়াকে কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

প্রঃ মাউন্ট আরারাত কোথায় ?

উঃ তুরস্কে।

প্রঃ ম্যাটার হর্ন শৃঙ্গ কোন্ পর্বতশ্রেণীতে রয়েছে ?

উঃ আল্পস্ পর্বতশ্রেণীতে।

প্রঃ কোন্ পর্বতকে জাপানীরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন ?

উঃ জাপানীদের যাঁরা শিন্টো ধর্মাবলম্বী তাঁরা মাউন্ট ফুজিয়ানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

প্রঃ ফরাসীরা ইংলিশ চ্যানেলকে কি বলে ?

উঃ লা মানচি।

প্রঃ ইংলিশ চ্যানেলের দৈর্ঘ কত ?

উঃ ৫৬৪ কি. মি.।

প্রঃ চাথাম দ্বীপপুঞ্জ কোন্ দেশের অন্তর্গত ?

উঃ নিউজিল্যাণ্ড।

প্রঃ কতগুলি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গঠিত ?

উঃ ২০৫টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান ও ১৯টি দ্বীপ নিয়ে নিকোবর গঠিত। মোট ২২৪টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গঠিত।

প্রঃ বেরিং সাগর কোথায় ?

উঃ আমেরিকার আলাস্কা এবং রাশিয়ার পূর্ব অংশের মধ্যে বেরিং সাগর।

প্রঃ সেন্ট জর্জ খাল কোথায় ?

উঃ ওয়েলস্ এবং আয়ারল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্রের মাঝখানে।

প্রঃ দলমাতিয়ান দ্বীপপুঞ্জ কোথায় ?

উঃ যুগোশ্লাভিয়ার উপকূল থেকে দূরে অড্রিয়াটিক সাগরে দলমাতিয়ান দ্বীপপুঞ্জ।

প্রঃ সিনাই উপদ্বীপ কোথায় ?

উঃ সুয়েজ ও আকোবা উপসাগরের মধ্যে ত্রিকোণাকৃতির সিনাই উপদ্বীপ অবস্থিত।

প্রঃ কোন্ দেশকে 'শ্বেত হস্তীর দেশ' বলা হয় ?

উঃ থাইল্যাণ্ডকে 'শ্বেত হস্তীর দেশ' বলা হয়।

প্রঃ 'বাংলার দুঃখ' কোন্ নদীকে একসময়ে বলা হতো ?

উঃ দামোদর নদকে 'বাংলার দুঃখ' বলা হয়। কারণ এক সময় প্রতি বছর বন্যায় বহু জীবনহানি ও শস্যহানি ঘটত। এখন বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

প্রঃ কোন্ নদীর তীরে রোম শহর ?

উঃ ইতালির প্রধান নদী তিবার নদীর তীরে রোম।

প্রঃ পৃথিবীর কোন্ দেশকে 'শান্ত প্রভাতের দেশ' বলে ?

উঃ কোরিয়া।

প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক ও স্বর্ণখনি কোথায় ?

উঃ দক্ষিণ আফ্রিকার কিমবারল-এ।

প্রঃ পৃথিবীর কোন্ শহরে লোকবসতি সর্বাপেক্ষা বেশী ?

উঃ টোকিও-তে।

প্রঃ রূপা উৎপাদনকারী দেশ কোন্‌টি ?

উঃ মেক্সিকো।

প্রঃ ইস্তাম্বুলের প্রাচীন নাম কি ?

উঃ কনস্ট্যান্টিনোপল্।

প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম পার্ক কোথায় ?

উঃ কানাডার আলবেরতায় উড বাফেলো ন্যাশনাল পার্ক। আয়তন—১১,১৭২,০০০ একর (৪৫,৪৮০ বর্গ কি. মি.)।

প্রঃ কন্যাকুমারীকার ইংরেজী নাম কি ?

উঃ কেপ কমোরিন।

প্রঃ ভারতে রাজস্থানের কোন্ শহরকে 'হ্রদ নগরী বলে ?

উঃ উদয়পুর।

প্রঃ জাপানের জাপানী নাম কি ?

উঃ নিপ্পন। এর অর্থ 'প্রভাতসূর্যের দেশ'।

প্রঃ কোন্ দেশ সব থেকে বেশী কফি উৎপাদন করে ?

উঃ ব্রাজিল।

প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম পোতাশ্রয় কোন্‌টি ?

উঃ নিউইয়র্ক হারবার।

প্রঃ অস্ট্রেলিয়ার কোন্ রাজ্যটি একটি দ্বীপে অবস্থিত ?

উঃ তাসমানিয়া।

প্রঃ মস্কোর পূর্ববর্তী রাশিয়ার রাজধানী কোন্‌টি ছিল ?

উঃ লেলিনগ্রাদ।

প্রঃ ইতালির বৃহত্তম শহর কোন্‌টি ?

উঃ নেপ্‌লস।

প্রঃ ফ্রান্সের বৃহত্তর শহর কোন্‌টি ?

উঃ মার্সেলিস।

প্রঃ কোন্ শহরকে 'প্রাচ্যের মক্কা' বলা হয় ?

উঃ সিঙ্গাপুরকে বলা হয়।

প্রঃ ভারতের ডেকান কুইনের (ট্রেন) যাওয়া-আসার দুটি প্রান্ত কি কি ?

উঃ বোম্বাই এবং পুণা।

প্রঃ নিকেল উৎপাদনে কোন্ দেশ প্রথম ?

উঃ কানাডা।

প্রঃ এশিয়ার মধ্যে কোন্ দেশে বৃহত্তম রেলওয়ে ব্যবস্থা আছে ?

উঃ ভারতবর্ষে।

প্রঃ কোন্ পথটি জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যে ২৯৭৬ মিটার উঁচুতে অবস্থিত ?

উঃ বানিয়াল পথ। বর্তমানে এর নাম জওহর পথ।

প্রঃ পেট্রোলিয়াম রপ্তানীতে কোন্ দেশ প্রধান ?

উঃ আরব।

প্রঃ কোন্ শহরকে 'প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার' বলে ?

উঃ জাপানের ওসাকা শহরকে বলে 'প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার'। শিল্প ও বাণিজ্যের জন্যে এর গুরুত্ব অসাধারণ।

প্রঃ তামাক পাতা উৎপাদনে কোন্ দেশ প্রথম ?

উঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

প্রঃ কোথায় পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহ-খনি আছে ?

উঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের লেবেডিনস্কি-তে।

প্রঃ দীর্ঘতম রেলপথ-সুড়ঙ্গ কোথায় ?

উঃ সুইজারল্যাণ্ড থেকে ইতালি পর্যন্ত বিস্তৃত ১৯ কি. মি. লম্বা সিলপ্লন২ সুড়ঙ্গ।

প্রঃ আর্জেন্টিনার তৃণভূমি অঞ্চলকে কি বলে ?

উঃ পম্পাস অঞ্চল।

প্রঃ ভারতের কোথায় ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় ?

উঃ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর কলকাতায় হয়।

প্রঃ উৎকৃষ্ট ধরনের কয়লা কি ?

উঃ অ্যানথ্রাসাইট।

প্রঃ ভারতের আসাম রাজ্যের কোথায় তৈলখনি আছে ?

উঃ ডিগবয়-তে তৈলখনি আছে।

প্রঃ কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী পশম উৎপন্ন হয় ?

উঃ অস্ট্রেলিয়ায়।

প্রঃ চুনী পাথরের জন্য কোন্ দেশ বিখ্যাত ?

উঃ বার্মা।

প্রঃ ইস্ট ইণ্ডিজের বর্তমান নাম কি ?

উঃ ইন্দোনেশিয়া।

প্রঃ কোউলুন হারবার কোথায় ?

উঃ হং কং-এ।

প্রঃ শ্রীলঙ্কার কোন্ শহরকে 'রত্নের দেশ' বলা হয় ?

উঃ রত্নাপুরা শহরকে 'রত্নের দেশ' বলা হয়।

প্রঃ পৃথিবীতে মোট কত জল আছে ?

উঃ ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার।

প্রঃ ভারতের কোন্ রাজ্যের তিন দিকের সীমানায় বাংলাদেশ অবস্থিত ?

উঃ ত্রিপুরা।

প্রঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ শহরকে বোম্বাই শহরের সহদরা বলা হয় ?

উঃ লস এঞ্জেলস-কে বোম্বাই-এর সহদরা বলা হয়।

প্রঃ ভারতে বেতলা ফরেস্ট কোথায় ?

উঃ বিহারের পালামৌতে। এটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

প্রঃ তৈল নিষ্কাশনের জন্যে কোন্ যন্ত্র অপরিহার্য ?

উঃ অয়েল রিগ।

প্রঃ ব্রহ্মপুত্র নদীর চীনা নাম কি ?

উঃ তাসাংকো।

প্রঃ দক্ষিণ গুজরাটের কোথায় অপরিশোধিত তেল পাওয়া যায় ?

উঃ অক্লেশ্বর-এ এই তেল পাওয়া যায়।

প্রঃ ভারতের হলদিয়া কোন্ রাজ্যে ? এর গুরুত্ব কি ?

উঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে হলদিয়া। তৈল নিষ্কাশন কেন্দ্র হিসেবে হলদিয়ার গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া এখানে বড় পোতাশ্রয় নির্মাণের প্রকল্পও রয়েছে।

প্রঃ কেপ হর্ণে কোন্ দুটি সাগর মিলেছে ?

উঃ আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রঃ কয়লা কত রকমের ?

উঃ চার রকমের—পিট, লিগনাইট, বিটুমিনাস ও অ্যানথ্রাসাইট।

প্রঃ পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে রবার গাছ জন্মায় ?

উঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ করে মালয়, ইস্ট ইণ্ডিজ, নেদারল্যাণ্ড এবং এর প্রতিবেশী দেশগুলিতে রাবার গাছ জন্মায়।

প্রঃ আইভরি কোস্ট কোন্ মহাদেশে ?

উঃ আফ্রিকা মহাদেশে।

প্রঃ আফ্রিকার বৃহত্তম শহর কোন্‌টি ?

উঃ কায়রো।

প্রঃ ভেনেজুয়েলা কোথায় ?

উঃ দক্ষিণ আমেরিকায়।

প্রঃ কোইনা বাঁধ কোথায় অবস্থিত ?

উঃ ভারতের মহারাষ্ট্রে কোইনা বাঁধ। উচ্চতা ২০৮ ফুট।

প্রঃ আখ উৎপাদনে কোন্ দেশ প্রথম ?

উঃ কিউবা। বিশেষতঃ হাভানার উত্তর এবং পূর্ব সীমায় প্রচুর আখ হয়। এখানে ১৬০টিরও বেশী চিনির কল আছে।

প্রঃ কোন্ দেশের চন্দন কাঠ পৃথিবী বিখ্যাত ?

উঃ ভারতের কর্ণাটকের চন্দন কাঠ পৃথিবী বিখ্যাত।

প্রঃ কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায় ?

উঃ সোভিয়েত রাশিয়ায়।

প্রঃ কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী পারদ পাওয়া যায় ?

উঃ ইতালিতে সবচেয়ে বেশী পারদ পাওয়া যায়।

প্রঃ কঙ্গো, নীল, জাম্বেসি এবং কাবেরী নদীতে যাতায়াতের অসুবিধা কি ?

উঃ খরস্রোত, গিরিখাত, জলপ্রপাত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী থাকার জন্য উল্লিখিত নদীগুলিতে যাতায়াতের অসুবিধা।

প্রঃ সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত দ্বীপটির নাম কি ?

উঃ ল্যাটেইকি। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এই দ্বীপটির জন্ম।

প্রঃ কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের লক্ষণ ধরা পড়ে ?

উঃ সিসমোগ্রাফ।

কয়েকটি দেশ ও রাজধানীর নাম

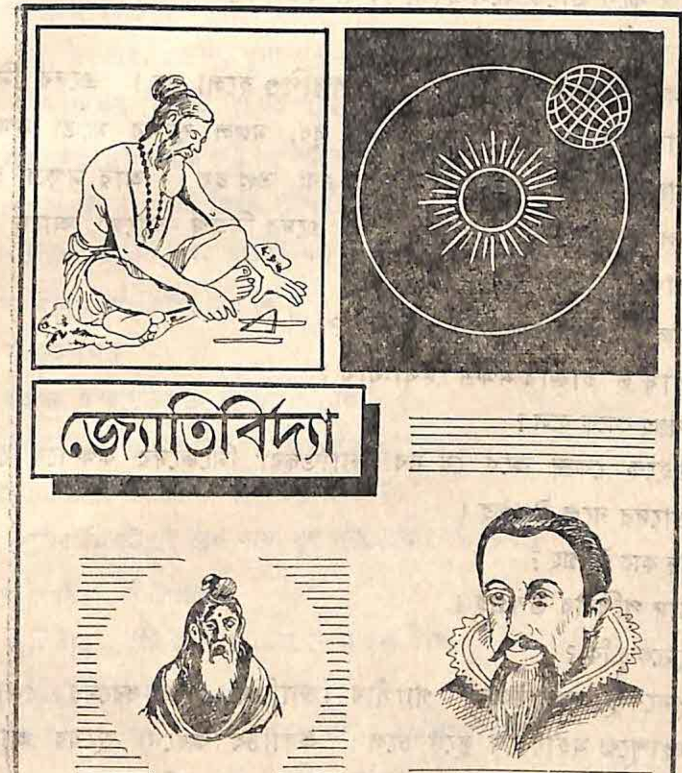
দেশ	রাজধানী
ঘানা	আক্রা
বেলজিয়াম	ব্রাসেলস্
কিউবা	হাভানা
নরওয়ে	ওস্লো
ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা
সিকিম	গ্যাংটক
সুইজারল্যাণ্ড	বার্ণ

দেশ	রাজধানী
থাইল্যাণ্ড	ব্যাঙ্কক
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা
চেকোশ্লোভাকিয়া	প্রাগ
নাইজিরিয়া	লেগস
ভূটান	থিম্পু (ড্রুকইউল)
আরব সাধারণতন্ত্র	কায়রো
লেবানন	বেইরুট
পোল্যাণ্ড	ওয়ারস
ফিন্‌ল্যাণ্ড	হেলসিঙ্কি
জাম্বিয়া	লুসাকা
আর্জেন্টিনা	বোয়েন্‌স্ আইরেজ
ফক্‌ল্যাণ্ড	পোর্ট স্ট্যানলি
হল্যাণ্ড	আমস্টার্ডাম
ডেন্‌মার্ক	কোপেনহেগেন
সুইডেন	স্টক্‌হোম
ইথিওপিয়া	আদ্দিস আব্বা
কম্বোডিয়া	নম্‌পেন
নিউজিল্যাণ্ড	ওয়েলিংটন
উগাণ্ডা	কাম্পালা
উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও
বুখারেস্ট	রুমানিয়া
স্পেন	মাদ্রিদ
কঙ্গো	কিনসাসা
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা
মরিসাস	পোর্টলুয়ি
আইভরি কোস্ট	আবিদযান

দেশ	রাজধানী
জ্যামাইকা	কিংস্টন
যুগোশ্লাভিয়া	বেলগ্রেড
পূর্ব জার্মানি	বার্লিন
পশ্চিম জার্মানি	বন
কেনিয়া	নাইরোবি
ইরাণ	তেহরাণ
সিরিয়া	দামাস্কাস
সৌদি আরব	রিয়াদ
দক্ষিণ কোরিয়া	সিওল
উত্তর কোরিয়া	পিয়ংযং
আয়ারল্যাণ্ড	ডাবলিন
ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্র	কুইজন সিটি
কানাডা	অটোয়া
ইজিপ্ট	কাইরো
বলিভিয়া	সুকে-লা-পাজ
গ্রীণল্যাণ্ড	গটহাব
উত্তর ভিয়েৎনাম	হ্যানয়
দক্ষিণ ভিয়েৎনাম	সাইগন
কোস্টরিকা	স্যানজোসে
পোর্তুগাল	লিসবন

কয়েকটি রাষ্ট্রে প্রচলিত মুদ্রা

ভারত, পাকিস্তান	—	রূপয়া	ইংল্যাণ্ড	—	পাউণ্ড
বাংলাদেশ	—	টাকা	চীন, জাপান	—	ইয়েন
রাশিয়া	—	রুবল	জার্মানি	—	মার্ক
যুক্তরাষ্ট্র	—	ডলার	ফ্রান্স	—	ফ্রাঁ


জ্যোতির্বিদ্যা

প্রঃ ছায়াপথ কি ?

উঃ মহাশূন্যে অসংখ্য নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্করা কাছাকাছি থেকে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তাকে বলে ছায়াপথ বা Galaxy.

প্রঃ গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য কি ?

উঃ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান বস্তুপিণ্ড হলো গ্রহ। এদের নিজের আলো বা তাপ নেই। যেমন বুধ, মঙ্গল সূর্যের মতো নক্ষত্রের আলো পেয়ে আলোকিত হয় এবং তপ্ত হয়। আর নক্ষত্র হলো জ্বলন্ত গ্যাস-পিণ্ড, যেমন সূর্য। এদের নিজস্ব আলো আছে এবং তাপও আছে।

প্রঃ খালি চোখে কতগুলি নক্ষত্র দেখা যায় ?

উঃ প্রায় ছ' হাজার নক্ষত্র দেখা যায়।

প্রঃ উপগ্রহ কাকে বলে ?

উঃ গ্রহকে কেন্দ্র করে যে সব জ্যোতিষ্করা নিজেদের কক্ষপথে ঘোরে তাদের বলে উপগ্রহ।

প্রঃ চাঁদ কার উপগ্রহ ?

উঃ চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ।

প্রঃ ধূমকেতু কি ?

উঃ ধূমকেতু হল উজ্জ্বল গ্যাসীয় জ্যোতিষ্ক। এ ধরনের জ্যোতিষ্ক মহাশূন্যে মহাবেগে ছুটে চলে। কদাচিৎ কখনো সূর্যের আকর্ষণে সৌরমণ্ডলে চলে গেলে পৃথিবী থেকে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়।

প্রঃ তারামণ্ডল কাদের বলে ?

উঃ আকাশের নক্ষত্রগুলিকে ছোট বড় গুচ্ছে শ্রেণীবদ্ধ করে কাল্পনিক রেখা টেনে নানারকম জীবজন্তুর আকারে বা মাঙ্গলিক চিহ্নে চিত্রিত ও নামকরণ করা হয়েছে। এইসব চিহ্নিত তারকাগুচ্ছকে বলে তারামণ্ডল। যেমন—সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ ইত্যাদি।

প্রঃ উল্কা কি ?

উঃ মহাশূন্য থেকে যে সব পদার্থ-পিণ্ড দুরন্ত বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ছুটে আসে তাদেরই বলে উল্কা। এতে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ থাকে।

প্রঃ সৌরজগৎ কি ?

উঃ গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু, উল্কা, ধূলিকণা, গ্যাসের অণু ও বিচ্ছিন্ন পরমাণুদের নিয়েই সূর্যের পরিবার বা সৌরজগৎ।

প্রঃ আমাদের সৌরজগতে কটি গ্রহ আছে ও কি কি ?

উঃ দশটি গ্রহ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো এবং ভলক্যান।

প্রঃ বর্তমান দশম গ্রহটির নাম কি ?

উঃ ভলক্যান।

প্রঃ বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম গ্রহ দু'টির নাম কি কি ?

উঃ বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি এবং ক্ষুদ্রতম গ্রহ বুধ।

প্রঃ কোন্ গ্রহটি সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত এবং কেন ?

উঃ সূর্যের নিকটতম গ্রহ বলে বুধ সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত।

প্রঃ পৃথিবীর ক'টি উপগ্রহ ?

উঃ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এবং সেটি হল চাঁদ।

প্রঃ পৃথিবী থেকে সূর্য কত গুণ বড় ?

উঃ প্রায় তের লক্ষ পৃথিবীর আয়তনের সমান সূর্য।

প্রঃ বলয়গ্রাস কি ?

উঃ সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী একই সরলরেখায় যখন আসে, যখন চাঁদের ছায়া পড়ে পৃথিবীর বুকে তখন হয় সূর্যগ্রহণ। এইসময় চাঁদ থাকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে। চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্ব যখন কম থাকে তখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। কিন্তু দূরত্বটা যখন বাড়ে তখন চাঁদ সূর্যকে সম্পূর্ণ আড়াল করতে পারে না। এই সময় সূর্যের প্রান্তভাগ আংটির মতো দেখায়। একেই বলে বলয়গ্রাস।

প্রঃ সৌরমুকুট কি ?

উঃ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের চারদিকে যে সাদা পরিমণ্ডল দেখা যায় তাকেই বলে সৌরমুকুট।

প্রঃ সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা কত ?

উঃ প্রায় ৬০০০° সেলসিয়াস।

প্রঃ সৌরকলঙ্ক বলতে কি বোঝ ?

উঃ সূর্যের গায়ে কিছু কিছু অনুজ্জ্বল স্থান আছে। সূর্যের চারদিকের উজ্জ্বল দীপ্তির কাছে ঐ অনুজ্জ্বল স্থানগুলোকে কালো কালো দাগের মতো দেখায় এগুলিকেই সৌরকলঙ্ক বলে।

প্রঃ চাঁদের অপর পিঠের ছবি কবে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ?

উঃ রাশিয়ার নভশ্চর-বিহীন মহাকাশযান লুনিক-৩ ১৯৫৯ সালে চাঁদের অপর পিঠের ছবি প্রথম পাঠায়।

প্রঃ ধ্রুবতারা কি ?

উঃ উত্তর আকাশে একটি স্থির অবস্থানে একটি নক্ষত্র দেখা যায়। এরই নাম ধ্রুবতারা বা Pole star।

প্রঃ চাঁদের বুকে প্রথম পদক্ষেপ করেন কারা ?

উঃ ১৯৬৮ সালের ২১শে জুলাই সকাল ৮-২৬ মিনিটে মূল যান অ্যাপেলো-১১ থেকে বেরিয়ে আসা চন্দ্রযান ঈগল থেকে পৃথিবীবাসী নীল আর্মস্ট্রং ও এডুইন অলড্রিন প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। এঁদের আরও একজন সঙ্গী মাইকেল কলিন্স এঁদেরই সঙ্গে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন।

প্রঃ পৃথিবীই যে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এ কথা কে প্রথমে ঘোষণা করেন ?

উঃ পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপারনিকাস (১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে)।

প্রঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারাগুলি কি কি ?

উঃ ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি।

প্রঃ লালদানব কি ?

উঃ লালদানব হলো একটি অতিকায় নক্ষত্র।

প্রঃ শ্বেতবামন সম্বন্ধে কি জান ?

উঃ এরা আয়তনে ছোট নক্ষত্র। তবে অত্যন্ত উত্তপ্ত কিন্তু অনুজ্জ্বল। বুধ গ্রহের আয়তনের সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে।

প্রঃ শিশুমার বা লঘুসপ্তর্ষি কাকে বলে ?

উঃ ধ্রুবতারার কাছাকাছি অস্পষ্ট গোছের যে কয়েকটি নক্ষত্র আছে তাদেরকেই শিশুমার বা লঘু সপ্তর্ষি বলে।

প্রঃ রাশিচক্র বলতে কি বোঝ ?

উঃ আকাশে সূর্য পরিক্রমণের পথকে বারোটি মণ্ডলে বিভক্ত করা হয়েছে। বারোটি মণ্ডলকে বারোটি তারকামণ্ডলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন জীবজন্তু বা বস্তুরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যেমন—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

প্রঃ চান্দ্রমাস কাকে বলে ?

উঃ সূর্যের সাপেক্ষে চন্দ্র যে কালে নিজ কক্ষে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে তাকে বলে চান্দ্রমাস।

প্রঃ শুকতারা ও সন্ধ্যাতারার মধ্যে তফাৎ কি ?

উঃ সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা-তারা রূপে এবং সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব আকাশে শুকতারা রূপে যে জ্বল-জ্বলে তারাটি দেখা যায় —ওটা কিন্তু আসলে একটি গ্রহ এবং তা হলো শুক্র-গ্রহ।

প্রঃ পার্সেক কাকে বলে ?

উঃ গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব মাপার একক হল পার্সেক (১৯×১০^{১২} মাইল)।

প্রঃ শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষে পার্থক্য কি ?

উঃ অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত শুক্লপক্ষ। আর পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ।

প্রঃ শুক্লপক্ষের চাঁদ এবং কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ কিভাবে চেনা যায় ?

উঃ উত্তর গোলার্ধে শুক্লপক্ষের বাঁকা চাঁদের উত্তর দিকটা সবসময় থাকে ডানদিকে এবং কৃষ্ণপক্ষে থাকে বাঁদিকে।

প্রঃ সূর্যের আবহমণ্ডলে যে কটি স্তর থাকে তাদের নাম কি কি ?

উঃ সূর্যের আবহমণ্ডলে যে তিনটি স্তর থাকে তাদের নাম হলো ফটোস্ফিয়ার, ক্রেমোস্ফিয়ার ও করোনা।

প্রঃ পৃথিবীর বয়স কত ?

উঃ প্রায় পাঁচশ কোটি বছর।

প্রঃ পৃথিবীর আয়তন কত ?

উঃ একান্ন কোটি বর্গমাইলের মতো।

প্রঃ পৃথিবীর ওজন কত ?

উঃ পৃথিবীর ভর বা ওজন ৫·৯৭৪ × ১০২৭ গ্রাম বা প্রায় ৬০০ ট্রিলিয়ন টন।

প্রঃ বিষুবরেখা কাকে বলে ?

উঃ মেরুবিন্দু থেকে সমান দূরত্বে পূর্বে-পশ্চিমে কল্পিত রেখাটিকে বলে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা।

প্রঃ মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা কি ?

উঃ সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত কল্পিত রেখাগুলি মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা।

প্রঃ সমাক্ষরেখা কাকে বলে ?

উঃ নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণে মধ্যরেখার ওপরে কৌণিক মাপ নিয়ে সাধারণতঃ এক ডিগ্রী অন্তর অন্তর নিরক্ষরেখার সমান্তরাল কল্পিত রেখাগুলিকে বলে সমাক্ষরেখা বা অক্ষরেখা।

প্রঃ মূল মধ্যরেখা কাকে বলে ?

উঃ লণ্ডনের গ্রীনিচ শহরের ওপর দিয়ে যে মধ্যরেখা কল্পনা করা হয়েছে তাকেই মূল মধ্যরেখা হিসাবে ধরা হয়।

প্রঃ G. M. T. এবং I. S. T. কি ?

উঃ Greenwich Mean Time এবং Indian Standard Time-কেই সংক্ষেপে যথাক্রমে G. M. T. ও I. S. T. বলা হয়। এদের সময়ের ব্যাবধান ৫½ ঘণ্টা।

প্রঃ বছরের কোন্ কোন্ দিনে দিনরাত সমান হয় ?

উঃ ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর।

প্রঃ কোথায় ছ'মাস দিন ও ছ'মাস রাত হয় ?

উঃ ২১শে মার্চ থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুমেরুতে ছ'মাস দিন এবং কুমেরুতে ছ'মাস রাত। অপরদিকে ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত সুমেরুতে ছ'মাস রাত আর কুমেরুতে ছ'মাস দিন।

প্রঃ কোন্ দিকে পৃথিবীর আবর্তন ?

উঃ পশ্চিম দিক থেকে পূব দিকে।

প্রঃ পৃথিবীর মতো অন্য কোন্ গ্রহ নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরতে ২৪ ঘণ্টার একটু বেশী সময় নেয় ?

উঃ মঙ্গল গ্রহ—সময় নেয় ২৭ ঘণ্টা ৩৭ মি.।

প্রঃ কক্ষপথ কি ?

উঃ কক্ষপথ হল নির্দিষ্ট ভ্রমণ পথ। গ্রহ সকল যে নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাকেই বলে গ্রহদের কক্ষপথ।

প্রঃ জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনাবিদ্ কয়েকজন প্রাচীন ভারতীয়র নাম বল।

উঃ আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য প্রমুখ।

প্রঃ নিরক্ষবৃত্ত ধরে পৃথিবীতে ঘুরলে কতটা পথ অতিক্রম করা হবে ?

উঃ নিরক্ষবৃত্ত ধরে পৃথিবীতে ঘুরলে ৩৯,৮৪৩·৯২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা হবে। অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তের পরিধির ঐ পরিমাপ।

প্রঃ কেপলার কে ?

উঃ গ্রহদের গতি বিষয়ক তিনটি সূত্রের আবিষ্কারক জার্মান জ্যোতির্বিদ জন কেপলার।

প্রঃ কোন্ গ্রহকে দানব গ্রহ বলে ?

উঃ বিরাটকায় আকারের জন্য বৃহস্পতিকে দানবগ্রহ বলে।

প্রঃ ফোবাস ও ডিমোস কি ?

উঃ এরা মঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ।

প্রঃ ক্রোনোমিটার কি ?

উঃ স্প্রিং চালিত বিশেষভাবে নির্মিত একপ্রকার ঘড়ি যা গ্রীনিচ মধ্যকালের সঙ্গে মেলানো থাকে।

প্রঃ মানমন্দির কাকে বলে ?

উঃ জ্যোতিষ্কদের পর্যবেক্ষণ করা হয় যে বিশেষ ধরনের নির্মিত অট্টালিকা থেকে তাকেই বলে মানমন্দির।

প্রঃ কৃত্রিম উপগ্রহ বলতে কি বোঝ ?

উঃ মনুষ্য নির্মিত মহাকাশ যান যা নির্দিষ্ট কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা হয় তাকেই বলে কৃত্রিম উপগ্রহ।

প্রঃ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে কি কি কাজ হয় ?

উঃ জলবায়ু ও আবহাওয়ার সঙ্কেত, বেতার ও দূরদর্শন সংযোগ ও অন্যান্য পার্থিব বিষয় সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহ আমাদের সঙ্কেত দেয়।

প্রঃ কোন্ দেশ প্রথম কবে, কোন্ মহাকাশযানে, কোন্ নভশ্চরকে প্রেরণ করেছিল ?

উঃ সোভিয়েত রাশিয়া ভস্তক-১ এ নভশ্চর ইউরি গ্যাগারিণকে ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল প্রথম পাঠিয়েছিল।

প্রঃ রোহিনী-১ কোথা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় ?

উঃ ভারতের শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়।

প্রঃ কোন্ উপগ্রহ সব থেকে বড় ?

উঃ শনির উপগ্রহ টাইটাস।

প্রঃ কোন্ উপগ্রহ সব থেকে ছোট ?

উঃ বৃহস্পতির ১০ নং উপগ্রহ লেদা (Leda)।

প্রঃ সূর্য ছাড়া আর কোন্ নক্ষত্র আমাদের নিকটতম ?

উঃ প্রক্সিমা সেনটাউরি (Proxima Centauri)।

প্রঃ কোন্ নক্ষত্রের নাম সবচেয়ে বড় ?

উঃ নক্ষত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম Shurnarkabtishashutu.

প্রঃ কোন্ নক্ষত্র সবচেয়ে উজ্জ্বল ?

উঃ সিরিয়াস বা ডগস্টার। এর ভারতীয় নাম লুব্ধক।


জড় বিজ্ঞান

প্রঃ কত মিটারে এক মেগা-মিটার ?

উঃ ১০ লক্ষ মিটারে।

প্রঃ এক মিটারের কত ভাগ এক মাইক্রো-মিটার ?

উঃ এক মিটারের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ।

প্রঃ 'আলোক-বর্ষ' দিয়ে কি মাপা হয় ?

উঃ বৃহৎ দূরত্ব মাপা হয়। আলোর বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার। এই বেগে আলো ১ বৎসরে যতটা দূরে যেতে পারে —সেই দূরত্বকে বলে আলোক-বর্ষ।

প্রঃ পৃথিবীতে কারও ওজন ৬ কি. গ্রা. হলে চাঁদে তার ওজন কত হবে ?

উঃ ১ কি. গ্রা.।

প্রঃ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$; এতে E, m এবং c বলতে কি বুঝায় ?

উঃ E = শক্তি, m = বস্তুর ভর এবং c = আলোর বেগ।

প্রঃ 0°C উষ্ণতায় এক গ্রাম বরফকে 0°C উষ্ণতার জলে পরিণত করতে কত তাপ খরচ হয় ?

উঃ ৮০ ক্যালরী।

প্রঃ কুহেলিকা (mist) কাকে বলে ?

উঃ জলের ওপর সৃষ্ট কুয়াশাকে কুহেলিকা বলে।

প্রঃ হিমমিশ্রণ কি ?

উঃ 3 ভাগ বরফের সাথে 1 ভাগ খাবার লবণ মিশিয়ে হিমমিশ্রণ পাওয়া যায় ; —এর উষ্ণতা প্রায়—20°C।

প্রঃ একই রকম উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য একই রকম ভরবিশিষ্ট কোন্ বস্তু সবচেয়ে বেশী তাপ গ্রহণ করবে ?

উঃ জল।

প্রঃ সূর্যের আলোতে উপস্থিত রঙগুলির নাম বল।

উঃ বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল।

প্রঃ শব্দের বেগ বায়ুকে কত ?

উঃ 0°C উষ্ণতায় শুষ্ক বায়ুতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৩২ মিটার।

প্রঃ শব্দোত্তর তরঙ্গ কাকে বলে ?

উঃ কম্পনশীল বস্তু সেকেণ্ডে ২০,০০০ এর বেশী বার কাঁপে এবং তা থেকে বায়ুতে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে শব্দোত্তর তরঙ্গ বলে।

প্রঃ কোন্ প্রাণী ওড়ার সময় মুখ দিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করে।

উঃ বাদুড়।

প্রঃ টর্চের ব্যাটারীর খোলটা কি ধাতু দিয়ে তৈরী ?

উঃ দস্তা।

প্রঃ ১০০ ওয়াটের বাল্ব ১০ ঘন্টা জ্বালালে বা ৪০ ওয়াটের বাল্ব ২৫ ঘণ্টা জ্বালালে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে ?

উঃ এক ইউনিট।

প্রঃ বৈদ্যুতিক হীটারের তারের কুণ্ডলী কোন্ ধাতুর তৈরি ?

উঃ সাধারণতঃ নাইক্রোম নামে নিকেল ও ক্রোমিয়ামের এক মিশ্র ধাতু।

প্রঃ বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় কোন্ ধরনের চুম্বক ব্যবহৃত হয় ?

উঃ অস্থায়ী বৈদ্যুতিক চুম্বক।

প্রঃ দর্পণের প্রতিবিম্বে কি পরিবর্তন ঘটে ?

উঃ পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটে।

প্রঃ আলোর বেগ কত ?

উঃ ৩,০০,০০০ কি. মি. প্রতি সেকেণ্ডে।

প্রঃ কোন্ উষ্ণতায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট থার্মোমিটারে একই পাঠ দেওয়া যায় ?

উঃ —৪০°।

প্রঃ জল অপেক্ষা হাল্কা একটি ধাতুর নাম কর।

উঃ সোডিয়াম।

প্রঃ কোন্ ধাতু তরল ?

উঃ পারদ।

প্রঃ সোনার রাসায়নিক সঙ্কেত কি ?

উঃ Au (কারণ সোনার ল্যাটিন নাম Aurum)।

প্রঃ খাবার লবণের রাসায়নিক নাম ও সঙ্কেত কি ?

উঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড—NaCl।

প্রঃ জলের সঙ্কেত কি ?

উঃ H_2O।

প্রঃ এ্যাসিডের স্বাদ কি ?

উঃ টক।

প্রঃ শুষ্ক বরফ কি ?

উঃ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস জমে কঠিন হলে তাকে শুষ্ক বরফ বলে।

প্রঃ সোডা-ওয়াটার কি ?

উঃ অধিক চাপে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইডের জলীয় দ্রবণকে সোডা ওয়াটার বলে।

প্রঃ কোন্ গ্যাসের গন্ধ পচা ডিমের মত ?

উঃ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস।

প্রঃ কোন্ গ্যাস সবচেয়ে হাল্কা ?

উঃ হাইড্রোজেন।

প্রঃ ওলিয়াম কি ?

উঃ ধূমায়মান সালফিউরিক এ্যাসিড।

প্রঃ নীল লিটমাসে এ্যাসিড দিলে কি রঙ হয় ?

উঃ লাল।

প্রঃ অ্যাকোয়া রিজিয়া কি ?

উঃ এক আয়তন গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড এবং তিন আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্লোরাইড এ্যাসিডের মিশ্রণকে অ্যাকোয়া রিজিয়া বলে।

প্রঃ লেড-পেন্সিলের শীষ কি দিয়ে তৈরি হয় ?

উঃ গ্রাফাইট (এক ধরনের কার্বন)।

প্রঃ আলকাতরা কোথা থেকে পাওয়া যায় ?

উঃ খনিজ কয়লা থেকে।

প্রঃ হীরক আর কয়লার মধ্যে মিল কি ?

উঃ দুইটিই কার্বনের রূপভেদ। হীরক কার্বনের এক ধরনের স্ফটিকাকার রূপ এবং কয়লা বা অঙ্গার কার্বনের এক ধরনের অনিয়তাকার রূপ।

প্রঃ পিতল কি ?

উঃ তামা ও দস্তার সংকর ধাতু।

প্রঃ ব্রোঞ্জ কি ?

উঃ তামা ও টিনের সংকর ধাতু।

প্রঃ স্টেইনলেস স্টীল কি ?

উঃ লোহার সঙ্গে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ ক্রোমিয়াম মিশ্রণে প্রাপ্ত সংকর ধাতু।

প্রঃ ভিনিগার কি ?

উঃ অন্যান্য কিছু দ্রব্য মিশ্রিত এ্যাসেটিক এসিডের লঘু জলীয় দ্রবণ।

প্রঃ গ্লিসারিনের রাসায়নিক নাম কি ?

উঃ গ্লিসেরাল।

প্রঃ ন্যাপথলিন কি থেকে পাওয়া যায় ?

উঃ আলকাতরা।

প্রঃ কস্টিক সোডার রাসায়নিক নাম কি ?

উঃ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH)।

প্রঃ স্যাকারিণ কি থেকে পাওয়া যায় ?

উঃ আলকাতরা।

প্রঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড দানা এবং কপার সালফেটের দানার রঙ কেমন ? দুটির মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং কপার সালফেটের রঙ যথাক্রমে সাদা এবং নীল। সাধারণ বৈশিষ্ট্য—দুটোই লবণ! প্রথমটি খাবার লবণ এবং দ্বিতীয়টি তুঁতে।

প্রঃ গাড়ীর ব্যাটারিতে কোন্ অ্যাসিড লাগে ?

উঃ সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড।

প্রঃ সবচেয়ে হাল্কা কোন্ পদার্থের পরমাণু ?

উঃ হাইড্রোজেন।

প্রঃ সেন্টিগ্রেড স্কেলে অ্যাবসলিউট ০ (জিরো)-তে কত উষ্ণতা হবে ?

উঃ —২৭৩° সেন্টিগ্রেড।

প্রঃ লোহার, সোনার এবং রূপার রাসায়নিক সঙ্কেত কি ?

উঃ যথাক্রমে **Fe, Au** এবং **Ag.**

প্রঃ অ্যাসিটিলীন গ্যাস বলতে কি বোঝ ?

উঃ জলেতে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের বিক্রিয়া ঘটলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস বর্ণহীন, বিষাক্ত এবং দাহ্য গ্যাস।

প্রঃ প্ল্যাটিনামের স্বাভাবিক রঙ কেমন ?

উঃ প্ল্যাটিনামের স্বাভাবিক রঙ রূপোর মতো হলেও অতটা উজ্জ্বল নয়। একে পাউডারের মত গুঁড়োলে প্রায় কালো দেখায়।

প্রঃ কুরী দম্পতি কি জন্য বিখ্যাত ?

উঃ ১৮৯৮ সালে পিয়ারে এবং মেরীকুরী সর্বপ্রথম পিচব্লেণ্ড বা ইউরেনাইট থেকে রেডিয়ামের তেজষ্ক্রিয় লবণ বিমুক্ত করে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

প্রঃ কাঁচের মধ্যে কি কি আছে ?

উঃ কাঁচের মধ্যে ৭০ ভাগ বালি, ১৫ ভাগ সোডা এবং ১৫ ভাগ চুন আছে।

প্রঃ ম্যাগনিফাইং গ্লাস আসলে কি ?

উঃ উত্তল লেন্স।

প্রঃ কাঁসা ও পিতলের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উঃ কাসা তামা (৮০ ভাগ) ও টিনের (২০ ভাগ) সংকর ধাতু। পিতল তামা (৮০ ভাগ) ও দস্তা (২০ ভাগ)-এর সংকর ধাতু।

প্রঃ ব্লটিং পেপার কেন কালি শুষে নেয় ?

উঃ কৈশিক (ক্যাপিলারী) ক্রিয়ার জন্য ব্লটিং পেপার কালি শুষে নেয়।

প্রঃ লাফিং গ্যাস কি ?

উঃ অ্যানিসথেসিয়া হিসাবে যে নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) গ্যাস ব্যবহার করা হয় তার নাম লাফিং গ্যাস।

প্রঃ ফুটন্ত জলে একটি থার্মোমিটার রেখে নীচ থেকে তাপ দেওয়া চলতে থাকলেও থার্মোমিটারে উষ্ণতা না বাড়ার কারণ কি ?

উঃ স্ফুটনাঙ্কের পর যে তাপ দেওয়া হবে তা জলকে বাষ্পে পরিণত করবে। সুতরাং উষ্ণতা বাড়বে না।

প্রঃ ল্যাবোরেটারীতে যে গ্যাস বারবার ব্যবহার করা হয়, সেটির আবিষ্কারক কে?

উঃ জার্মানির রবার্ট ভিলেস হন বুনসেন।

প্রঃ চিনিকে পরিশোধিত করতে কি ধরনের কার্বন লাগে?

উঃ চিনিকে পরিশোধিত করতে লাগে প্রাণীজ চারকোল।

প্রঃ বারুদ বা গান পাউডারে কি কি পদার্থ আছে? বারুদ কে আবিষ্কার করেন?

উঃ পটাসিয়াম নাইট্রেট, গন্ধক ও কয়লার গুঁড়ো। রজার বেকন।

প্রঃ নাবিকদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্রে কতগুলি বিন্দু আছে?

উঃ ৩২টি।

প্রঃ বোসন ও ফেমির্য়ান কোন্ দু'জন বিখ্যাত মনীষীর নামের সঙ্গে জড়িত?

উঃ বোসন ও ফেমিয়ান হল মৌল কণা। সত্যেন বসুর নামের সঙ্গে 'বোসন' আর বিজ্ঞানী ফের্মির নামের সঙ্গে 'ফের্মিয়ান' জড়িত।

প্রঃ কি ধরনের বিক্রিয়ায় জল থেকে হাইড্রোজেনকে পৃথক করা যায়?

উঃ তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

প্রঃ অ্যাটমিক থিয়োরির প্রতিষ্ঠাতা কে?

উঃ ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক ডালটন।

প্রঃ 'পর্যায়-সারণী'র' প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেন কে?

উঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ রুশ রসায়নবিদ্ ডি. আই. মেণ্ডেলিফ্।

প্রঃ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' পুস্তকখানির রচয়িতা কে?

উঃ মধ্যযুগে গণিত ও জ্যোতিষ চর্চার এই অমূল্য পুস্তকখানি আনুমানিক ১১৫০ সালে রচনা করেন ভাস্করাচার্য।

প্রঃ নাগার্জুন কি জন্যে স্মরণীয়?

উঃ মধ্যযুগের বিশিষ্ট রসায়নবিদ্ হিসেবে ভারতীয় দার্শনিক নাগার্জুন বিখ্যাত।

প্রঃ কার্বলিক অ্যাসিড কি?

উঃ কার্বলিক অ্যাসিডের অপর নাম ফিনল। বিশেষ গন্ধযুক্ত জলে দ্রবণীয় বীজাণুরোধক বিষাক্ত পদার্থ।

প্রঃ তেজস্ক্রিয়তার ফলে ইউরেনিয়াম কোন্ মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে?

উঃ সীসা।

প্রঃ ডি. ডি. টি. কি ? কে আবিষ্কার করেন ?

উঃ ডাইক্লোরো-ডাই-ফিনাইল-ট্রাইক্লোরোইথেন-এর সংক্ষিপ্ত নাম ডি. ডি. টি.। এটি কীটপতঙ্গ নাশক রাসায়নিক পদার্থ। সুইজারল্যাণ্ডের পল-মুলার ডি. ডি. টি. আবিষ্কার করেন।

প্রঃ মথ বল কি ?

উঃ মথ বল হল ন্যাপথলিন।

প্রঃ প্যারাফিন থেকে কি কি তৈরি হয় ?

উঃ মোমবাতি, বিভিন্ন মলম, পালিশ ইত্যাদি।

প্রঃ ভর ও ভারের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উঃ পদার্থের মোট বস্তুর পরিমাণ হলো ভর। কিন্তু ওজন একটি বল এবং যে পরিমাণ বল দিয়ে পৃথিবী কোন বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকেই বস্তুর ওজন বা ভার বলে। কোন সময়েই বস্তুর ভরের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু স্থানভেদে বস্তুর ওজন বা ভার কম বেশি হয়।

প্রঃ সবচেয়ে হাল্কা ধাতু কি ?

উঃ রূপোর মত সাদা ক্ষারজাতীয় ধাতু লিথিয়াম।

প্রঃ ব্রোমাইড পেপার কি ?

উঃ সল্ট মাখানো এক বিশেষ ধরনের কাগজ। এর ওপর ফটোগ্রাফির ছবি তোলা হয়, ছবি বড় করা হয়।

প্রঃ বাইফোকাল লেন্স-এর আবিষ্কারক কে ? এর কার্যকারিতা কি ?

উঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। এই লেন্সের ওপরের দিক দিয়ে দূরের বস্তু ও নীচের দিক দিয়ে কাছের বস্তু দেখা যায়।

প্রঃ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জলের পাইপ ফেটে যায় কেন ?

উঃ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জল বরফে পরিবর্তিত হয়ে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। ফলে জলের পাইপ ফেটে যায়।

প্রঃ সবচেয়ে ভারী ধাতু কি ?

উঃ ইউরেনিয়াম।

প্রঃ কোন্ খনিজ পদার্থকে 'পাথরের তুলো' বলে ?

উঃ অ্যাসবেসটাস।

প্রঃ হিল স্টেশনে রান্না করতে বেশি সময় লাগে কেন ?

উঃ যে কোনো হিল স্টেশনে বায়ুমণ্ডলের চাপ কম হওয়ার জন্য জল কম উষ্ণতায় ফুটতে থাকে। তাই রান্না করতে বেশি সময় লাগে।

প্রঃ রেল লাইনের মধ্যে মধ্যে ফাঁক রাখা হয় কেন ?

উঃ তাপের ফলে ধাতুর সম্প্রসারণ হয় বলে রেল লাইনের মধ্যে মধ্যে ফাঁক রাখা হয়। নইলে রেল লাইন বেঁকে যেতে পারত।

প্রঃ বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার সময় পেছনে ধাক্কা লাগে কেন ?

উঃ প্রতিটি ক্রিয়ার সমপরিমাণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে (নিউটনের গতিসূত্রের তৃতীয় সূত্র)। এই কারণেই গুলি ছুঁড়লে পেছনে ধাক্কা অনুভূত হয়।

প্রঃ আলোর গতিবেগ প্রথমে কে মেপেছিলেন ?

উঃ ওলেআস রোমার।

প্রঃ মাইকেল ফ্যারাডে কে ?

উঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে তড়িৎ চুম্বকের ধর্ম ও তড়িৎ বিশ্লেষণের নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রঃ সংকর ধাতু বা অ্যালয় কি ?

উঃ একাধিক ধাতু মিশিয়ে যে ধাতব দ্রব্য তৈরি হয় তাকে বলে অ্যালয়।

প্রঃ লাউড স্পীকার আবিষ্কার কে করেন ?

উঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাইস কেলগ।

প্রঃ হরোলজি কি ?

উঃ সময় মাপার বৈজ্ঞানিক নাম।

প্রঃ গাড়ীর চালকেরা পেছনের রাস্তা দেখবার জন্য কি রকম আয়না ব্যবহার করেন ?

উঃ বড় দৃশ্যকে ছোট আকারে আনার জন্য গাড়ীর চালকেরা উত্তল কাঁচের আয়না ব্যবহার করেন।

প্রঃ একটি লোহার বল ডুবে যায়, কিন্তু একটি জাহাজ জলে ভাসে—কেন ?

উঃ একটি জাহাজ যত বেশি পরিমাণ জল সরায় তার চেয়ে জাহাজ হালকা। তাই জাহাজ জলে ভাসে। কিন্তু একটি লোহার বল যে পরিমাণে জল সরাতে পারে তার চেয়ে লোহার বলের ওজন বেশি। সেই কারণেই সেটি ডুবে যায়।

প্রঃ র‍্যাডার বলতে কি বোঝ ?

উঃ বহু দূরের কোন কিছুর গতি, অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি নির্ধারণের জন্য যন্ত্র।

প্রঃ শব্দের গতি জলে না বায়ুতে বেশী ?

উঃ জলে।

প্রঃ ছাতার কাপড়ের রং কালো কেন ?

উঃ কালো কাপড়ের তাপ শোষণ করার ক্ষমতা বেশি বলে।

প্রঃ কার্বনাডো কি ?

উঃ কালো হীরক (রত্ন হিসেবে কোন মূল্য নেই)।

প্রঃ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল কি জন্যে বিখ্যাত ?

উঃ ব্রিটেনের এই বিশিষ্ট পদার্থবিদ্ বর্ণের অনুভূতি, তাপ, বিদ্যুৎ-চুম্বক, বস্তু ও তৎসংক্রান্ত বহু বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রঃ কার্বাইড বাতিতে কোন্ গ্যাস জ্বলে ?

উঃ অ্যাসিটিলিন গ্যাস।

প্রঃ টেলিপ্রিন্টার কি ?

উঃ সংবাদ প্রতিষ্ঠানে এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি বিদ্যুতের সাহায্যে দূর দূরান্তের পাঠানো সংবাদ নিজে থেকেই ছেপে দেয়।

প্রঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্র কি ?

উঃ ছোট জিনিসকে এমনকি যা খালি চোখে দেখাই যায় না, তাকে বড় দেখানোর যন্ত্র-বিশেষ।

প্রঃ ট্রানজিস্টার কি ?

উঃ অতি সূক্ষ্ম তড়িৎ-তরঙ্গ গ্রহণ উপযোগী ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ।

রেডিও, বিমান প্রভৃতিতে সূক্ষ্ম বেতার-তরঙ্গ গ্রহণের সর্বাধুনিক আবিষ্কার এই ট্রানজিস্টার।

প্রঃ ডেভি-সেফটি ল্যাম্প কি ?

উঃ খনিতে দাহ্য গ্যাস থাকলে এই বাতি নিয়ে নির্ভয়ে কাজ করা যায়।

প্রঃ বরফ গললে আয়তন বাড়ে না কমে ? জল ও বরফের মধ্যে কোন্‌টি হাল্কা ?

উঃ বরফ গললে আয়তনে কমে। কিন্তু ওজন বা ভর একই থাকে— তাই বরফ জলের চেয়ে হাল্কা।

প্রঃ গিনি সোনায় কত ভাগ বিশুদ্ধ সোনা থাকে ?

উঃ গিনি সোনার ২৪ ভাগের ২২ ভাগ বিশুদ্ধ সোনা।

প্রঃ অ্যামালগাম কি ?

উঃ পারদের সাথে অন্য ধাতুর মিশ্রণকে অ্যামালগাম বলে।

প্রঃ T. N. T. কি ?

উঃ পুরো কথাটি হলো Tri Nitro Toluene, এটি একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ।

প্রঃ কয়েকটি দৈর্ঘ্যের অতিক্ষুদ্র একক ঃ

উঃ মাইক্রা ($১০^{-৪}$ সে. মি.)।
অ্যাংস্ট্রম ($১০^{-৮}$ সে মি.)।
X. u ($১০^{-১১}$ সে. মি.)।

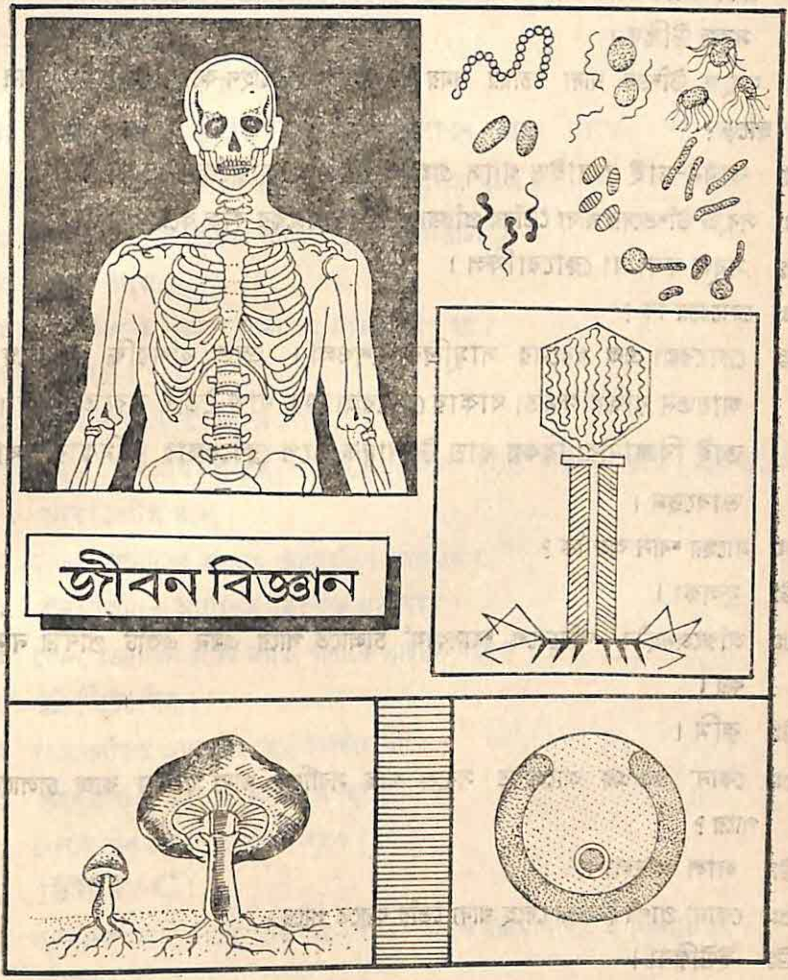
প্রঃ দৈর্ঘ্যের বৃহৎ একক কি ?

উঃ আলোক বর্ষ (৬×১০^{১২} মাইল)।
পার্সেক (১৯×১০^{১২} মাইল)।

নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
অণুবীক্ষণ যন্ত্র	জ্যানসেন	হল্যাণ্ড
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	লিপার্সি	হল্যাণ্ড
ব্যারোমিটার	টরেসিলি	ইতালি
মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব	অ্যাইজ্যাক নিউটন	ইংল্যাণ্ড

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
পারদ থার্মোমিটার	ফারেনহাইট	জার্মানি
চশমা	স্পিনার	ইতালি
সেফ্‌টি ল্যাম্প (খনির জন্য)	হাম্‌ফ্রে ডেভি	ইংল্যাণ্ড
স্টেথোস্কোপ	রেণী লেনেক	ফ্রান্স
বাষ্পীয় ইঞ্জিন	জেমস্ ওয়াট	স্কটল্যাণ্ড
বাষ্পীয় যান	স্টিফেনসন	ইংল্যাণ্ড
ইলেকট্রিক জেনারেটর	মাইকেল ফ্যারাডে	ইংল্যাণ্ড
ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	সুইডেন
ইলেকট্রিক বাল্‌ব	এডিসন	আমেরিকা
সিনেমা	এডিসন	আমেরিকা
গ্রামোফোন	এডিসন	আমেরিকা
টাইপ রাইটার	সোমস্	আমেরিকা
রেডিও	মার্কনি	ইতালি
টেলিভিশন	বেয়ার্ড	ইংল্যাণ্ড
বাই-সাইকেল	ম্যাকমিলান	স্কটল্যাণ্ড
সেলাই কল	ইলিয়াস হাউয়ে	আমেরিকা
টেলিফোন	গ্রাহাম্ বেল	আমেরিকা
ফাউন্‌টেন পেন	ওয়াটার ম্যান	আমেরিকা
একস্-রে	উইলিয়াম রঞ্জেন	জার্মানি
আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব	আইন স্টাইন	আমেরিকা
এ্যাটম বোম	অটোহ্যান ও মিটনার	আমেরিকা
স্টেইনলেস স্টীল	হেনরি ব্রিয়ার	ইংল্যাণ্ড
রেফ্রিজারেটর	জ্যাকব পার্কিনস্	আমেরিকা
জেট ইঞ্জিন	ফ্রাঙ্ক হুইট্‌টিল	ইংল্যাণ্ড


জীবন বিজ্ঞান

প্রঃ জীব জগতে কারা স্বভোজী ?

উঃ সবুজ উদ্ভিদ।

প্রঃ সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির সময় কোন্ গ্যাস গ্রহণ করে এবং কোন্ গ্যাস ছাড়ে ?

উঃ কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে।

প্রঃ সবুজ উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়ায় কে অনুঘটকের কাজ করে ?

উঃ সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল।

প্রঃ ক্লোরেল্লা কি ?

উঃ ক্লোরেল্লা এক ধরনের সামুদ্রিক শেওলা। দ্রুত বংশবৃদ্ধি ও দেহে আয়তন বৃদ্ধির ক্ষমতা থাকায় ক্লোরেল্লা দ্রুত খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম। তাই বিজ্ঞানীরা বিকল্প খাদ্য উৎপাদক রূপে ক্লোরেল্লার ভূমিকার কথা ভাবছেন।

প্রঃ মাছের শ্বাস অঙ্গ কি ?

উঃ ফুলকা।

প্রঃ অক্সিজেনহীন পরিবেশে শ্বাসকার্য চালাতে পারে এমন একটি প্রাণীর নাম কর।

উঃ কৃমি।

প্রঃ কোন্ রঙ-এর আলোতে সবুজ গাছ সর্বাধিক খাদ্য তৈরির কাজ চালাতে পারে ?

উঃ লাল আলো।

প্রঃ কোন্ প্রাণী নিজের দেহে খাদ্য তৈরি করতে পারে ?

উঃ ইউগ্লিনা।

প্রঃ আমাদের রক্তের শ্বাস-কণা কি ?

উঃ হিমোগ্লোবিন (লৌহঘটিত)।

প্রঃ গলদা চিংড়ির রক্তের শ্বাস-কণা কি ?

উঃ হিমোসায়ানিন (তাম্র-ঘটিত)।

প্রঃ কোন্ ভিটামিনের অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হয় ?

উঃ D-ভিটামিন।

প্রঃ কোন্ ভিটামিনের অভাবে রাত-কানা রোগ হয় ?

উঃ A-ভিটামিন।

প্রঃ পেরিস্ট্যালসিস কি ?

উঃ অন্ননালীর ক্রমাগত সঙ্কোচন-প্রসারণ দ্বারা খাদ্যের পাকস্থলীতে নেমে আসার পদ্ধতিকে পেরিস্ট্যালসিস বলে।

প্রঃ সুষম খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কত থাকা উচিত ?

উঃ ৪০০ গ্রাম।

প্রঃ আয়োডিনের অভাবে আমাদের কোন্ রোগ হয় ?

উঃ গলগণ্ড।

প্রঃ ডায়াবেটিস কোন্ ধরনের রোগ ?

উঃ রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে মূত্রে শর্করা বৃদ্ধি হওয়াকে ডায়াবেটিস বলে।

প্রঃ কোন্ হরমোনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয় ?

উঃ ইনসুলিন—অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত হরমোন।

প্রঃ কোন্ ভিটামিন রক্তের জমাট বাঁধাকে সাহায্য করে ?

উঃ K-ভিটামিন।

প্রঃ অ্যাপেনডিক্স আমাদের দেহে কোথায় থাকে ?

উঃ বৃহদন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোগ স্থনে।

প্রঃ লেবুর রসে কোন্ ভিটামিন থাকে ?

উঃ ভিটামিন-C।

প্রঃ আমাদের দেহের কোন্ গ্রন্থি থেকে পাচক রস ও হরমোন দুই-ই নিঃসৃত হয় ?

উঃ অগ্ন্যাশয়।

প্রঃ মানুষের রক্তের শ্রেণীবিভাগ কটি এবং কি কি ?

উঃ চার শ্রেণী—A, B, AB, এবং O।

প্রঃ পুঁজ কি ?

উঃ মৃত শ্বেত রক্ত-কণিকার দেহাবশেষ।

প্রঃ মানব দেহের পক্ষে অপরিহার্য তিন শ্রেণীর খাদ্য কি কি ?

উঃ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাটস্।

প্রঃ মানবদেহে কতগুলি অস্থি আছে ?

উঃ ২০৬টি।

প্রঃ আমাদের মেরুদণ্ডে কতগুলি অস্থি আছে ?

উঃ ৩৩টি।

প্রঃ রেটিনা কি ?

উঃ আমাদের অক্ষিগোলকের একেবারে ভেতরের স্তরটিকে রেটিনা বলে। যে বস্তুটিকে আমরা দেখি তা থেকে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি ঐ রেটিনাতে বস্তুটির একটি প্রতিবিম্ব গঠন করে—তবেই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই।

প্রঃ নিউরন কি ?

উঃ যে কোষগুলি নিয়ে নার্ভ গঠিত তাদের নিউরন বলে।

প্রঃ অলফাক্টরি নার্ভের কাজ কি ?

উঃ গন্ধের অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রেরণ করা।

প্রঃ মানুষের হৃদপিণ্ডে কয়টি প্রকোষ্ঠ আছে ?

উঃ চারটি।

প্রঃ হৃদ্‌পিণ্ডের কোন্ অংশকে 'পেস্ মেকার' বলে ?

উঃ দক্ষিণ অলিন্দে অবস্থিত সাইনু অরিকুলার নোড।

প্রঃ সিস্টোল ও ডায়াস্টোল কি ?

উঃ হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে সিস্টোল ও প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে।

প্রঃ পিত্ত কোথায় উৎপন্ন হয় ?

উঃ যকৃৎ বা লিভারে।

প্রঃ প্লাজমা কি ?

উঃ রক্তের জলীয় ভাগকে অর্থাৎ রক্ত-রসকে প্লাজমা বলে।

প্রঃ রক্তের রঙ লাল হয় কেন ?

উঃ রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা খুব বেশী। আর এই লোহিত কণিকায় থাকে লৌহ ঘটিত হিমোগ্লোবিন নামে এক লাল রঙের পদার্থ। এর ফলে রক্তের রঙ লাল হয়।

প্রঃ পূর্ণ বয়স্ক মানবদেহে ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের দৈর্ঘ কত ?

উঃ ক্ষুদ্রান্ত্র ২০ ফুট এবং বৃহদন্ত্র ৫ ফুট।

প্রঃ ভাইরাস কে কবে আবিষ্কার করেন ?

উঃ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিজ্ঞানী ইভানোভস্কি ?

প্রঃ ফাজ-ভাইরাস কি ?

উঃ এই ভাইরাস নানা রকম রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করে।

প্রঃ পাস্তুরাইজড দুধ কি ?

উঃ বিশেষ পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত দুধ।

প্রঃ পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা কে ?

উঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

প্রঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় কোন্‌গুলি ?

উঃ চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক।

প্রঃ চোখের ক্ষীণ-দৃষ্টি রোগের জন্য চশমায় কোন্ ধরনের লেন্স ব্যবহার হয় ?

উঃ অবতল লেন্স।

প্রঃ চোখের দৃষ্টি কিরূপ হলে চশমায় উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয় ?

উঃ দূরদৃষ্টি রোগ।

প্রঃ হরমোন কাকে বলে ?

উঃ দেহের নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন এক রাসায়নিক পদার্থ, যা ঐ গ্রন্থি থেকে দূরে অবস্থিত কোন বিশেষ অঙ্গকে কার্য করতে প্রভাবিত করে।

প্রঃ গাছে ফুল ফোটাতে সহায়ক হরমোন কি ?

উঃ ফ্লোরিজেন।

প্রঃ দেহে কোন্ শ্রেণীর রক্ত থাকলে সকল শ্রেণীর রক্তই দেহ গ্রহণ করতে পারে ?

উঃ AB শ্রেণীর রক্ত।

প্রঃ কোন্ শ্রেণীর রক্ত সবার দেহই গ্রহণ করতে পারে ?

উঃ O শ্রেণীর রক্ত।

প্রঃ কোন্ রক্ত কণিকা জীবাণুকে ধ্বংস করে ?

উঃ শ্বেত-কণিকা।

প্রঃ "সুস্থ ব্যক্তির রক্তচাপ ১২০/৮০" বলতে কি বোঝায় ?

উঃ হৃৎপিণ্ডের সিস্টোল সঙ্কোচন জনিত চাপ ১২০ মিলিমিটার এবং ডায়াস্টোল প্রসারণ জনিত চাপ ৮০ মিলিমিটার।

প্রঃ সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নাড়ীস্পন্দন মিনিটে কত বার হয় ?

উঃ ৭০-৭৫ বার।

প্রঃ মানবদেহের কোথায় রক্ত পরিশ্রুত হয় ?

উঃ ফুসফুস, বৃক্ক।

প্রঃ রক্ত-চাপ মাপার যন্ত্রের নাম কি ?

উঃ স্ফিগমোম্যানোমিটার।

প্রঃ রিগর মর্টিস কাকে বলে ?

উঃ মৃত্যুর পর প্রাণীদেহের কাঠিন্যকে রিগর মর্টিস বলে।

প্রঃ কোন্ মাছ কিছুটা উড়তে পারে ?

উঃ উড়ুক্কু মাছ।

প্রঃ কোন্ সরীসৃপ উড়তে পারে ?

উঃ ড্রাকো।

প্রঃ কোন্ উভচর প্রাণী উড়তে পারে ?

উ, র‍্যাকো ফোরাস।

প্রঃ কোন্ স্তন্যপায়ী প্রাণী উড়তে পারে ?

উঃ বাদুড়।

প্রঃ কোন্ স্তন্যপায়ী প্রাণী ডিম পাড়ে ?

উঃ প্ল্যাটিপাস।

প্রঃ তিমি মাছ কোন্ ধরনের প্রাণী ?

উঃ জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী।

প্রঃ কোন্ বৃহৎ দেহধারী জন্তু ডাকতে পারে না ?

উঃ জিরাফ।

প্রঃ গেছো মাছ কোথায় দেখা যায় ?

উঃ আফ্রিকার উপকূলে।

প্রঃ কোন্ মাছ বাসা তৈরি করতে পারে ?
উঃ স্টিবল্‌ক্যাক মাছ।
প্রঃ মরুভূমির জাহাজ কাদের বলে ?
উঃ উট।
প্রঃ বৈদ্যুতিক মাছ কারা ?
উঃ ক্যাটফিস, এল-মাছ।
প্রঃ কল্টেশ কি ?
উঃ জেব্রার বাচ্চা।
প্রঃ হোমো-সেপিয়েন্স কি ?
উঃ মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম।
প্রঃ হিমোফিলিয়া কি ?
উঃ একটি বংশানুক্রমিক রোগ। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহের কোন স্থান কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধে না।
প্রঃ যক্ষারোগের টিকার নাম কি ?
উঃ বি. সি. জি.।
প্রঃ ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস রোগের জীবাণুর নাম কি ?
উঃ ক্লসট্রিডিয়াম টিটেনি।
প্রঃ লিউকোমিয়া রোগটি কি ?
উঃ রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা দ্রুত অতিবৃদ্ধি হতে থাকে। একে রক্তের ক্যানসার বলে।
প্রঃ কোন্ প্রাণী ম্যালেরিয়া ছড়ায় ? ম্যালেরিয়া জীবাণুর নাম কি ?
উঃ স্ত্রী-এ্যানোফিলিস মশা। প্লাজমোডিয়াম ভাইরাস।
প্রঃ মারফোলজি কি ?
উঃ জীববিদ্যার যে শাখায় জীবদেহের আকার ও গঠন আলোচিত হয় তাকেই মারফোলজি বলে।
প্রঃ ট্যাক্সোনমি কি ?
উঃ জীববিদ্যার যে শাখায় জীবের শ্রেণীভাগ ও নামকরণ করা হয় তাকে বলে ট্যাক্সনমি।

প্রঃ অ্যানাটমি কি ?

উঃ জীব-বিদ্যার এই শাখায় জীবের আভ্যন্তরীণ গঠন আলোচিত হয়।

প্রঃ ফিজিওলজি কি ?

উঃ জীব-বিদ্যার এই শাখায় শারীরিক কার্যকলাপ ও গুণাগুণ আলোচিত হয়।

প্রঃ ইকোলজি কি ?

উঃ জীববিদ্যার এই শাখায় জীবের পরিবেশ ও তার প্রভাব আলোচিত হয়।

প্রঃ প্যাথোলজি কি ?

উঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে যে শাখায় রোগের কারণ ও লক্ষণ বিশ্লেষণ করা হয় তাকেই প্যাথলজি বলে।

প্রঃ বায়োমাস কাকে বলে ?

উঃ কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে জীবের সংখ্যাকে ঐ অঞ্চলের বায়োমাস বলে।

প্রঃ জীবজগতে কারা উৎপাদক ?

উঃ সবুজ উদ্ভিদ।

প্রঃ ডায়াটম কি ?

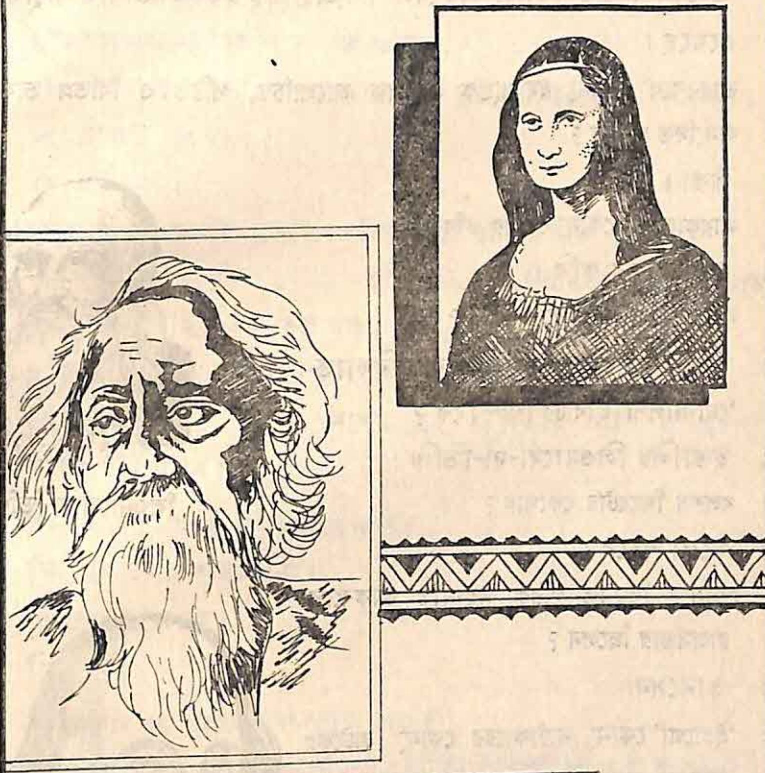
উঃ একরকম সামুদ্রিক শেওলা।

প্রঃ মানব মস্তিষ্কে নার্ভের বা স্নায়ুর সংখ্যা কত ?

উঃ ১২,০০০,০০০

প্রঃ চলতে পারে এমন একটি উদ্ভিদের নাম কি ?

উঃ ভলভক্স।



সাহিত্য ও শিল্প

প্রঃ পৃথিবীতে সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের নাম কি ?

উঃ খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ 'হোলি বাইবেল'। এই গ্রন্থ ৮৩৫টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

প্রঃ ভারতবর্ষে কোন্ ধর্মপুস্তক সর্বাধিক আলোচিত, পঠিত ও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে ?

উঃ গীতা।



লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি

প্রঃ মায়কাভস্কি কোন্ দেশের কবি ?

উঃ রুশ দেশের কবি।

প্রঃ নন্দলাল বসু কি জন্যে খ্যাত ?

উঃ চিত্র শিল্পের জন্য নন্দলাল বসু বিখ্যাত।

প্রঃ 'মোনালিসা' ছবিটির শিল্পী কে ?

উঃ ইতালির লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি।

প্রঃ বলশয় থিয়েটার কোথায় ?

উঃ মস্কো শহরে।



সেক্সপীয়র

প্রঃ কোন্ বিখ্যাত গায়ক মহামতি আকবরের রাজসভায় ছিলেন ?

উঃ তানসেন।

প্রঃ 'ইয়াগো' কোন্ নাট্যকারের কোন্ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র ?

উঃ সেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র।

প্রঃ সেতারে কোন্ শিল্পী আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী ?

উঃ পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

প্রঃ 'নবকুমার' কোন্ উপন্যাসের নায়ক ?

উঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়ক চরিত্র।

প্রঃ ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় কে কোন্ বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেন ?

উঃ চার্লস ডিকেন্স 'এ টেল অব টু সিটিজ' রচনা করেন।

প্রঃ বিটোভেন কিসের জন্য বিখ্যাত ?

উঃ সঙ্গীত জগতের অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পী লুই ভ্যান বিটোভেন সিম্ফনীকে নতুনভাবে রূপ দেন।

প্রঃ গ্রীক মহাকাব্য দুটি কি কি ? এর রচয়িতা কে ?

উঃ 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' গ্রীক মহাকাব্য দুটি হোমার রচনা করেন।

প্রঃ 'সনেটে' কটি চরণ থাকে ?

উঃ চোদ্দটি চরণ।

প্রঃ কোন্ কোন্ বাঙালী ইংরেজীতে কবিতা লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ?

উঃ এম. ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, রবি দত্ত, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু এবং তরু দত্ত।

প্রঃ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাটক কে লিখেছেন ?

উঃ লোপদা ভেগা। স্পেন দেশের এই নাট্যকার প্রায় দু' হাজার নাটক লিখেছেন।

প্রঃ কোন্ ইংরেজ দম্পতি কবি হিসাবে খ্যাত ?

উঃ মিঃ এবং মিসেস্ ব্রাউনিং।

প্রঃ পঞ্চতন্ত্রের লেখক কে ?

উঃ বিষ্ণু শর্মা।

প্রঃ মহাভারতের বক্তা, লেখক এবং শ্রোতা কারা ?

উঃ বক্তা ব্যাসদেব, লেখক গণপতি ও শ্রোতা বৈশম্পায়ন এবং জন্মেজয়।

প্রঃ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম অভিধানের নাম কি ?

উঃ 'ইংরেজী ও বাংলা ভোকাবুলারি'।

প্রঃ মার্ক টোয়েনের আসল নাম কি ?

উঃ স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স।

প্রঃ 'পাভেল' কোন্ বিখ্যাত উপন্যাসের নায়ক চরিত্র ?

উঃ ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের নায়ক 'পাভেল'।

প্রঃ বেদ কটি ও কি কি ?

উঃ বেদ চারটি। ঋক বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, ও অথর্ববেদ।

প্রঃ সত্যজিৎ রায় কোন্ ছায়াচিত্রে প্রথম পরিচালনা করেন ?

উঃ 'পথের পাঁচালী'। এই ছবিটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে অভাবনীয় খ্যাতি লাভ করে।

প্রঃ গী দ্য মোপাসাঁর প্রকৃত নাম কি ?

উঃ হেনরী অ্যালবার্ট গী দ্য মোপাসাঁ। ছোট গল্প সৃষ্টিতে ইনি পৃথিবী বিখ্যাত।

প্রঃ মলেয়ার কি জন্যে বিখ্যাত ?

উঃ ফরাসী দেশের বিখ্যাত নাট্যকার মলেয়ার নাটকের জন্য বিখ্যাত। ইনি কমেডিয়ান হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন। এঁর প্রকৃত নাম জঁা ব্যাপটিস্টে পোকুইলিন।

প্রঃ মুন্সী প্রেমচাঁদ কে ?

উঃ হিন্দী ভাষার প্রথিতযশা সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদ।

প্রঃ জিওফ্রে চসার কে ?

উঃ ইংলণ্ডের কবি চসার মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যগ্রন্থগুলি লেখেন।

প্রঃ ফরাসী দেশের জাতীয় থিয়েটারের নাম কি ?

উঃ কমেডি ফ্রানসেইস্।

প্রঃ পিকাসো কে ?

উঃ ফরাসী দেশের চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরিচয় সূত্রে তিনি স্পেন-দেশীয়।

প্রঃ মৃদঙ্গ কি ?

উঃ বিশেষতঃ ধ্রুপদী কর্ণাটক-সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় এই বাদ্যযন্ত্র।

প্রঃ ওয়ালটজ্ নৃত্য কোথায় জনপ্রিয় ?

উঃ ভিয়েনায় জনপ্রিয়।

প্রঃ বিশ্বকবি রূপে কে পরিচিত ?

উঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি বলা হয়।

প্রঃ একটি মাত্র বাক্যে কে মহাকাব্য রচনা করেন ?

উঃ কবি হরিষেণ ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষণ ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ সমুদ্রগুপ্তের বিজয়গাঁথা 'মহোদন্ত নায়ক' মহাকাব্য একটি মাত্র বাক্যে রচনা করেন।

প্রঃ বাংলা চলিত ভাষায় সর্বপ্রথম উপন্যাসের নাম কি এবং কে রচনা করেন ?

উঃ 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা চলিত ভাষায় প্রথম উপন্যাস। টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) এর রচয়িতা।

প্রঃ কোন্ নাট্যকারের নাটক বিশ্বে সবচেয়ে বেশী অভিনীত হয়েছে ?

উঃ ইংলণ্ডের নাট্যকার সেক্সপীয়রের নাটক।

প্রঃ বাংলাভাষায় রচিত প্রথম নাটক কি ?

উঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীনকুল সর্বস্ব'।

প্রঃ কোন্ দেশ পিয়ানো বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করে ?

উঃ ১৭০৯ সালে ইতালি।

প্রঃ 'লাস্ট জাজমেণ্ট'-এর চিত্রকর কে ?

উঃ মাইকেল এঞ্জেলো।

প্রঃ গ্রীক সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অরকিউসের নাম কি জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে ?

উঃ গায়ক ও সঙ্গীতকার হিসাবে অরকিউসের নাম গ্রীক পুরাণে বিখ্যাত হয়ে আছে।

প্রঃ 'দি সঙ্ অব ইণ্ডিয়া' কার লেখা ?

উঃ সরোজিনী নাইডুর লেখা।

প্রঃ 'পুতুল খেলা' কোন্ বিদেশী নাটকের অনুসরণে লিখিত ?

উঃ ইবসেনের 'ডল্‌স্ হাউস' অনুসরণে 'পুতুল খেলা' লেখা হয়। কলকাতার বহুরূপী নাট্যসংস্থা এই নাটক মঞ্চস্থ করে।

প্রঃ উদয়শঙ্কর কি জন্যে বিখ্যাত ?

উঃ ভারতীয় নৃত্যকলার সাধক হিসেবে উদয়শঙ্কর বিখ্যাত।

প্রঃ ইউলিসিস কে ?

উঃ ইউলিসিস-এর গ্রীক নাম ওডেসাস। গ্রীক-বীর হিসাবেও তাঁর নাম খ্যাত। এঁকে নিয়েই হোমার তাঁর 'ওডেসি' মহাকাব্য লেখেন।

প্রঃ পল রবসন কিজন্য বিখ্যাত ?

উঃ বিখ্যাত গণসঙ্গীতকার ও কণ্ঠশিল্পী।

প্রঃ স্তানিস্‌লাভস্কি কে ?

উঃ রুশ দেশের বিখ্যাত নট ও পরিচালক। অভিনয় শিল্পের ওপর স্তানিস্‌লাভস্কির গবেষণামূলক আলোচনা এবং নাট্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা তাঁর খ্যাতির অন্যতম কারণ।

প্রঃ বাংলা ছায়াছবিতে মহানায়ক কাকে বলা হয় ?

উঃ উত্তমকুমারকে মহানায়ক বলা হয়। সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'এণ্টনী ফিরিঙ্গি' চিত্রে যথাক্রমে ব্যোমকেশ ও এণ্টনীর ভূমিকাভিনেতা মহানায়ক উত্তমকুমার 'ভরত' পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় শিল্পী। ১৯৮০ সালে ২৪শে জুলাই তাঁর পরলোক গমনে বাংলা চলচ্চিত্রের এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের যবনিকা ঘটে।

প্রঃ চারুলতা ছায়াছবিটি কার কোন্ গল্প অবলম্বনে তৈরি হয় ?

উঃ সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এই ছবিটি রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট নীড়' গল্প অবলম্বনে তৈরি হয়।

প্রঃ সহস্র রজনীর অপর নাম কি ?

উঃ আরব্য রজনী।

প্রঃ ব্রেখ্‌ট কিজন্য বিখ্যাত ?

উঃ জার্মানির কবি ও নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট নতুন রূপ-নীতির স্রষ্টা হিসাবে বিখ্যাত ?

কয়েকটি বিখ্যাত নাটক ও নাট্যকার

নাটকের নাম	নাট্যকার
ডল্‌স্ হাউস	ইবসেন
করিওলেনাস	সেক্সপীয়র
প্রফুল্ল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রাজা ইডিপাস	ইউরিপিডেস
বলিদান	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
রক্তকরবী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডাকঘর	”
রাইডার্স টু দি সী	জে. এম. সিঞ্জ
দি রাইসিং অব দি মুন	লেডি গ্রেগরী



দীনবন্ধু মিত্র



টলস্টয়

দি ফ্রগ	অ্যারিসটোফেনস্
দি ওয়ে অব দি ওয়ার্ল্ড	উইলিয়ম কনগ্রীভ
মিড সামার নাইটস্ ড্রিম	সেক্সপীয়র
কিং লীয়ার	”
সাজাহান	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্	কালিদাস
মুদ্রারাক্ষস	বিশাখ দত্ত
মৃচ্ছকটিকম্	শূদ্রক
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র

কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক

উপন্যাসের নাম	ঔপন্যাসিক
দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী	আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
গুড আর্থ	পার্লবাক

রবিনসন ক্রুশো	ডানিয়েল ডিকো
সিদ্ধার্থ	হার্মান হেজ
আইভান হো	ওয়াল্টার স্কট
বৈকুণ্ঠের উইল	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ক্যান্টারবেরী টেলস্	জিওফ্রে চসার
প্যারাডাইস লস্ট	মহাকবি মিলটন
পদ্মানদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ফাদার গরিয়ট	ব্যালজাক
কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো	জুলে ভার্নে
স্পার্টাকাস	হাওয়ার্ড ফাস্ট
কোথায় পাব তারে	কালকূট
পথের পাঁচালী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ওয়ার এণ্ড পীস	টলস্টয়
গোরা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দি ডিভাইন কমেডি	দান্তে
কৃষ্ণকান্তের উইল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট	দস্তয়েভস্কি
মা	ম্যাক্সিম গোর্কি
ট্রেজার আইল্যাণ্ড	রবার্ট লুই স্টিভেনসন
পথের দাবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গোদান	মুন্সী প্রেমচাঁদ
প্রথম প্রতিশ্রুতি	আশাপূর্ণা দেবী
বেনহুর	লুই ওয়াল্যোস
গণদেবতা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়


ক্রীড়া জগৎ
10th ASIAN GAMES
SEOUL 1986

বিভিন্ন খেলার মাঠের পরিমাপ

ফুটবল

দৈর্ঘ—১২০—১৩০ গজ এবং প্রস্থ ৭৫—৮০ গজ।

হকি

দৈর্ঘ—১০০ গজ এবং প্রস্থ ৬০ গজ।

ক্রিকেট পীচ

দৈর্ঘ —৬৬ ফুট এবং প্রস্থ—১০ ফুট।

ভলি বল

দৈর্ঘ—৬০ ফুট এবং প্রস্থ ৩৯ ফুট।

বাস্কেট বল

দৈর্ঘ—৮৫ ফুট এবং প্রস্থ ৪৫ ফুট।

টেনিস (ডাবল্‌স্)

দৈর্ঘ—৭৮ ফুট এবং প্রস্থ ৩৬ ফুট।

ব্যাডমিণ্টন (ডাবল্‌স্)

দৈর্ঘ—৪৫ ফুট এবং প্রস্থ ২০ ফুট।

প্রঃ ফুটবল খেলা কোথায় প্রথম আরম্ভ হয় ?

উঃ রোমে।

প্রঃ I. F. A. কার সংক্ষিপ্তাকার ?

উঃ Indian Football Association.

প্রঃ F. I. F. A. কার সংক্ষিপ্তাকার ?

উঃ Federation of International Football Association.

প্রঃ ফুটবলে গোল-পোস্ট দুটির মধ্যে ব্যবধান কত থাকে ?

উঃ ২৪ ফুট।

প্রঃ কোন্ ভারতীয় দল প্রথম কবে I. F. A. শীল্ড জয় করে ?

উঃ ১৯১১ সালে মোহনবাগান দল।

প্রঃ সন্তোষ ট্রফি কি ?

উঃ ভারতের আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা। ১৯৪১ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

প্রঃ রোভার্স ফুটবল প্রতিযোগিতা কোথায় হয় ?

উঃ ভারতের বোম্বাইতে।

প্রঃ আই. এফ. এ. শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা কোথায় হয় ?

উঃ ভারতের কলকাতায়।

প্রঃ জুলে রিমে প্রতিযোগিতা কি ?

উঃ F.I F.A. কর্তৃক ১৯৩০ সালে প্রবর্তিত বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা। F. I. F. A -এর ভূতপূর্ব সভাপতি ফ্রান্সের জুলে রিমের নামে একটি ৪ কিলো ওজনের সোনার পরীর মূর্তি এই প্রতিযোগিতার ট্রফি। দাতা জুলে রিমের ঘোষণা ছিল যে মোটের ওপর তিনবার যে দেশ চাম্পিয়ান হবে সে চিরকালের জন্য ঐ ট্রফি লাভ করবে। এই সম্মান ব্রাজিল ১৯৫৮, ১৯৬২ এবং ১৯৭০ সালে বিজয়ী হয়ে লাভ করেছে। এরপর এখন যে ট্রফি দেওয়া হয় তার নাম 'ওয়ার্লড কাপ অব এ্যাসোসিয়েশন ফুটবল'।

প্রঃ মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা কোথায় হয় এবং কারা এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে ?

উঃ মালয়েশিয়াতে হয়। প্রাচ্যের দেশগুলি এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

প্রঃ ফুটবল-সম্রাট কাকে বলা হয় ?

উঃ ব্রাজিলের পেলেকে ফুটবল সম্রাট বলা হয়। পেলের প্রকৃত নাম আরান্তিস দো নাসিমেন্তো এড্‌সন্।

প্রঃ বর্তমানে কে শ্রেষ্ঠ ফুটবলার ?

উঃ আর্জেন্টিনার দিয়াগো মারাদোনা।

প্রঃ বর্তমান দুনিয়ায় কিভাবে হকি খেলার প্রবর্তন হয় ?

উঃ ফ্রান্সে হকেট নামে এই ধরনের খেলা চালু হয়। পরে ইংলণ্ডে এই খেলাটি হকে নামে প্রচলিত হয়। আরও পরে এর নাম হয় হকি।

প্রঃ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় কখন হকি খেলা স্থান পায় ?
উঃ ১৯২৮ সালে।
প্রঃ অলিম্পিক হকিতে ভারত কতবার সোনা পেয়েছে ?
উঃ ৭ বার।
প্রঃ হকির যাদুকর কাকে বলা হত ?
উঃ ভারতের ধ্যানচাঁদকে।
প্রঃ বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা কি ?
উঃ ভারতীয় হকির শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা।
প্রঃ বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা কখন এবং কোথায় শুরু হয় ?
উঃ ১৮৯৫ সালে কলকাতায় শুরু হয়।
প্রঃ বাইটন কাপ কোন্ দল সবচেয়ে বেশীবার পেয়েছে ?
উঃ মোহনবাগান—১৪ বার।
প্রঃ বাইটন কাপ ছাড়া আরও কয়েকটি ভারতীয় হকি প্রতিযোগিতায় নাম কর।
উঃ রঙ্গস্বামী কাপ, আগা খাঁ কাপ, ওবেদুল্লা খাঁ গোল্ড কাপ।
প্রঃ কোন্ দেশে ক্রিকেট খেলা প্রথম প্রবর্তিত হয় ?
উঃ ইংলণ্ডে।
প্রঃ অ্যাশেস (Ashes) কি ?
উঃ ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট সিরিজে জয়লাভের পুরষ্কার।
প্রঃ রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতা কি ?
উঃ ভারতের আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ভারতের ক্রিকেটের প্রথম যুগের ক্রিকেটার প্রিন্স রণজিৎ সিংজীর স্মৃতিতে প্রবর্তিত এই ট্রফি।
প্রঃ সবচেয়ে দীর্ঘকাল ধরে কোন্ ক্রিকেটার কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছেন ?
উঃ W. G. Grace ৫০ বৎসর ধরে খেলেন।
প্রঃ বিশ্ব-ক্রিকেট সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা কে ?
উঃ অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান।
প্রঃ কোন্ ক্রিকেটার টেস্টে সর্বাধিক সেঞ্চুরী করেন ?
উঃ ভারতের সুনীল গাভাস্কার টেস্টে ৩৪টি সেঞ্চুরী করেছেন।

প্রঃ টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশী উইকেট কে পেয়েছেন ?

উঃ অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলি (৩৫৫টি)।

প্রঃ টেস্ট ক্রিকেটে ইনিংসে সবচেয়ে বেশী রান কার ?

উঃ ১৯৫৭-৫৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোবার্সের অপরাজিত ৩৬৫ রান।

প্রঃ প্রুডেন্সিয়াল কাপ বা বিশ্বকাপ ক্রিকেট কবে, কোথায় হয়েছিল ?

উঃ লণ্ডনে, ১৯৭৫ সালে।

প্রঃ টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজারের বেশী রান কে করেছেন ?

উঃ ভারতের সুনীল গাওয়াস্কার।

প্রঃ কোন্ বৎসর ভারত কার নেতৃত্বে প্রুডেন্সিয়াল কাপ জয় করে ?

উঃ ১৯৮৩ সালে কপিল দেবের নেতৃত্বে।

প্রঃ ১৯৮৭ সালে ক্রিকেটের রিলায়েন্স বিশ্বকাপ কারা জয় করেছে ?

উঃ অস্ট্রেলিয়া।

প্রঃ রিলায়েন্স বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা কোথায় অনুষ্ঠিত হয় এবং কাদের মধ্যে এই খেলা হয় ?

উঃ এই খেলা কলকাতার ইডেন গার্ডেনস-এর রঞ্জি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রঃ রিলায়েন্স কাপের খেলায় কোন্ ভারতীয় একমাত্র শত রান করেন ?

উঃ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সুনীল গাভাস্কার।

প্রঃ একটি ক্রিকেট ব্যাটের মাপ কি ?

উঃ হাতল সহ দৈর্ঘ ৩৮ ইঞ্চি এবং চওড়া ৪ $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি।



প্রঃ দুইটি উইকেটের মধ্যে ব্যবধান কত থাকে ?

উঃ ২২ গজ।

প্রঃ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে কনিষ্ঠতম অধিনায়ক কে ?

উঃ মনসুর আলি খাঁ পতৌদি (২১ বছর বয়সে)।

প্রঃ ইডেনে "আগুনে পোড়া টেস্ট" কোন্ খেলাটি ?

উঃ ১৯৬৭ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের খেলা।

প্রঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরি করেন কোন্ ভারতীয় ?

উঃ পলি উমরি গড়।

প্রঃ গাভাসকার টেস্টে প্রথম শতরান করেন কোথায় ?

উঃ জর্জ টাউন (গায়না)।

প্রঃ কোন্ ভারতীয় প্রথম টেস্টে দ্বি-শত রান করেন ?

উঃ পলি উমরিগড় (১৯৫৫-৫৬ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

প্রঃ টেস্টে দ্রুততম শত রান করে ?

উঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার জে. এম, গ্রেগরী মাত্র ৭০ মিনিটে (১৯২১)।

প্রঃ রিলায়েন্স কাপে (১৯৮৭) কোন্ বোলার হ্যাট্রিক করেন ?

উঃ ভারতের চেতন শর্মা।

প্রঃ ব্র্যাডমানের শতরানের রেকর্ড কি ছিল ?

উঃ ২৯টি শতরান।

প্রঃ টেস্ট ক্রিকেটে কোন্ ভারতীয় জুড়ির সর্বোচ্চ রান ?

উঃ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভিনু মানকড় ও পঙ্কজ রায়—৪১৩ (১৯৫৫-৫৬)।

প্রঃ বর্তমান ভারতে অ্যাথলেটিক্সে কাকে 'সোনার মেয়ে' বলা হয় ?

উঃ পি. টি, উষা।

প্রঃ 'ডিসকাস থ্রো'তে অলিম্পিকে পর পর চারটি স্বর্ণ পদক কে পেয়েছেন ?

উঃ অল ওরটার (আমেরিকা)—১৯৫৬, ৬০, ৬৪ ও ৬৮।

প্রঃ পিতা, পুত্র এবং পৌত্র অলিম্পিকে পদক জয় করেছেন—এরা কারা ?

উঃ ইউজেনে লুণ্ডে (১৯২৪), পিটার লুণ্ডে (১৯৫২) এবং পিটার লুণ্ডে স্থদীয়রা।

প্রঃ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় পেলে কয়টি গোল দিয়েছিলেন ?

উঃ তিনটি বিশ্বকাপে মোট ১২টি গোল।

প্রঃ বিশ্ব-কাপ সংগঠকরা কবে কোন্ খেলায় পেলেকে তাঁর আচরণের জন্য সতর্ক করেন ?

উঃ প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে খেলায় ১৭ই আগস্ট, ১৯৬৯।

প্রঃ পেলের সহস্রতম গোলটি কোন খেলায় হয় ?

উঃ সান্টোসের পক্ষে ভাস্কোদাগামার বিরুদ্ধে।

প্রঃ বিশ্বকাপের ওজন এবং উচ্চতা কত ?

উঃ ওজন ৫ কেজি, উচ্চতা ৩৬ সেমি.।

প্রঃ ফুটবলের আইন কবে তৈরি হয় ? তখন এই আইনকে কি বলা হতো ?

উঃ ১৮৬২ সালে। তখন একে বলা হ'ত "কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি ফুটবল রুল্‌স্।''

প্রঃ বিশ্বকাপ ফুটবলের আইন কবে প্রথম রচিত হয় ?

উঃ ১৯২৯ সালে।

প্রঃ কোন্ অলিম্পিকে ভারত ফুটবলে কিছুটা কৃতিত্ব দেখায় এবং কি ভাবে ?

উঃ ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণ অলিম্পিকে ভারত চতুর্থ স্থান লাভ করে। এই অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলায় ভারতের নেভিল ডিসুজা হ্যাট্রিক করেন।

প্রঃ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কি ?

উঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে গ্রীসে অলিম্পিয়া নামক ময়দানে জিউস দেবের সম্মানে এক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রায় হাজার বছর ধরে প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আধুনিক যুগে এ প্রতিযোগিতার অনুকরণে ১৮৯৬ সালে এথেন্সে আবার এক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়,—এর নাম অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তবে এই প্রতিযোগিতা চার বছর পরপর হয়ে থাকে।

প্রঃ আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক কে ?

উঃ পিয়ের দ্য কুবারতাঁ।

প্রঃ অলিম্পিকের পতাকা কিরূপ ?

উঃ সাদা পতাকায় পাঁচটি বলয় পরস্পর যুক্ত। পাঁচটি বলয় পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক। পাঁচটি বলয়ের রং নীল, হলুদ, কালো, সবুজ এবং লাল।

প্রঃ কোন্ কোন্ বছর অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয় নি ?
উঃ ১৯১৬, ১৯৪০, ১৯৪৪ সালে।

প্রঃ হকি বলের ওজন কত ?
উঃ ১৫৬-১৬৩ গ্রাম।

প্রঃ ব্যাডমিন্টন সাটেলে পালকের সংখ্যা কত ?
উঃ ১৬টি।

প্রঃ টেবিল টেনিসে টেবিলের দৈর্ঘ্য কত ?
উঃ ১৭৪ সেন্টিমিটার।

প্রঃ ওয়াটার পোলো দলে কতজন থাকে ?
উঃ ৭ জন।

প্রঃ ক্রিকেট বলের ওজন কত ?
উঃ ১৫৫ গ্রামের একটু বেশি।

প্রঃ ম্যারাথন রেসের দূরত্ব কত ?
উঃ ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ।

প্রঃ ক্রিকেটের বিশ্ব-কাপে যোগানদানকারী আটটি দেশ কি কি ?
উঃ (১) ভারত (২) পাকিস্তান (৩) শ্রীলঙ্কা (৪) ইংলণ্ড (৫) অস্ট্রেলিয়া (৬) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৭) নিউজিল্যাণ্ড (৮) জিম্বাবোয়ে

প্রঃ ভারতের জাতীয় খেলা কোন্‌টি ?
উঃ কবাডি।

প্রঃ কবাডিতে প্রতি দলে কতজন খেলোয়াড় থাকে ?
উঃ ৭ জন।

প্রঃ দশম এশিয়াডে সর্বোচ্চ ও সর্বানিম্ন সংখ্যক পদক কোন্ দেশ পেয়েছে ?
উঃ চীন (২২২) এবং সৌদি আরব, বাংলা দেশ ও ওমান (১টি করে)

প্রঃ ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে কোন্ দেশ বেশি পদক লাভ করে ?
উঃ সোভিয়েত রাশিয়া—১৯৫টি (সোনা—৮০, রূপা—৬৯ এবং ব্রোঞ্জ —৪৬), উল্লেখ্য এতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয় নি।

প্রঃ ১৯৮৪ সালে লস্ অ্যাঞ্জেল্‌স্ অলিম্পিকে কোন্ দেশ বেশি পদক লাভ করে ?
উঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—১৭২ টি (সোনা—৮৩, রূপা—৬১, ব্রোঞ্জ —৩০); এই প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত রাশিয়া যোগ দেয় নি।

প্রঃ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় কে ?

উঃ ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্তোনা।

প্রঃ তাস খেলা প্রথম কোন্ দেশে চালু হয় ?

উঃ ভারতে।

প্রঃ দাবা খেলা প্রথম কোন্ দেশে প্রচলিত হয় ?

উঃ ভারতে।

প্রঃ ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা কি ?

উঃ লন টেনিসের বিশ্ব প্রতিযোগিতা (পুরুষদের) লণ্ডনের নিকট অবস্থিত উইম্বলডনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রঃ যুযুৎসু কি ?

উঃ আত্মরক্ষণাত্মক জাপানী কুস্তি।

প্রঃ এশিয়াড প্রথম কবে, কোথায় হয় ?

উঃ ১৯৫১ সালে ভারতের দিল্লীতে।

প্রঃ এশিয়াডে ভারত ফুটবলে কোন্ কোন্ বছর সোনা পেয়েছে ?

উঃ ১৯৫১ (দিল্লী) এবং ১৯৬০ (জাকার্তা)।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পরিসংখ্যান

বিভিন্ন দেশের সাফল্য-ব্যর্থতার শতকরা

দেশের নাম	বছর	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	পরিত্যক্ত	সাফল্যের শতকরা হার
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৭৫-১৯৮৭	২৪	১৮	৫	১	৭৮.২৬
ইংল্যাণ্ড	১৯৭৫-১৯৮৭	২৪	১৮	৭	—	৭০.৮৩
অস্ট্রেলিয়া	১৯৭৯-১৯৮৭	২২	১৩	৯	—	৫৯.০৯
ভারত	১৯৭৫-১৯৮৭	২১	১২	৯	—	৫৭.১৪
পাকিস্তান	১৯৭৫-১৯৮৭	২১	১১	১০	—	৫২.৩৮
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৭৫-১৯৮৭	২০	৯	১১	—	৪৫.০০
শ্রীলঙ্কা	১৯৭৫-১৯৮৭	১৮	২	১৫	১	১১.৭৬
জিম্বাবোয়ে	১৯৮৩-১৯৮৭	১২	১	১১	—	৮.৩৩

দলগতভাবে সর্বোচ্চ রান :	৫০ ওভারে ৪ উইকেটে ৩৬০, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে (১৯৮৭)
একটি ম্যাচে সর্বাধিক রান :	১২০ ওভারে ৬২৬, পাকিস্তান (৩৩৮) বনাম শ্রীলঙ্কা (২৮৮), ১৯৮৩-তে।
দলগতভাবে সর্বনিম্ন রান :	৪০.৩ ওভারে ৪৫, কানাডা, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে (১৯৭৯)
একটি ম্যাচে সর্বনিম্ন রান :	৫৪.২ ওভারে ১২ উইকেটে ৯১। কানাডা (৪৫) ও ইংল্যাণ্ড (৪৬ রান ২ উইকেটে) ১৯৭৯-তে।
বড় ব্যবধানে জয় (রানে) :	ইংল্যাণ্ড ২০২ রানে ভারতের বিপক্ষে জয়ী (১৯৭৫)
বড় ব্যবধানে জয় (উইকেটে)।	ভারত, পূর্ব আফ্রিকার বিরুদ্ধে দশ উইকেটে জয়ী (১৯৭৫), ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে জয়ী (১৯৮৩)
স্বল্প ব্যবধানে জয় (রানে)	অস্ট্রেলিয়া ১ রানে ভারতের বিপক্ষে জয়ী (১৯৮৭)
স্বল্প ব্যবধানে জয় (উইকেটে) :	পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১ উইকেটে জয়ী (১৯৮৭)
একটি ম্যাচে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান :	১৮১, ভিভিয়ান রিচার্ডস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) বনাম শ্রীলঙ্কা (১৯৮৭)
একটি ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী :	৭/৫১, উইনস্টন ডেভিস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) বনাম অস্ট্রেলিয়া (১৯৮৩)

মোট রানের দিক থেকে প্রথম পাঁচজন

ব্যাটসম্যান	দেশের নাম	ম্যাচ	ইনিংস	অপঃ	মোট রান	সর্বোচ্চ	১০০	৫০	গড়
গ্রাহাম গুচ	ইংল্যাণ্ড	৮	৮	—	৪৭১	১৭৫	১	৩	৭৮.৮৭
ডেভিড বুন	অস্ট্রেলিয়া	৮	৮	—	৪৪৭	৯৩	—	৫	৫৫.৮৭
জিওফ মার্শ	অস্ট্রেলিয়া	৮	৮	১	৪২৮	১২৬	২	১	৬১.১৪
ভিভিয়ান রিচার্ডস	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬	৬	—	৩৯১	১৮১	১	৩	৬৫.১৬
মাইক গ্যাটিং	ইংল্যাণ্ড	৮	৮	১	৩৫৬	৬০	—	৩	৫৯.৮৫

এবারের বিশ্বকাপে যাঁরা শতরান পেয়েছেন :—

১৮১. ভিভিয়ান রিচার্ডস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) বনাম শ্রীলঙ্কা (করাচিতে)
১৪২. ডেভিড হটন (জিম্বাবোয়ে), বনাম নিউজিল্যাণ্ড (হায়দরাবাদে)
১২৬. জিওফ মার্শ (অস্ট্রেলিয়া), বনাম নিউজিল্যাণ্ড (চণ্ডীগড়ে)
১১৫. গ্রাহাম গুচ (ইংল্যাণ্ড), বনাম ভারত (বোম্বাই-এ)
১১৩. রমিজ রাজা (পাকিস্তান), বনাম ইংল্যাণ্ড (করাচিতে)
১১০. জিওফ মার্শ (অস্ট্রেলিয়া), বনাম ভারত (মাদ্রাজে)
১১০. রিচি রিচার্ডসন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বনাম পাকিস্তান (করাচিতে)
১০৩. সুনীল গাভাসকর (ভারত), বনাম নিউজিল্যাণ্ড (নাগপুরে)
১০৩. জাভেদ মিয়াঁদাদ (পাকিস্তান), বনাম শ্রীলঙ্কা (হায়দরাবাদে)
১০৫. ডেসমণ্ড হেনেস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বনাম শ্রীলঙ্কা (করাচিতে)
১০০. সেলিম মালিক (পাকিস্তান), বনাম শ্রীলঙ্কা (ফয়সালাবাদে)

ক্রীড়া জগতে প্রচলিত শব্দ সংক্ষেপ

I. F. A.—Iddian Football Association.

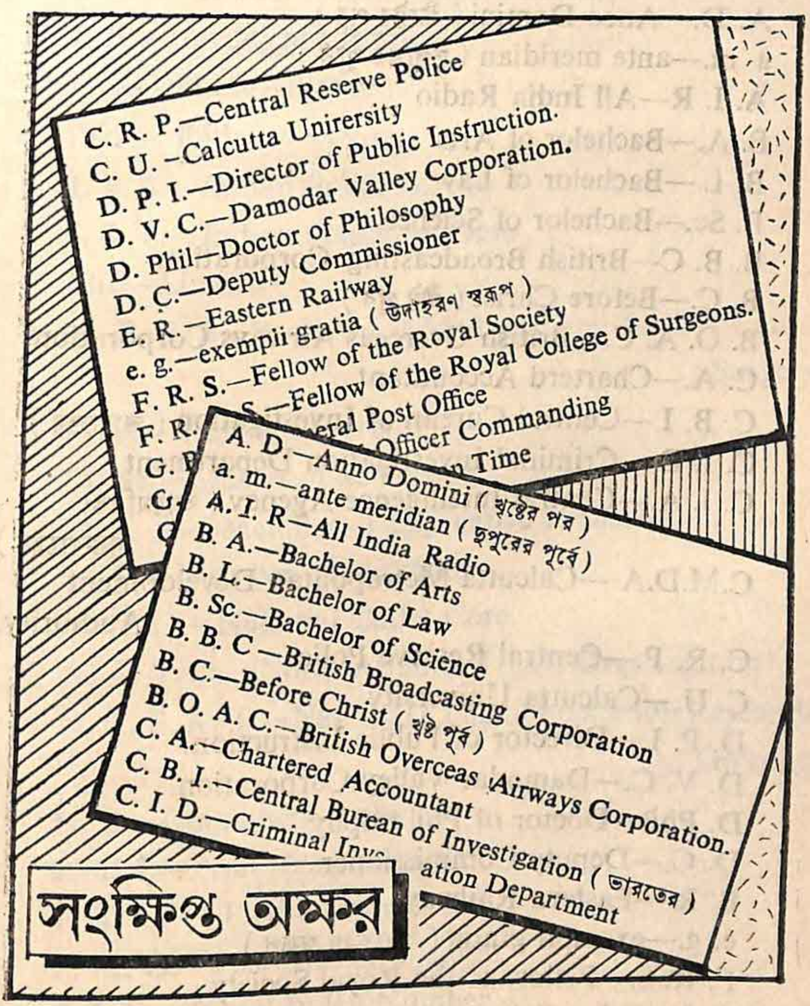
F. I. F. A.—Federation of International Football Association

M. C. C.—Marylebone Cricket Club.

L. B. W.—Leg Before wicket.

S. A. F. Games—South Asian Federation Games




C. R. P.—Central Reserve Police
C. U. –Calcutta Unirersity
D. P. I.—Director of Public Instruction.
D. V. C.—Damodar Valley Corporation.
D. Phil—Doctor of Philosophy
D. C.—Deputy Commissioner
E. R.—Eastern Railway
e. g.—exempii gratia (উদাহরণ স্বরূপ)
F. R. S.—Fellow of the Royal Society
—Fellow of the Royal College of Surgeons.
eral Post Office
Officer Commanding
Time
A. D.—Anno Domini (খৃষ্টের পর)
a. m.—ante meridian (দুপুরের পূর্বে)
A. I. R—All India Radio
B. A.—Bachelor of Arts
B. L.—Bachelor of Law
B. Sc.—Bachelor of Science
B. B. C—British Broadcasting Corporation
B. C.—Before Christ (খৃষ্ট পূর্ব)
B. O. A. C.—British Overceas Airways Corporation.
C. A.—Chartered Accountant
C. B. I.—Central Burean of Investigation (ভারতের)
C. I. D.—Criminal Inv ation Department
সংক্ষিপ্ত অক্ষর

A. D.—Aneo Domini (খ্রীষ্টের পর)
a. m.—ante meridian (দুপুরের পূর্বে)
A. I. R—All India Radio
B. A.—Bachelor of Arts
B. L.—Bachelor of Law
B. Sc.—Bachelor of Science
B. B. C—British Broadcasting Corporation
B. C.—Before Christ (খ্রীষ্ট পূর্ব)
B. O. A. C.—British Overceas Airways Corporation
C. A.—Charterd Accountant
C. B. I—Central Curean of Investigation (ভারতের)
C. I. D—Criminal Investigation Department
C. I. A.—Central Intelligence Agency (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের)
C.M.D.A—Calcutta Metropolitan Development Authority
C. R. P.—Central Reserve Police
C. U.—Calcutta University
D. P. I.—Director of Public Instruction.
D. V. C.—Damodar Valley Corporation
D. Phil—Doctor of Philosophy
D. C.—Deputy Commissioner
E. R.—Eastern Railway
e. g.—exempli gratia (উদাহরণ স্বরূপ)
F. R. S.—Fellow of the Royal Society
F. R. C. S.—Fellow of the Royal College of Surgeons
G. P. O.—General Post Office
G. O. C.—General Officer Commanding
G. M. T.—Greenwich Mean Time
I. N. A—Indian National Army (আজাদ হিন্দ ফৌজ)

I. A. F—Indian Air Force
I. A. C—Indian Airlines Corporation
I. A. S—Indian Administrative Service
I. B.—Intelligence Branch
i. e.—(id est—that is)
ibid—(ibidem—সমস্থানে)
I. P. S.—Indian Police Service
I. S. T.—Indian Standard Time
Ltd.—Limited
M. B. B. S—Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
M. A.—Master of Arts
M. Sc.—Master of Science
M. L. A.—Member of Legislative Assembly
M. P.—Member of Parliament
N. C. C.—National Cadet Core
N. A. T. O.—North Atlantic Treaty Organization
N. C. E. R. T.—Natianal Council Education Research Training
N. B.—(nota bene—দ্রষ্টব্য)
P. T. I.—Press Trust of India
P. T. O.—(Please Turn Over)
P. M. G.—Post Master General
P. I. N.—Postal Index Number
P. M.—(Post meridiem—দুপুরের পরে)
P. W. D—Public Works Department
R. M. S—Railway Mail Service

R. S. V. P—Re'pondez S'il Vous Plait—অনুগ্রহ করে পূর্বে জানান

U. K.—United Kingdom

U. A. R—United Arab Republics

U. S. A—United States of America

U. S. S. R—Union of Soviet Socialist Republic

U. N. O.—United Nations Organization

U. N. E. S C. O—United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

V.C.—Vice Chancellor

V. I. P.—Very Important Person

W. H. O—World Health Organization

Y. M. C. A—Young Men's Christian Association

Y. W. C. A.—Young Women's Christian Association

রাজনৈতিক শব্দ-সংক্ষেপ

A. I. C. C.—All India Congress Committee

I. N. T. U. C.—Indian National Trade Union Congress

B. J. P—Bharatiya Janata Party

C. P. I.—Communist Party of India

A. I. T. U. C—All India Trade Uuion Congress

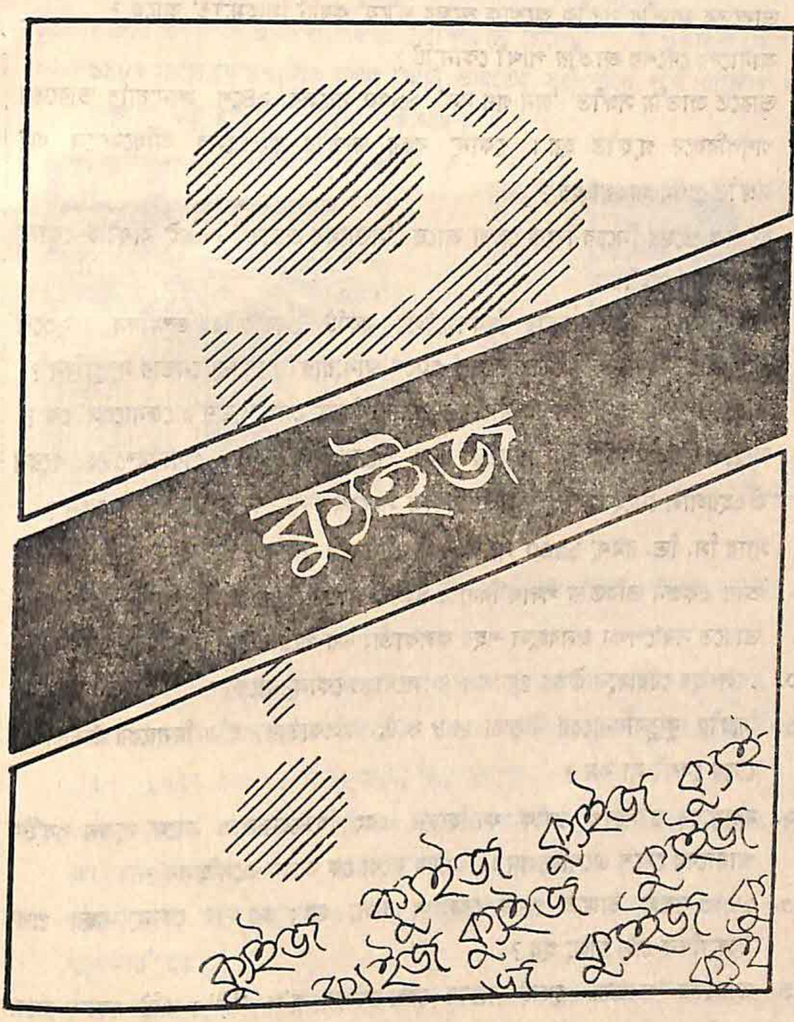
C. P. I (M)—Commuinist Party of India (Marxist)

C. I. T. U—Centre of Indian Trade Union

R. S. P. I—Revolutionary Socialist Party of India

S. U. C. I—Socialist Unity Centre of India

L. T. T. E—Liberation Tiger of Tamail Eelam


কুইজ

১. ভারতের জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভের শীর্ষে কয়টি সিংহমূর্তি আছে ?

২. আমাদের দেশের জাতীয় পাখী কোন্‌টি ?

৩. ভারতে জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন' ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারি ভারতের গণপরিষদে গৃহীত হয়। কোন্ বছর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই সঙ্গীত প্রথম গাওয়া হয় ?

৪. অশোক স্তম্ভের নিচের দিকে লেখা আছে "সত্যমেব জয়তে" —এই বাণীটি কোন্ গ্রন্থ থেকে গৃহীত ?

৫. জানুয়ারী মাসের জাতীয় দিবসগুলির একটি নেতাজীর জন্মদিন (২৩শে জানুয়ারী), কিন্তু শহীদ দিবস (৩০শে জানুয়ারী) কোন্ নেতার মৃত্যুদিন ?

৬. ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, কিন্তু শেষ 'গভর্ণর জেনারেল' কে ?

৭. ভারতে সবচেয়ে বেশী সময়ের জন্য (প্রায় ১৭ বছর) প্রধানমন্ত্রীত্ব করেন জওহরলাল নেহেরু, কিন্তু সবচেয়ে কম সময়ের জন্য কে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ?

৮. স্যার সি. ভি. রমণ্ ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। এরপর আর একজন ভারতীয় পদার্থবিদ্যায় ১৯৮৩ সালে ঐ পুরস্কার পান—তিনি কে ?

৯. ভারতে সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর কলকাতা, এর পরের স্থানটি কোন্ শহরের ?

১০. শৈলশহর দেরাদুন উত্তর প্রদেশ ; আলমোড়া কোন্ রাজ্যে ?

১১. দিল্লীর কুতুবমিনারের উচ্চতা ২৮৮ ফুট, কলকাতার শহীদ মিনারের উচ্চতা এর চেয়ে বেশী না কম ?

১২. মধ্যযুগে চীনদেশ থেকে ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন-সাঙ নামে দুজন পর্যটক আমাদের দেশে এসেছিলেন। এদের মধ্যে কে আগে এসেছিলন ?

১৩. ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলপথ চালু হয় ; এর পর কোন্ বছর প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয় ?

১৪. ভারতের সবচেয়ে ছোট নামের রেল স্টেশন হ'ল 'IB' ; এটি কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?

১৫. ব্রডগেজ ও মিটারগেজ কোন্ রেলপথের দুটি লাইনের দূরত্ব এক মিটার ?

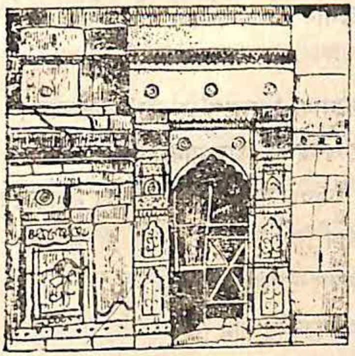
১৬. ভারতের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কোন্‌টি ?

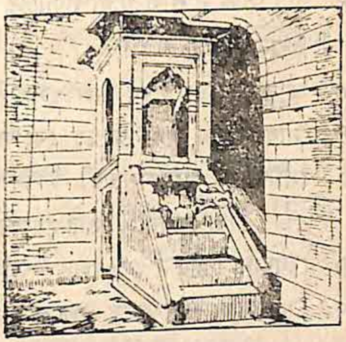
১৭. ভারতের দীর্ঘতম রেলসেতু হলো শোন নদীর 'জওহর সেতু' ; দীর্ঘতম সড়ক সেতু কোন্‌টি ?

১৮. ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম I. C. S. হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিন্তু কোন্ ভারতীয় সর্বপ্রথম I. C. S. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন ?

১৯. ভারতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র "ক্যালকাটা গেজেট"—এর প্রকাশক কে ?

২০. ১৯৮৭ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গোয়া ভারতের সংবিধানে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেল। এই রাজ্যের রাজধানী কোথায় ?





২১ উপরের ছবিগুলির পরিচয় কি ?

২২. মধ্যযুগে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন ভারত ভ্রমণে আসেন ; ঐ সময়ে গৌড়ের রাজা কে ছিলেন ?

২৩. ভারতের ইতিহাসে ১৬৪৭, ১৭৫৭ এবং ১৮৫৭ এই তিনটি খ্রীষ্টাব্দ বিখ্যাত। এর মধ্যে ১৬৫৭ সালে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে বিরোধ হয়। ১৭৫৭ এবং ১৮৫৭ কি জন্যে উল্লেখযোগ্য ?

২৪. ১৯৪৮ সালে আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হয় ; ১৯৮৪ সালে আততায়ীর গুলিতে কোন্ ভারতীয় নেতার মৃত্যু হয় ?

২৫. পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ; অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ?

২৬. ১৭৯৫ সালে রুশদেশের লেখক হেরাশিম লেবেডফ দুটি ইংরেজী নাটক অনুবাদ করে কলকাতার মঞ্চে অভিনয় করেন। এই নাটক দুটির নাম কি কি ?

২৭. বাংলার দুই বিখ্যাত নেতা সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়েছিল কিন্তু অন্য রাজ্যে। সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় ওড়িষাতে ; বিধানচন্দ্রের জন্ম হয় কোন্ রাজ্যে ?

২৮. কোন্ বাঙালী মহিলা উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন ?

২৯. রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এক গবেষণা গ্রন্থের জন্য শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদারকে ১৯৭৮ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয় ; গ্রন্থটির নাম কি ?

৩০. পশ্চিমবঙ্গে এপর্যন্ত যাঁরা রাজ্যপাল হয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজনই বাঙ্গালী, তিনি কে ?

৩১. পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ; প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন ?

৩২. সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ছদ্মনাম নীললোহিত, তাঁর আর একটি ছদ্মনাম কি ?

৩৩. 'হুতুম পেঁচা' হলো কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনাম, 'কালপেঁচা' কা'র ছদ্মনাম ?

৩৪. সৌরজগতের নিকটতম গ্রহ এবং ক্ষুদ্রতম গ্রহ একই। তার নাম কি ?

৩৫. সোভিয়েত মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিণ ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মহাকাশে রওনা দিয়েছিলেন। তাঁর মহাকাশযানের নাম কি ?

৩৬. ফোবাস, টাইটাস এবং লেদা—এদের কে মঙ্গলের উপগ্রহ ?

৩৭. Dog Star—সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। এর ভারতীয় নাম কি ?

৩৮. কোন্ গ্রহের এক দিনের সময় প্রায় পৃথিবীর এক দিনের সমান ?

৩৯. ২১শে মার্চ দিন ও রাত সমান। আর কোন্ তারিখে দিন রাত সমান ?

৪০. 'ক্রোনোমিটার' কি ?—একপ্রকার ঘড়ি/একপ্রকার টেলিস্কোপ।

৪১. ১৯৬১ সালে মানুষ প্রথম মহাকাশ পরিভ্রমণ করে। এই মানুষটি সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরি গাগারিন। এর অনেক বছর পর একজন ভারতীয় মহাকাশ পরিভ্রমণ করেন এর নাম কি ?

৪২. G. M. T. এবং I. S. T. হলো যথাক্রমে গ্রীনিচ মধ্য সময় এবং ভারতীয় প্রমাণ সময়। এদের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত ?

৪৩. সূর্যকে আমরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি—এর কারণ পৃথিবীর আবর্তন। পৃথিবীর এই আবর্তন কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে হয় ?

৪৪. 'শ্বেত বামন'—আসলে নক্ষত্র। তবে এদের বামন বলার কারণ কি ?

৪৫. বিজ্ঞানের ইতিহাসে রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন কুরি-দম্পতি। ওদের একজন শ্রীযুক্ত পিয়ারে কুরী, অন্যজন কে ?

৪৬. পরমাণুর এক ধরনের মৌলিক কণার নাম 'বোসন', এই নামের সঙ্গে কোন্ ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম জড়িত ?

৪৭. **'ফিনল'** হচ্ছে কার্বলিক এ্যাসিডের অপর নাম ; কোন্ লঘু এ্যাসিডকে বলা হয় **'ভিনিগার'** ?

৪৮. 'ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রাইক্লোরোইথেন'—একটি কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ ; এর প্রচলিত সংক্ষিপ্ত নাম কি ?

৪৯. 'অম্লরাজ' বা 'অ্যাকোয়া রিজিয়া'—দুটো এ্যাসিডের মিশ্রণ—তাদের একটি নাইট্রিক এ্যাসিড, অন্যটি কি ?

৫০. জলকে ঠাণ্ডা করে জমালে বরফ হয় ; তাহলে শুষ্ক বরফ কি ?

৫১. সবচেয়ে ভারী ধাতু ইউরেনিয়াম, সবচেয়ে হাল্কা ধাতু কোন্‌টি ?

৫২. নোবেল পুরস্কার দেওয়া বিজ্ঞানী আলফ্রেড বি নোবেলের নাম অনুসারে তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার কি ?

৫৩. কোন্ খনিজ পদার্থকে 'পাথুরে তুলো' বলে ?

৫৪. মানবদেহে অস্থির সংখ্যা ২০৬টি, এর মধ্যে মেরুদণ্ড কয়টি অস্থি দিয়ে গঠিত ?

৫৫. যাদের রক্ত '0' শ্রেণীর তারা প্রয়োজনে সবাইকে রক্ত দিতে পারে ; কিন্তু যাদের দেহে যে কোন্ শ্রেণীর রক্ত দেওয়া যায় তাদের দেহে কোন্ শ্রেণীর রক্ত থাকে ?

৫৬. 'কলটস্' কি ?

৫৭. তিমি ও হাঙ্গর এদের মধ্যে কোন্‌টি মৎস এবং কোন্‌টি স্তন্যপায়ী প্রাণী ?

৫৮. ক্যাঙ্গারু (Kangaroo) নামে অস্ট্রেলিয়ার এক স্তন্যপায়ী প্রাণী তার অপরিণত বাচ্চাকে কিছুদিন তার পেটের বাইরের দিকে অবস্থিত একটি থলিতে কিছুদিন রাখে। কিন্তু Kangaroo শব্দটির অর্থ কি ?

৫৯. কোন্ দেশের সম্রাটকে 'মিকাডো' বলা হয় ?

৬০. খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতীক 'ক্রুশের' জন্য অর্থাৎ পবিত্র জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য মধ্যযুগে মোট চারবার যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধকে কি বলা হয় ?

৬১. কামাল আতাতুর্ক কোন্ দেশের নেতা ছিলেন ?

৬২. 'বুর্জোয়া' শব্দটি এসেছে 'বুর্গ' শব্দ থেকে। 'বুর্গ' কথাটির অর্থ কি ?

৬৩. মুসলমান ধর্মে 'জাকাৎ' বলে একটি কথা আছে। এর অর্থ কি ?

৬৪. আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন তাঁর দেশে দাস-প্রথার বিলোপ ঘটান। তিনি আমেরিকার কততম প্রেসিডেণ্ট।

৬৫. খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩-৭১ এ রোমের বিরুদ্ধে যে দাস-বিদ্রোহ হয়েছিল তার নেতৃত্ব কে দিয়েছিল ?

৬৬. অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস এবং প্লেটো—এদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল। কে কার শিষ্য।

৬৭. জাপানকে বলে 'সূর্যোদয়ের দেশ' ; 'সূর্যাস্তের দেশ' বলে কোন্ দেশকে ?

৬৮. ভিস্‌ভিয়াস আগ্নেয়গিরি ইতালিতে অবস্থিত ; 'মাউনা লোয়া' আগ্নেয়গিরিটি কোথায় ?

৬৯. এলাহাবাদে 'সঙ্গম' ঘটেছে তিনটি নদীর—এদের দুটি হলো গঙ্গা, যমুনা। তৃতীয় নদী কোন্‌টি ?

৭০. ভারতের হিন্দুরা হিমালয়কে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। তারা একে বলে 'দেবতাত্মা হিমালয়'। জাপানে মাউন্ট ফুজিয়ামাকে কারা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে ?

৭১. জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায় প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত 'বানিয়াল পথ'। বর্তমানে এর নাম কি ?

৭২. আমেরিকার পাশেই আছে 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ'। কোন্ দেশকে আগে 'ইস্ট-ইণ্ডিজ' বলা হতো ?

৭৩. 'কোভালাম' সৈকতটি কোন্ দেশে এবং কোথায় ?

৭৪. এশিয়ার উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ এভারেস্ট, কিন্তু ইউরোপের উচ্চতম শৃঙ্গ কোন্‌টি ?

৭৫. পাঞ্জাবকে পঞ্চনদীর দেশ বলা হয়। এই পাঁচটি নদীর তিনটি চেনার, ঝিলাম, বিপাশা, বাকি দুটি কি কি ?

৭৬. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর 'প্রশান্ত মহাসাগর', বৃহত্তম উপসাগর কোন্‌টি ?

৭৭. কোন্ দেশকে 'শ্বেত হস্তীর দেশ' বলে ?

৭৮. আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কতগুলি দ্বীপ আছে ?

৭৯. ভারতের একটি ট্রেনের নাম "ডেকান কুইন"। এই ট্রেনের যাওয়া-আসার প্রান্তিক স্টেশন দুটি কি কি ?

৮০. কলকাতার পাতাল রেল সম্পূর্ণ হলে তার প্রান্তিক স্টেশন দুটি কি কি হবে ?

৮১. হাভানা কোন্ দেশের রাজধানী ?

৮২. ক্রিকেট পীচের দৈর্ঘ্য ৬৬ ফুট ; প্রস্থ কত ?

৮৩. ফুটবল মাঠের প্রস্থ থাকে ৭৫-৮০ গজ। গোলপোস্ট দুটির মধ্যে ব্যবধান কত থাকে ?

৮৪. ভারতের আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতার নাম 'রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতা। কোন্ ক্রিকেটারের নামে এই প্রতিযোগিতার নামকরণ হয়েছে ?

৮৫. I. F. A-শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় কলকাতায়, 'রোভার্স কাপ' প্রতিযোগিতা কোথায় হয় ?

৮৬. 'জুলেরিমে' কাপের দাতার ঘোষণা অনুসারে তিনবার চাম্পিয়ান হয়ে ব্রাজিল এই বহুমূল্য কাপটি চিরকালের জন্য লাভ করেছে। কোন্ কোন্ বছর তারা চাম্পিয়ান হয়েছিল ?

৮৭. 'মারডেকা' ফুটবল প্রতিযোগিতা কোন্ দেশে হয় ?

৮৮. ব্রাজিলের পেলেকে বলা হয় 'ফুটবল সম্রাট'। পেলের আসল নাম কি ?

৮৯. দশম এশিয়াডে সর্বোচ্চ পদক পেয়েছিল চীন। তারা কয়টি পদক পেয়েছিল ?

৯০. এশিয়াডে ভারত দুবার সোনা পেয়েছে। কোথায় কোথায় এবং কোন্ কোন্ বছর ?

৯১. ভারতের মাইকেল ফেরিরা কোন্ খেলার জন্য বিশ্ব-বিখ্যাত ?

৯২. ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে সর্বোচ্চ রান (১০৩) করেছে ভারতের সুনীল গাভাস্কার। পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোচ্চ রান কে করেছে এবং কার বিরুদ্ধে ?

৯৩. পাকিস্তানের ইমরান খান ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপে ম্যাচ পিছু চার উইকেট পেয়েছে দুটি ম্যাচে। একবার ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, অন্যবার কার বিরুদ্ধে ?

৯৪. ১৯৮৭ সালে ক্রিকেটে বিশ্বকাপ পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এর আগের বার কোন্ দেশ ঐ বিশ্বকাপ পেয়েছিল ?

৯৫. ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপে মোট রান সবচেয়ে বেশী কার ?

৯৬. ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় ভারতের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের (২০২ রানে)। সবচেয়ে কম ব্যবধানে জয় কোন্‌টি এবং কত রানে ?

৯৭. মহিন্দর অমরনাথ, ডেভিড বুন, ভিভিয়ান রিচার্ডস্, ক্লাইভ লয়েড—এই ক্রিকেটারদের সকলের ক্ষেত্রেই একই সাধারণ ঘটনা ঘটেছে। কোন্ সে ঘটনা ?

৯৮. কলকাতা 'সাফ'-এ ম্যাসকট হল 'বাঘ বাবু'। দিল্লীর 'এশিয়াডে' 'ম্যাসকট' ছিল কে ?

৯৯. প্রকাশ পাড়ুকন একবারেই 'অল ইংল্যাণ্ড চাম্পিয়ান' হয়েছেন। কিন্তু তা কোন্ বছরে ?

১০০. ১৯৮৭ 'সাফ গেমস্'-এ ভারত স্বর্ণ পদক পেয়েছে ৯১টি। ঐ গেমস্-এ ভারত মোট পদক পেয়েছে কটি ?

কুইজ-এর উত্তর

১. চারটি। ২. ময়ূর। ৩. ১৯১১ সালের কলকাতা অধিবেশনে। ৪. মুণ্ডক উপনিষদ। ৫. গান্ধীজীর। ৬. চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। ৭. চরণ সিং (মাত্র এক মাস)। ৮. ডঃ সুব্রহ্মণম চন্দ্রশখর। ৯. বোম্বাই। ১০. উত্তর প্রদেশে।

১১. কম (১৮২ ফুট)। ১২. ফা-হিয়েন। ১৩. ১৯২৫ সালে। ১৪. ওড়িশা রাজ্যে। ১৫. মিটার গেজ। ১৬. নন্দাদেবী। ১৭. মহানদী সেতু। ১৮. অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী। ১৯. হিকি। ২০. পানাজি।

২১. (১) ছোট সোনা মসজিদ (২) আদিনা মসজিদ। ২২. কণিষ্ক। ২৩. ১৭৫৭-পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭-সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত। ২৪. ইন্দিরা গান্ধী। ২৫. এইচ. এস. সুরাবর্দী। ২৬. 'ডিগগাইস' এবং 'লাভ ইজ দ্যা বেস্ট ডক্টর'। ২৭. বিহার (পাটনা)। ২৮. শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী। ২৯। "ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ"। ৩০। ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী।

৩১. ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ৩২. সনাতন পাঠক। ৩৩. বিনয় ঘোষ। ৩৪. বুধ। ৩৫. ভস্তক—১। ৩৬. ফোবাস ৩৭. লুব্ধক। ৩৮. মঙ্গল গ্রহ (২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট)। ৩৯। ২৩শে সেপ্টেম্বর। ৪০। এক প্রকার ঘড়ি।

৪১. রাকেশ শর্মা। ৪২. ৫½ ঘণ্টা। ৪৩. পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। ৪৪. এদের আয়তন খুব ছোট বলে এদের বামন বলে। ৪৫. শ্রীযুক্তা মেরী কুরী। ৪৬. শ্রীসত্যেন বসু। ৪৭। লঘু এ্যাসিটিক এ্যাসিড। ৪৮। **D. D. T.** ৪৯। হাইড্রোক্লোরিড এ্যাসিড। ৫০। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে জমালে তাকে শুষ্ক বরফ বলে।

৫১. লিথিয়াম। ৫২। ডিনামাইট। ৫৩। অ্যাসবেসটাস। ৫৪। ৩৩টি। ৫৫। 'AB' শ্রেণী। ৫৬। জেব্রার বাচ্চা। ৫৭। হাঙ্গর—মৎস, তিমি—স্তন্যপায়ী প্রাণী। ৫৮। 'আমি বুঝি না'। ৫৯। জাপানের সম্রাটকে। ৬০। 'ক্রুসড'।

৬১. তুরস্কের। ৬২. মধ্যযুগে ফ্রান্সের শহরকে বলা হ'ত 'বুর্গ'। ৬৩। কোরাণ অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাঁর বার্ষিক আয়ের শতকরা আড়াই

ভাগ দান করা। একে বলে জাকাৎ। ৬৪. ষোড়শতম। ৬৫. স্পার্টাকাস। ৬৬. সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো আর প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল। ৬৭. হাওয়াই। ৬৮. হাওয়াই। ৬৯. সরস্বতী. ৭০. শিনটো ধর্মাবলম্বীরা।

৭১. জওহর পথ। ৭২. ইন্দোনেশিয়া। ৭৩. ভারতে কেরালার ত্রিবান্দ্রমের কাছে। ৭৪. মঁ ব্লাঁ (১৫,৭৮০ ফুট)। ৭৫. রাভি, সুতলেজ। ৭৬. মেক্সিকো উপসাগর। ৭৭. থাইল্যাণ্ডকে। ৭৮. ২২৪টি। ৭৯. বোম্বাই—পুনা। ৮০. দম্‌দম্—টালিগঞ্জ।

৮১. কিউবা। ৮২. ১০ ফুট। ৮৩. ২৪ ফুট অর্থাৎ ৮ গজ। ৮৪. রণজিৎ সিংজী। ৮৫. বোম্বাই। ৮৬. ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০। ৮৭। মালয়েশিয়াতে। ৮৮. আরাণ্ডিস দো নাসিমোন্তো এন্ড সন্। ৮৯. ২২২টি। ৯০. দিল্লী (১৯৫১) এবং জকার্তা (১৯৬২)।

৯১. বিলিয়ার্ড। ৯২. রামিজ রাজা (১১৩) ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ৯৩. ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। ৯৪' ভারত। ৯৫. ইংল্যাণ্ডের গ্রাহাম গুচ (৪৭১)। ৯৬. ভারতের বিপক্ষে ১ রানে অস্ট্রেলিয়া। ৯৭. এরা সবাই বিশ্ব-কাপ ফাইনালে এক এক বছর 'ম্যান অব দি ম্যাচ' হয়েছেন। ৯৮. "আপ্পু" হাতি। ৯৯. "১৯৮০ সালে"। ১০০. ১৫৫টি (৯১+৪৫+১৯)।